লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ২০তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ২২ রজব, ১৪৩৭ হিজরি | ৩০ শাহাদত, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩০ এপ্রিল, ২০১৬ ঈসাব্দ

কিশোরগঞ্জের গালিমগাজিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কর্তৃক নবনির্মিত মসজিদ ‘মসজিদে মাহমুদ’-এর শুভ উদ্বোধন

বিস্তারিত পড়ুন ভিতরের পাতায়

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১১তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে। এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দরখাস্ত আগামী ২৫/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী, বোর্ড গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবরে পৌঁছাতে হবে। আবেদনকারীদের ভর্তি পরীক্ষা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার থেকে ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারীদেরকে ৩০/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ ঃ (১) এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে। (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেক-আপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতী বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে। (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এবং নিজ বাড়ি অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে (ছ) আবেদন পত্রে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নায়েম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারীকে ভাল ভাবে চিনেন ও জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

ভর্তি-বিজ্ঞপ্তিটি সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো। প্রয়োজনে যেসব মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
সেক্রেটারী, বোর্ড অফ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

কলুষমুক্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী বিনত বান্দারা-ই সফলতা লাভ করে

সফলতার ব্যপ্তি বহুমাত্রিক। ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ভেদে এর বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন-সায়াহ্নে এসে এর তালাশে সচেষ্ট হয় বটে, তবে সন্ধান লাভ করে তারাই, যারা ইহলোক থেকেই পরম প্রেমাস্পদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিতে সক্ষম হয়। আর এটা কেবলই ব্যক্তির চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লাভ হয় না বরং ঐশী ইমামতের ছায়ায় ও সান্নিধ্যে উর্ধ্বালোক থেকে বর্ষিত হয়। এ প্রেক্ষিতেই মহানবী (সা.) বলেছেন, **"মাল্লাম ইয়ারেফ ইমামা যামানিহি ফাক্বাদ মাতা মিতাতাল যাহেলিয়্যা"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামকে না মেনে মৃত্যু বরণ করে তার জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়। (মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

ইমাম আখেরুজ্জামান ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঐশী ইমামতের মান্যতায় এর কল্যাণময় সান্নিধ্যের ফযিলত সম্পর্কে সকলকে অবহিত করে বলেন-

"গাফিলতির জন্য হৃদয়ে যদি কোন কাঠিন্য এসে যায় তবে সংস্পর্শ এবং ক্রমাগত সাক্ষাতের ফলে এই কাঠিন্য খুব শীঘ্র দূর হয়ে যায়। এজন্য পাঞ্জাবের লোকেরা বিশেষভাবে কোন-কোন ব্যক্তি তাদের ভালবাসায়, সত্যনিষ্ঠায় ও সদগুণে উন্নতি করে যাচ্ছে। এরই কারণে প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় তারা অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করে এবং সত্যিকারের আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকাশ তাদের মধ্যে দেখা যায়। এবং এই দেশের লোকদের হৃদয় অন্যান্য দেশের লোকদের তুলনায় কিছুটা কোমল বটে। এতদসত্ত্বেও যদি আমি দূরদেশের সকল শিষ্যকে এরূপ মনে করি, তারা এখনো সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় আদৌ অগ্রসর হয়নি তাহলে এটি বড়ই অন্যায় কথা হবে।

কেননা, সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লাতিফ সাহেব-যিনি (আফগানিস্তানে আমার সত্যতার পরীক্ষা দিতে) প্রাণ উৎসর্গ করে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তিনিও তো দূরদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সদগুণাবলী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে পাঞ্জাবের বড়-বড় আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিকেও লজ্জিত হতে হয়। আমাকে বলতে হয়, তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন। অনুরূপভাবে কোন-কোন দুরদেশের আদর্শপরায়ণ ব্যক্তি বড়-বড় আর্থিক কুরবানী করেছেন এবং তাদের সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতায় কখনও কমতি আসেনি।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের ভ্রাতা মাদ্রাজের ব্যবসায়ী শেঠ আব্দুর রহমান এবং আরও কতিপয় বন্ধুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সংখ্যার দিক থেকে পাঞ্জাবকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেননা, পাঞ্জাবে সকল শ্রেণীর মানুষ ধর্মের সেবায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে। দূরদেশের অনেক লোক যদিও আমার সিলসিলায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু তবুও তারা আমার সংস্পর্শে আসার সুযোগ কম পাওয়ার দরুন তাদের হৃদয় দুনিয়ার কলুষ হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়নি। বিষয়টি এমনটা মনে হচ্ছে যে, পরিণামে হয়তো তারা কলুষ হতে পবিত্র হয়ে যাবে, নচেৎ খোদা তা'লা তাদেরকে এই পবিত্র জামা'ত হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যু ঘটবে।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষের এক পরম ভ্রান্তি। এই ঘৃণ্য ও মোহ-গ্রস্ত দুনিয়া কখনও ভয় দেখিয়ে এবং কখনও আশার প্রলোভন দেখিয়ে অনেক মানুষকে নিজের বেড়াজালে আটকে নেয় এবং তাতে তারা প্রাণ ত্যাগ করে। নির্বোধেরা বলে, আমরা কি দুনিয়া ত্যাগ করব? কিন্তু তোমাকে বলছি, হৃদয়কে দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রতারণা হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেল। নতুবা তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি সীমা লঙ্ঘন করে থাক, এমনকি খোদার ফরযসমূহও বিসর্জন দাও এবং বিভিন্ন রকম প্রতারণার দরুন শয়তানে পরিণত হও, বস্তুত এই পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি পাপের বীজ বপন করে চলছো এবং তাদের এজন্য ধ্বংসও করছ কারণ, খোদা তোমার হৃদয়ের গভীরে দেখছেন। অতএব তুমি অসময়ে মারা যাবে এবং পরিবার-পরিজনদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিবে। কিন্তু খোদার দিকে যে অবনত-তার সৌভাগ্যের কারণে তার স্ত্রী-পুত্রও অংশ লাভ করবে এবং তার মৃত্যুর পর এরা কখনও ধ্বংস হবে না।"

[তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত]

ব্যক্তি মাত্রই আকাঙ্খা পোষণ করে থাকেন যে, তার পরবর্তী প্রজন্মে সুখ-আনন্দ সচল থাকুক, দুঃখ-কষ্ট দুর্যোগ থেকে তারা সুরক্ষিত থাকুক। অতএব, যারা নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে চান তারা 'ইমাম আখেরুজ্জামান' এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের মান্যতায় সেই ঐশী ছায়ার আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য লাভ করুন, এটাই কায়মনো বাক্যে আমাদের প্রার্থনা।

সূচিপত্র

৩০ এপ্রিল, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৯

বয়আতের শর্তসমূহ এবং
একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৭
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ২০

কলমের জিহাদ ২৮
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়
আমাদের করণীয় ৩০
মোহাম্মদ আবদুল জলিল

নিজে সৎ হই
অন্যকে সৎ হতে উৎসাহিত করি ৩২
মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র কুরআন ও দোয়া ৩৪
মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৬
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

সংবাদ ৩৮

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী ৪৭

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর
বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٥٠

৫০। আর আকাশ সমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যে প্রাণীই আছে আর ফিরিশতারা (সবাই) আল্লাহ্‌র সমীপে সিজদা করে এবং তারা কোন অহংকার করে না।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٥١

৫১। তারা তাদের ওপর (পরাক্রমশালী) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা তা-ই করে যা তাদের করতে বলা হয়।

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٥٢

৫২। আর আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা দু'জনকে উপাস্য বানিয়ে বসো না। নিশ্চয়ই তিনি এক অদ্বিতীয়[১৫৫১] উপাস্য। অতএব কেবল আমাকেই ভয় কর।'

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۭ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝٥٣

৫৩। আর আকাশ সমূহ ও পৃথিবীসমূহে যা-ই আছে সব তাঁরই। আর সঠিক পথ (নির্ধারণ করার অধিকার) চিরন্তনভাবে তাঁরই। তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে।

১৫৫১। এই জগতের কার্যপদ্ধতির বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত যে, এক অত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে মহাবিশ্ব। যদি একাধিক খোদা থাকতো তবে এই অভিন্ন সামঞ্জস্য তিরোহিত হয়ে যেত। তা ছাড়া যদি দুই খোদা থাকত তাহলে একজন অন্যজনের অধীনস্থ থেকে তার আজ্ঞানুবর্তিতা করায় আবশ্যক হতো। সেইরূপ অবস্থায় দুই এর মধ্যে একজন খোদা অতিরিক্ত হয়ে পড়তো। কিংবা যদি উভয়ই সমমর্যাদার অধিকারী হতো তাহলে প্রত্যেকের প্রভাব, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের গতি ভিন্ন ভিন্ন হতো। এইরূপ অবস্থায় তাদের দুই এর মধ্যে অবশ্যই মত পার্থক্য দেখা দিত এবং বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হতো, বস্তুত উভয় প্রকার কল্পনাই অসম্ভব। অতএব এটিই স্বতঃসিদ্ধ যে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা নিঃসন্দেহে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্।

হাদীস শরীফ

কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআ'ত করবে

আমাদেরকে প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ী হতে প্রভাতকালে যেন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনা যায়। তবেই আমরা কুরআন প্রচারে সফলতা লাভ করব।

কুরআন :

আকিমিস্ সালাতা লিদুলুকিশ্ শামসি ইলা গাসাকিল লায়লি ওয়া কুরআনাল ফাজরে, ইন্না কুরআনাল ফাজরে কানা মাশহুদা (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)।

অর্থাৎ–তুমি সূর্য ঢলে যাবার পর হতে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও, নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন (একটি বিষয়) যে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

হাদীস :

আন আবি উমামাতা ক্বালা সামি'তু রসূলুল্লাহে ইয়াকুলু ইকরাউল কুরআনা ফাইন্নাহু ইয়া'তি ইয়াওমাল কিয়ামাতি শাফিআন লিআসহাবিহি।

অর্থাৎ হযরত আবূ উমামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআ'ত করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক। এর মধ্যে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। এমন এক পরিপূর্ণ কিতাব যার মাঝে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হ'তে মুক্তিদানকারী ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ ঐ জাতি যাদেরেকে এ মহান গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তাই এ **খায়রে উম্মত** আজ অধ:পতনের অথৈ গহ্বরে পতিত। নামাযের সাথে পবিত্র কুরআনের সম্পর্ক রয়েছে। খোদার নৈকট্যের একমাত্র সহজ উপায় হলো নামায। নামাযের মধ্যে খোদার এ বাণী যেভাবে ভক্তি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়া যায় অন্য সময় তা সম্ভব নয়।

কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা প্রভাতের তেলাওয়াতের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত: তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ আর দ্বিতীয়ত: ফজরের নামায আদায়ের পর কুরআন পাঠ। এরূপ কর্ম খোদার নিকট খুবই প্রিয়। যে ব্যক্তি খোদার স্মরণে তার প্রতিদিনের কর্ম সূচনা করে দিনের বাকী অংশটুকু তার উত্তমভাবে কাটানোটাই স্বাভাবিক।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কুরআন পাঠকারীর জন্য কিয়ামতের দিন কুরআন শাফাআ'তকারী হবে। এ হ'তে বুঝা যায় কুরআন পাঠের গুরুত্ব কত বড়। আজ আমরা যারা আখারীনদের দলভুক্ত তাদের উপর কুরআন প্রচারের মহান দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য আমাদের সকলকে কুরআন তেলাওয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এর শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। সঠিকভাবে নাযেরা পড়া শিখতে হবে। তারপর অর্থ শিখতে হবে। প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ী হতে প্রভাতকালে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনা যেতে হবে। তবেই আমরা কুরআন প্রচারে সফলতা লাভ করব। ইসলাম ও হযরত নবী করীম (সা.), কুরআনেরই অপর নাম। তাই কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কুরআন পাঠ না করলে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ই অজানা থেকে যাবে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেছেন, যে কুরআনকে ইজ্জত দিবে আকাশে তাকে ইজ্জত দেয়া হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর কালাম পড়ার ও বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

এ যুগই মাহদী ও মসীহ্‌র আবির্ভাবের যুগ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

পুস্তিকাদি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। সমুদ্রগুলোকে মিলিত করা হয়েছে এবং দূর-দূরান্তের মানুষের মেলামেশা আরম্ভ হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠকে যেন গুটিয়ে নেয়া হয়েছে আর এর প্রান্তগুলো যেন কাছে এসে গেছে। উট পরিত্যাক্ত হয়েছে। একে দ্রুতগতির বাহন হিসেবে আর ব্যবহার করা হয় না।

মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত আর দু:খ ও আক্ষেপে তাদের মন ভারাক্রান্ত। তারা অতীতের সব সমস্যা এবং অত্যাসন্ন সব বিপদাপদকে ভুলে বসে আছে। তারা বৃষ্টিবাহী সুবাতাসের আশা করে ঠিকই কিন্তু নোংরা বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। অতএব এর চেয়ে বড় আর কোন্ বিপদকে দাজ্জাল আখ্যায়িত করা যেতে পারে? লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে আর বিপদাবলীও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা সেই গাধা দেখেছি যার ওপর ভর করে তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আর সে গাধা নিজ খুরের জোরে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেয়।

দৃষ্টিবান মানুষ জানেন, সে বছরের পথ মাসে আর মাসের পথ একদিনে বা দু'দিনে অতিক্রম করে যা ভ্রমণকারীদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে। এটি দ্রুত বেগে পথ অতিক্রমকারী একটি বাহন যার সাথে কোন যান বা অন্য কোন বাহন প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এর জন্য রাস্তাঘাটের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে আর তার আবির্ভাবের মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান কমে গেছে। গর্ভবতী উটনীকে নিষ্কর্মা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুস্তিকাদি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। সমুদ্রগুলোকে মিলিত করা হয়েছে এবং দূর-দূরান্তের মানুষের মেলামেশা আরম্ভ হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠকে যেন গুটিয়ে নেয়া হয়েছে আর এর প্রান্তগুলো যেন কাছে এসে গেছে। উট পরিত্যাক্ত হয়েছে। একে দ্রুতগতির বাহন হিসেবে আর ব্যবহার করা হয় না। এটা দাজ্জালের সৃষ্টি হলেও আল্লাহ্ তা'লা একে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে কাজে নিয়োজিত করেছেন আর এতে আপত্তির কিছু নেই। এ ধরনের বাহনগুলো দীর্ঘকাল থেকে চলছে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন বাহন নেই। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতএব প্রমাণিত হলো এটিই মাহদী ও যুগ মসীহ্‌র আবির্ভাবের সময়, কেননা ভ্রষ্টতা সর্বত্র ছেয়ে গেছে এবং পৃথিবী অশান্তিতে ভরে গেছে। বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে আর বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের হট্টগোল অনেক বেড়ে গেছে। কুরআনে শেষ যুগের যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রত্যেকটি চক্ষুষ্মানদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে।

যারা আরব বা পাশ্চাত্যের কোন দেশ থেকে মাহদীর আগমনের অপেক্ষা করছে তারা মস্ত বড় ভুল করছে। তাদের চিন্তা সঠিক নয়, কেননা আরব দেশগুলো এমন যাকে আল্লাহ্ তা'লা অশান্তি, নৈরাজ্য ও যুগ-কাফেরদের সৃষ্ট সব বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যে দেশে ভ্রষ্টতার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে দেশ ছাড়া অন্য কোথাও মাহদীর আগমনের আশা করা যেতে পারে না। মহাপ্রতাপান্বিত খোদার রীতি এভাবেই চলে আসছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের জন্য বিশেষত্ব রাখে।

এখানে ধর্মত্যাগের দ্বার খুলে গেছে, সব ধরনের অনাচার, কদাচার, অন্যায় ও মিথ্যার বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই, এদেশই মহা সম্মানিত ও শাক্তিশালী খোদার সাহায্য লাভের এবং তাঁর পক্ষ থেকে মাহদীর আগমনের একান্ত মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র কসম! ভারতে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখছি এর উদাহরণ আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাই না। আর খ্রীষ্টানদের সৃষ্ট এই নৈরাজ্যের মত অন্য কোন পরীক্ষার সম্মুখীনও আমরা হই নি। সহীহ্ হাদীসে আছে, দাজ্জাল প্রাচ্যের দেশ থেকে আবির্ভূত হবে। আর কুরআনও বলে স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক আর আমরা অস্বীকারকারীদের না মানার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-৬২-৬৪]

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

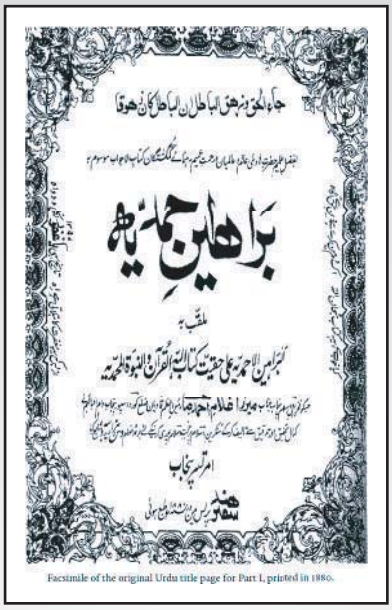

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১৫তম কিস্তি)

একটু ভাবা উচিত যে, সহস্র সহস্র বিপদাপদ মাথাচাড়া দেয়া আর লক্ষ লক্ষ শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভয়প্রদর্শনকারী দন্ডায়মান হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবুওয়তের দাবিতে কীভাবে অনড় ও অটল ছিলেন! বছরের পর বছর সেসব সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন এবং সেসকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় যা সফলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করছিল আর প্রতিনিয়ত সেসব সমস্যা বেড়েই চলছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরলেও কোন জাগতিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা ভাবাই যেতো না; বরং নবী হওয়ার দাবি করে নিজের পূর্বের সহানুভূতিশীলদেরও হারিয়ে বসেছেন। এক কথা বলে লক্ষ বিভেদের কারণ হয়েছেন এবং সহস্র সহস্র বিপদাপদকে

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দেশ হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন। হত্যার জন্য পিছু ধাওয়া করা হয়েছে। ঘর-দোর এবং সকল উপায়-উপকরণ ধ্বংস ও বিনষ্ট করা হয়েছে। বারংবার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। হিতাকাঙ্খীরা অহিতাকাঙ্খী হয়ে গেছে। বন্ধুরা শত্রুতা আরম্ভ করেছে । দীর্ঘকাল তিক্ততার মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, যার ওপর অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা কোন মিথ্যাচারী প্রতারকের জন্য সম্ভব নয়। সুদীর্ঘকালের অবসানে যখন ইসলাম জয়যুক্ত হয় তখন সম্পদ ও সম্মান হাতের মুঠোয় পেয়েও কোন ধনভান্ডার পুঞ্জিভূত করেননি, কোন অট্টালিকা নির্মাণ করেননি, কোন বারগাহ (দরবার) প্রস্তুত হয়নি, বাদশাহদের ন্যায় বিলাসী জীবনের কোন উপকরণ প্রস্তাব করা হয়নি। অন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করেননি বরং যাকিছু এসেছে তার পুরোটাই এতিম, মিসকীন, বিধ্ববা ও ঋণগ্রস্ত লোকদের দেখাশুনার কাজে ব্যয় হতে থাকে। কোনসময় একবেলাও পেটপুরে খাবার খাননি। আর এত স্পষ্টভাষী ছিলেন যে, শির্‌কের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে যে সকল জাতি শির্‌কে নিমজ্জিত ছিল তাদের সবাইকে বিরোধী সাঁরিতে দাঁড় করিয়েছেন। যারা ছিল আপনজন, মূর্তীপূজা বা শির্‌ক হতে বারণ করে তাদেরকে সর্বপ্রথম শত্রু সাঁরিতে দাঁড় করিয়েছেন।

হরেক প্রকার সৃষ্টিপূজা, পীরপূজা ও অপকর্ম হতে বারণ করে ইহুদীদের সাথেও সম্পর্ক নষ্ট করেছেন। হযরত ঈসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অপমান করতে বারণ করেছেন, যে কারণে তাদের হৃদয়ে ভয়াবহ আগুন লেগে যায় আর তারা ভীষণ শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয় আর সর্বদা হত্যা করার জন্য ওঁত পেতে থাকত। অনুরূপভাবে খৃষ্টানদেরকেও খেপিয়ে তুলেন, কেননা তাদের বিশ্বাস

অনুসারে তিনি তাঁকে খোদা বা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করেননি আর অন্যের পরিত্রাতা হিসেবে ক্রুশে তাঁর মৃত্যু বরণেও বিশ্বাস করেননি। অগ্নি এবং তারকা পূজারীরাও ক্ষেপে যায়, কেননা তাদেরকে তাদের দেবতাদের পূজা থেকে বিরত থাকতে বলা হয় আর কেবল তৌহীদ বা একত্ববাদকেই মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু আখ্যা দেয়া হয়। এখন সুবিচার করা উচিত! বস্তু স্বার্থ সিদ্ধির কি এটিই রীতি? অর্থাৎ সকল শ্রেণীকে এমন এমন মর্মপীড়াদায়ক কথা শুনানো হয়েছে যে, সকলেই শত্রুতায় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে যায় আর সবার মন ভেঙ্গে যায়। তাঁর নিজের দল এতটুকু ভারী হওয়া বা অন্যের হামলা প্রতিহত করার সামান্যতম শক্তিটুকুও অর্জিত হওয়ার পূর্বেই

সবাইকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেন যে, তারা তাঁর রক্তপিপাশু শত্রু হয়ে যায়। যেভাবে তিনি কতককে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছেন, সেভাবে যদি কতককে সত্যবাদী আখ্যায়িত করতেন, কেবল তবেই এটি ধূর্ততামূলক ষড়যন্ত্র গণ্য হতো। কেননা এভাবে কতক বিরোধী হয়ে গেলেও কতক তাঁর পক্ষে থাকত! বরং আরবদের যদি বলা হতো যে, তোমাদের 'লাত' ও 'উয্যা' (প্রতিমা) সত্য, তাহলে তারা তখনই তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ত আর এমনক্ষেত্রে তাদের দ্বারা যা ইচ্ছা করাতে পারতেন। কেননা তারা সকলেই ছিল স্বজন, নিকটাত্মীয় এবং জাতীগত আত্মভিমানে নজীর বিহীন। সবকথা তারা মেনেই নিয়েছিল, কেবল প্রতিমাপূজার পক্ষে কথা বললেই তারা খুশী হয়ে যেতো এবং মনপ্রাণ উজাড় করে আনুগত্য করত। কিন্তু ভাবা উচিত, মুহূর্তে মহানবী (সা.)-এর আপন পর সবার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা আর কেবল একত্ববাদকে সেসময় দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, যেযুগে এর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য বিষয় পৃথিবীর দৃষ্টিতে আর কিছু ছিল না; যে কারণে শতশত সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো বরং প্রাণে মারা যাওয়ার আশংকাও দেখা দিত–এটি কোন্ জাগতিক স্বার্থে ছিল? যেখানে ইতোপূর্বে এ কারণে নিজের সকল জাগতিক স্বার্থ ও জনসমর্থন হাতছাড়া করেছেন সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, যে বিশ্বাস পরীক্ষার কারণ তার ওপর অবিচল থাকার ফলে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো যা প্রকাশ করতেই নবমুসলিমদের বন্দী হতে হয়, শিকলাবদ্ধ করা হয় এবং ভয়াবহ মার খেতে হয়?

সবাইকে তাদের প্রকৃতি, অভ্যাস, ইচ্ছা এবং বিশ্বাস পরিপন্থী তিক্ত কথা শুনিয়ে নিমিষে প্রাণের শত্রুতে পরিণত করলেন আর কোন একটি জাতির সাথেও সম্পর্ক ঠিক রাখলেন না– জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির কি এটিই রীতি? যারা লোভী ও ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকে তারা কি এমন পরিকল্পনাই করে যারফলে বন্ধুও শত্রু হয়ে যায়? প্রথম পদক্ষেপেই সারা পৃথিবীকে নিজেদের শত্রুতার জন্য লেলিয়ে দেবে আর নিজ প্রাণকে স্থায়ী হুমকির মুখে ঠেলে দেবে? যারা কোন ষড়যন্ত্রকে পুঁজি করে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় এটিই কি তাদের নীতি? তারাতো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখে আর সকল ফিরকার সত্যতার সনদ বিতরণ করে বেড়ায়। খোদার সন্তুষ্টির জন্য কথা ও কাজে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা কি করে তাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস হতে পারে? খোদার একত্ববাদ ও মাহাত্ম্য কি করে তাদের কাছে অগ্রগণ্য হতে পারে? খোদার জন্য অনর্থক কষ্ট সহ্য করবে, তাদের জন্য কী করে এটি সম্ভব?

তারা শিকারীদের মত যেখানে শিকার পাওয়া সহজলভ্য হয়ে থাকে সেখানে জাল পাতে আর সে রীতিই অবলম্বন করে যাতে স্বল্প পরিশ্রমে জাগতিক লাভের সম্ভাবনা বেশি। কপটতা তাদের পেশা আর চাটুকারীতা তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। সবার সাথে মিষ্টি করে কথা বলা আর সকল চোর ও সাধুর সাথে একই ধরনের সুসম্পর্ক বজায় রাখা তাদের একটি বিশেষ নীতি হয়ে থাকে। মুসলমানদের সামনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আর হিন্দুদের সামনে রাম রাম করার জন্য তারা সদা প্রস্তুত থাকে। সকল বৈঠকে মানুষের সুরে সুর মিলিয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ বা না না করতে থাকে। যদি কোন বৈঠকের সভাপতি দিনকে রাত আখ্যা দেয় এরা কেবল এর প্রতি সমর্থনই ব্যক্ত করে ক্ষ্যান্ত দেয় না বরং তারা (দিনের বেলা) রাতের চাঁদও খুঁজে বের করে। খোদার সাথে তাদের কিসের সম্পর্ক আর তাঁর সাথে বিশ্বস্ততারই বা কি কারণ থাকতে পারে? নিজেদের প্রফুল্ল মন ও প্রাণকে অনর্থক অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের মুখে ঠেলে দেয়ার তাদের প্রয়োজনই বা কী?

ওস্তাদ তাদেরকে একটি কথাই শিখিয়েছে তাহলো, সবাইকে একথা বলবে যে, তোমার পথই সঠিক আর তোমার মতামতই সঠিক। তুমি যা বুঝেছ তা-ই ঠিক। এক কথায় সরল-বক্র, সত্য-মিথ্যা এবং পাপ-পুণ্যের ওপর তাদের কোন দৃষ্টি থাকে না বরং যারা তাদের কিছুটা মিষ্টি-মুখ করায় এরাই তাদের হিসেবে ভাল, সাধুজন ও ভদ্রমানুষ। যার প্রশংসায় তারা নিজেদের উদররূপী দোযখ ভরার সম্ভাবনা দেখে তাকেই পরিত্রাণপ্রাপ্ত, স্বর্গের উত্তরাধিকারী ও চিরস্থায়ী জীবনের মালিক বানিয়ে বসে। কিন্তু হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাতে একথা অতি পরিষ্কার, স্পষ্ট ও প্রদিপ্ত যে, মহানবী (সা.) ছিলেন কথা ও কাজে অভিন্ন, স্বচ্ছ-হৃদয়, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। সৃষ্টির ওপর নির্ভর করা ও তাদের কাছে আশা-ভরসা রাখা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিমুখ; কেবল খোদার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। যিনি খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত ছিলেন, আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেননি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী-কী বিপদ আমার ওপর আপতিত হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দুঃখ ও বেদনা আমাকে সইতে হবে।

বরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলি শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন আর খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়াজ ও নসীহতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন। কোন ভয় প্রদর্শনকারীকে এতটুকুও গুরুত্ব দেননি। আমরা সত্য বলছি, নবীকূলের ঘটনাবলীতে ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার ওপর এভাবে ভরসা করে প্রকাশ্যে শির্ক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শত্রু থাকা সত্ত্বেও এরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না। সুতরাং কিছুটা হলেও সততার সাথে ভাবা উচিত যে, এসকল পরিস্থিতি কত পরিস্কারভাবে মহানবীর অভ্যন্তরীণ সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়া বিবেকবান এ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি আরও চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে, যে যুগে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছেন তা সত্যিকার অর্থে

এমন এক যুগ ছিল, যাতে বিরাজমান পরিস্থিতি এক বড় ও মহান ঐশী সংস্কারক ও স্বর্গীয় পথপ্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল* আর যে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা বাস্তবে ছিল সত্য ও অত্যাবশ্যকীয় এবং সেসকল বিষয়ের সমাহার যার মাধ্যমে যুগের সকল চাহিদা পূরণ হতো। আর এ শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য ও সততার প্রতি টেনে এনেছে আর লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ছাপ প্রথিত করেছে। অধিকন্তু; নবুয়তের যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে থাকে অর্থাৎ মুক্তি লাভের নীতি –একে এমন পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়েছে যে, অন্য কোন নবীর হাতে সেই পরাকাষ্ঠা কোন যুগে লাভ হয়নি। এ সকল ঘটনার ওপর দৃষ্টিপাতে অবলীলায় হৃদয় এ সাক্ষ্য দেবে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে সত্য পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

যে ব্যক্তি বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করে তার চিকিৎসা দুরারোগ্য হয়ে থাকে আর এমন মানুষ আল্লাহ্‌কেও অস্বীকার করে বসে। নতুবা সত্যের সেসব লক্ষণ যা মহানবীর সত্তায় পূর্ণমাত্রায় সমবেত ছিল অন্য কোন নবীর মাঝে কেউ এর একটিতো প্রমাণ করে দেখাক যেন আমরাও তা অবগত হতে পারি। বৃথা বাক্যব্যয় করে বেড়ানো বড় কোন বিষয় নয়, যাচ্ছেতাই বকবক করলেই-বা বাঁধা দেয়ার কে আছে? কিন্তু সুবিচারের দাবি হলো যুক্তিপূর্ণ কথার যুক্তির ভিত্তিতে উত্তর দেয়া।

এমনিতে আমাদের সকল বিরোধী গালি দেয়া ও অসম্মান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পটু আর কোন শিক্ষকের কাছে অসম্মান ও অবমাননা করার বিদ্যা খুব ভালভাবে রপ্ত করেছে। হিন্দুরা অন্যসব বার্তাবাহক ও গ্রন্থকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেবল বেদেরই জয়গান গাইছে যে, বেদ'ই সবকিছু। খৃস্টানরা সকল ঐশী শিক্ষার ইঞ্জিলেই ইতি টেনেছে; একথা বোঝেনা, কোন্ গ্রন্থ খোদার একত্ববাদ কতটা প্রতিষ্ঠিত করে তার ওপর নির্ভর করে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা। যে গ্রন্থ একত্ববাদ বা তৌহীদে সমধিক সমৃদ্ধ সেটিই বড় মর্যাদা রাখে; একারণেই খোদার একত্ববাদে অস্বীকারকারী ব্যক্তির চরিত্র যতই সম্পূর্ণ হোক না কেন, সে মুক্তি পেতে পারে না। এখন এসব লোকের ভেবে দেখা উচিৎ, তৌহীদ যা মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু, কোন্ গ্রন্থের মাধ্যমে তা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছে? কেউ বলতে পারে কি যে, কোন্ দেশে বেদের কল্যাণে খোদার একত্ববাদ পরিচিতি লাভ করেছে? বা এমন জনগোষ্ঠী পৃথিবীর কোন অংশে বসবাস করে যেখানে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম ও অথর্ববেদ খোদার একত্ববাদের কথা ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করেছে? বেদের মাধ্যমে ভারতে যা কিছুর বিস্তার ঘটেছে বলে চোখে পড়ে তাতো কেবল অগ্নি, সূর্য ও বিষ্ণু ইত্যাদি সৃষ্টিপূজাই সার যা লিখতেও ঘৃণা হয়।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

টিকা :

ইতিহাস স্পষ্টভাবে বলে আর কুরআন মজীদের বেশ কয়েক স্থানেও বিশদভাবে উল্লেখ রয়েছে (যা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ হবে) যে, মহানবী (সা.) সে যুগে প্রেরিত হয়েছেন যখন সারা পৃথিবীতে শিরক, ভ্রষ্টতা ও সৃষ্টিপূজার রাজত্ব ছিল । সকলেই সত্য নীতি বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। সকল ফিরকা সঠিক পথ ভুলে এবং অন্যদের ভুলিয়ে বিদাতের নতুন-নতুন পথ অনুসরণ করছিল। আরবে প্রতিমাপূজার ভয়াবহ প্রচলন ছিল। পারস্যে অগ্নিপূজার বাজার গরম ছিল। ভারতে প্রতিমাপূজা ছাড়াও আরও শত শত প্রকার সৃষ্টিপূজা বিস্তার লাভ করেছিল। সে যুগেই অনেক পূরান (হিন্দুগ্রন্থ) এবং অন্যান্য পুস্তক লেখার কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যা অনুসারে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছে এবং অবতার পূজার ভিত রচিত হয়েছে। পাদ্রি ডেভন পোর্ট এবং আরও অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের উক্তি অনুসারে সে যুগে খৃষ্টধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বেশি বিকৃত ছিল না। পাদ্রিদের নোংরা চালচলন ও নোংরা বিশ্বাসের কারণে খৃষ্টধর্ম মারাত্মকভাবে কলংকিত হয় আর খৃষ্টধর্মে এক বা দু'ব্যক্তি নয় বরং অনেক কিছু খোদার আসন দখল করে।

যুগে বিরাজমান পরিস্থিতি একজন দক্ষ চিকিৎসক ও সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর ঐশী দিক-নির্দেশনার যারপরনাই আবশ্যকতা ছিল। সুতরাং এমন সর্বগ্রাসী ভ্রষ্টতার যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত হওয়া অধিকন্তু তাঁর পৃথিবীতে এসে বিশ্ব মানবতাকে একত্ববাদ ও সৎকর্মের মাধ্যমে আলোকিত করা এবং সকল দুস্কৃতির মূল অর্থাৎ শিরক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা, একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসূল এবং রসূলদের মাঝে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সত্যবাদী হওয়া এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, সেই সর্বব্যাপী ভ্রষ্টতার যুগে প্রকৃতির নিয়ম এক সত্য পথ-প্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর ঐশী রীতি একজন সত্য পথ-প্রদর্শককে চাচ্ছিল। কারণ বিশ্ব প্রতিপালকের পুরনো রীতি হলো, পৃথিবীতে যখন পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে আর সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন ঐশী কৃপা তা দূরীভূত করার প্রতি দৃষ্টি দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন অনাবৃষ্টির ফলে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যখন সৃষ্টি ধ্বংস হতে থাকে, তখন কৃপাময় খোদা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর যখন মহামারির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন বায়ু শোধনের কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় বা কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়ে যায়। কোন জাতি যখন কোন অত্যাচারীর কবলে পড়ে তখন কোন ন্যায়পরায়ণ বা সমস্যা সমাধানকারী ও কান্ডারী দন্ডায়মান হয়। অনুরূপভাবে মানুষ যখন খোদার পথ ভুলে যায় আর একত্ববাদ ও সত্যের পূজা ছেড়ে দেয়, তখন মহিমান্বিত খোদা কোন বান্দাকে উৎকর্ষ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে স্বীয় বাণী ও ইলহামে সম্মানিত করে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন যেন যতটা বিকৃতি দেখা দিয়েছে তার সংশোধন করতে পারেন। এর পেছনে মূল তত্ত্বকথা হলো, বিশ্বের স্থিতি ও স্থায়িত্ব বিধানকারী প্রতিপালক যিনি বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল; তিনি সৃষ্টির জন্য কল্যাণ সাধনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে দ্বিধাও করেন না আর একে বেকার এবং অকেজোও পরিত্যাগ করেন না বরং তাঁর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে যথাসময় প্রকাশ পেয়ে থাকে। অতএব যুক্তির দৃষ্টিকোন থেকে একথা সুনিশ্চিৎ যে, সকল বিপদাপদের আগ্রাসন বা ভয়াবহতা প্রতিহত করার জন্য খোদার সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যা বিপদের মুখোমুখী দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখে। ইতিহাস, বিরোধীদের স্বীকারোক্তি আর বিশেষ করে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, মহানবীর আবির্ভাবের সময় এই আপদ সর্বত্র ছেয়ে যাচ্ছিল। –(টিকা চলমান)

জুমুআর খুতবা

নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষার উপায়

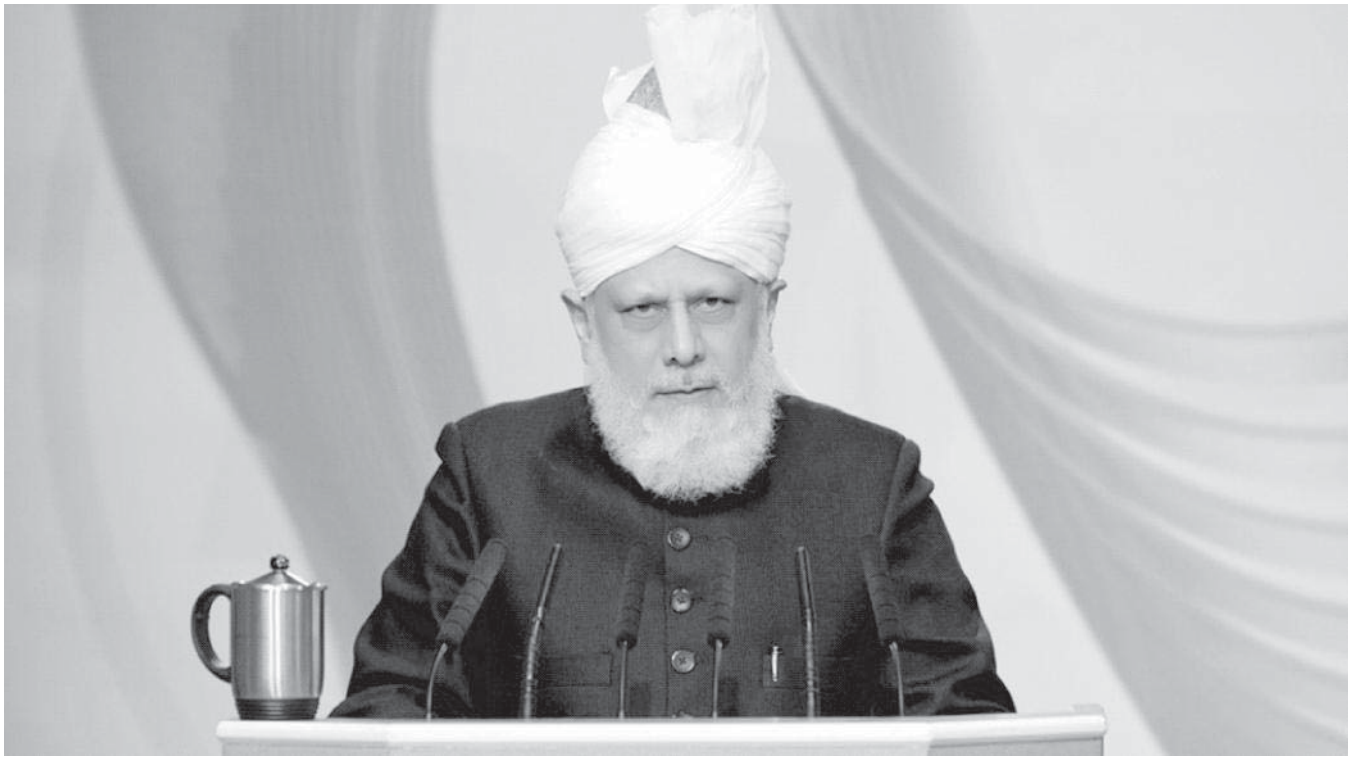

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)বলছিলেন, আমাদের অব্যাহতভাবে আত্মজিজ্ঞাসায় রত থাকা উচিত যে, আমাদের আমল বা কর্ম এবং সিদ্ধান্ত কুরআন ও হাদীস সম্মত কিনা। কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিষয়ের ব্যখ্যা পাওয়া না যায় মানুষ সেসব বিষয় নিয়ে ভাবে বা প্রণিধান করে যে সেগুলোরকীভাবে সমাধা করা যায়? এর রীতি হলো, উম্মতের মাঝে যেসব উলামা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের উক্তি এবং তাদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা। এ প্রসঙ্গে তিনি (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, মাসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের কীভাবে করা উচিত আর এ সম্পর্কে কোত্থেকে দিক-নির্দেশনা নেয়া উচিত? তিনি (আ.) বলেন, আমাদের রীতি হলো সর্বপ্রথম কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কুরআনে যদি কোন কথা না পাওয়া যায় তাহলে হাদীসে তা সন্ধান করা। আর হাদীসেও যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে উম্মতের ব্যাখ্যা এবং উম্মতে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দেয়া হয়েছে সেগুলোর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ কথাও বলেছেন যে, সুন্নতের মর্যাদা হাদীসের উর্ধ্বে।

তাই যেসব বিষয় সুন্নতে বিদ্যমান সেগুলোঅবশ্যই মেনে চলতে হবে, এরপর

আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আহমদীরা অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে করে না বা বিয়ে দেয় না। এটি অনৈক্য নয় বরং আত্মরক্ষারই একটি চেষ্টা মাত্র। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র। সেসব আহমদী ছেলে যারা আহমদী মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করে অ-আহমদী মেয়েদের বিয়ে করে। তাই ছেলেদের বুঝতে হবে, তারা যদি আহমদী হওয়ার দাবী করে আর সত্যিকার অর্থেই নিজেদের আহমদী মনে করে তাহলে শুধু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়। বিয়ের সময় তাদের আহমদী বিয়ে করা উচিত।

হলো হাদীসের স্থান। সুন্নত তা-ই যা মহানবী (সা.) করে দেখিয়েছেন আর সাহাবীরা তা দেখে শিখেছেন।সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনরা তা শিখেছেন আর এভাবে এটি উম্মতে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করছেন যে, আমাদেরকে আমাদের জীবন-যাত্রার ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎআমাদের সেই কাজই করা উচিত যার অনুমতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের দেন।

অনেক সময় অনেকের মাথায় নেকী বা পুণ্য ভর করে বসে আর এক্ষেত্রে তারা এত দূরে চলে যায় যে, একপর্যায়ে তা অতিরঞ্জনে পর্যবসিত হয়। নিজেদের প্রাণকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে। আর এমনও কিছু মানুষ আছে বরং অধিকাংশ মানুষ এমন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে আর যেভাবে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত সেভাবে মনোযোগ দেয় না। সুতরাংএই উভয় শ্রেণীর মানুষ রয়েছে বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহ্ ওতাঁর রসূলের নির্দেশ পালনেশৈথিল্য দেখায়।পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদেরও কিছু উদাহরণ রয়েছে।

তিনি (রা.) একজন মহিলার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন যে অবৈধভাবে পুণ্যের নামে একটি কাজ করার অভিপ্রায় রাখত যা সত্যিকার অর্থে পুণ্য নয় কেননা; আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর অনুমতি দেননি। আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করব তাতে সেসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে যারা অনেক সময় নিজেদের স্বপ্নকে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে থাকে, অথচ তাদের মর্যাদা এমন নয় যে কারণে বলা যেতে পারে, তাদের সব স্বপ্ন সত্য বা এর (যুক্তিযুক্ত) কোন অর্থও আছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আজ আমাদের ঘরে একজন মহিলাএসেছেন যিনি কাদিয়ানের এক প্রবীণ মহিলা। তার মাথায় কিছু সমস্যা আছে। সেই মহিলা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন, আর তিনি বলেন, যদি তুমি ছয় মাস অনবরত রোযা রাখ তাহলে খলীফাতুল মসীহ্আরোগ্য লাভ করবেন। এটি প্রথম দিকের কথা যখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অসুস্থ ছিলেন। সেই মহিলা বলেন, আমি যে আলেমকেই জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তরইদিয়েছেন যে, ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখা অবৈধ কাজ।

এরপর তিনি বলেন, মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেব বলেছেন, তুমি বৃহস্পতিবার এবং সোমবারে রোযা রেখো। তিনি বলেন, কিন্তু এরপরও আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন এবং আমাকে বলেন, আমি তো তোমাকে ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখার কথা বলেছিলাম, তুমি কেন লাগাতার রোযা রাখছ না? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন তাকে বললাম, তোমার স্বপ্ন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও নিজের ইলহাম সম্পর্কে বলেন, যদি আমার কোন ইলহাম কুরআন ও সুন্নত পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে আমি তা কফ বা শ্লেষ্মার মত গলা থেকে বের করে ফেলে দেব। অতএবযেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এভাবে নিজের ওহীকে কুরআন এবং সুন্নতের অনুগত করেন সেখানে আমাদেরও নিজেদের স্বপ্নকে তাঁর আদেশ নিষেধের অধীনস্ত করতে হবে। যেখানে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি উম্মতকে লাগাতার এভাবে দীর্ঘদিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন, তাই এই নির্দেশের পরিপন্থী কোন স্বপ্ন যদি তুমি দেখে থাক তাহলে সেটি শয়তানী স্বপ্ন গণ্য হবে। তুমি হয়তো বলবে, স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একথাবলেছেন কিন্তু একে ঐশী স্বপ্ন গণ্য করা হবে না, যদি ঐশী স্বপ্ন হতো তাহলে তা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের প্রত্যাখ্যান নয় বরং সত্যায়ন হতো। সুতরাং যেই স্বপ্ন কুরআন বা মহানবী (সা.)-এর ফতওয়া ও রীতি পরিপন্থী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য কেননা কুরআনের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন স্বপ্ন সত্য হতে পারে না এবং সুন্নতের পরিপন্থী স্বপ্নও সত্য হতে পারে না আরকোন সত্য স্বপ্ন সঠিক হাদীসেরও বিরোধী হতে পারে না।

অতএব স্বপ্নকে কোন বিষয়ের ভিত্তি মনে করা, তা যত পুণ্যই হোক না কেন, আর নিজেকে এমন কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়া যা সহ্য করা মানুষের জন্য সাধ্যাতীত এটি একটি ভ্রান্ত রীতি, আর শুধু ভ্রান্তই নয় বরং অনর্থক কাজ, অনেক সময় এটি পাপে পর্যবসিত হয়। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে দাঁড় করাতে চান তাদের সাথে খোদার ব্যবহার ভিন্ন হয়ে থাকে। তারা সমাজের সাধারণ মানুষ নন। কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের কোন তুলনা হয় না। এই ঘটনার ফলে কেউ হয়তো ভাবতে পারে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তো ছয় মাস রোযা রেখেছিলেন।

এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃকতাঁকে নবুয়্যতের আসনে আসীন করার ছিল। দ্বিতীয়ত স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে কী বলেছেন এবং কি নসীহত করেছেন তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন, **"একবার দৈবক্রমে পবিত্র চেহারার এক বয়স্ক পুণ্যবানব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি।ঐশী জ্যোতি নাযিল হওয়ার পূর্বে কিছু রোযা রাখা নবীকুলের রীতি এবং সুন্নত, এ কথা বলে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, আমি যেন রসূলদের আহলে বায়ত-এর এই রীতি অনুসরণ করি। তাই আমি কিছুদিন রোযা রাখা আবশ্যক মনে করি। এ ধরণের রোযায় বিস্ময়কর কল্যাণরাজির যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাহলো, সেই সূক্ষ্ম দিব্য দর্শন যা সেযুগে আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এরপর দিব্য দর্শন এবং ইলহামের এক লাগাতার ধারা সূচিত করেন।"** তখন কী-কী হয়েছে তিনি এরপর এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, **"বস্তুতঃ এত দিন রোযা রাখার ফলে আমার সামনে বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রকাশ পেয়েছে, আর তাহলো বিভিন্ন ধরণের দিব্য দর্শন,** (এটি স্মরণ রাখার মত কথা) তিনি (আ.) বলেন, **আমি সবাইকে এমনটি করার পরামর্শ দেব না আর আমি নিজের ইচ্ছায়এমনটি করি নি। স্মরণ রাখা উচিত, আমি সুস্পষ্ট দিব্য দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে আট বা নয় মাস পর্যন্তদৈহিক ক্লেষের একটি অংশ বরণ করেছি, আরক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছি, এরপর অনবরত এই রীতির অনুসরণ বর্জন করেছি।"** অতএবআল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মর্যাদা দেয়ার ছিল তাই তিনি এই অনুমতি পেয়েছেন কিন্তু এরপর তিনি এমনটি করা পরিহার করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **এরপর আমি কখনও কখনও রোযা রাখি।** আর একই সাথে অন্যদের এবং নিজের অনুসারীদের তিনি এমনটি করতে বারণ করেছেন।

এরপর আরেকটি অপবাদ যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয় তা হলো, তিনি এসে একটি জামাত গঠন করে এক নৈরাজ্যের সূচনা করেছেন আর তাদের কথা অনুসারে তিনি মুসলমানদের ৭৩তম দল গঠন করেছেন। প্রয়োজন ছিল বিভেদ কমানোর কিন্তু তিনি একটি অতিরিক্ত দল গঠন করে দলাদলি আরও বৃদ্ধি করেছেন। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, নবীদের আগমনের সময় এমন কথা বলা হয়েই থাকে। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধেও এ ধরণের অপবাদই আরোপ করা হতো যে, তিনি ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। আমাদের বহুধা বিভক্ত করেছেন, শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাদের মাঝে নৈরাজ্য পূর্বেই বিরাজমান ছিল। আজকের মুসলমানদেরও অবস্থাও অভিন্ন, পূর্বেও তাদের এমন অবস্থা ছিল আর আজও রয়েছে। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিই তাদের মাঝে বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লা নবী প্রেরণ করেন নৈরাজ্যের অবসানের জন্য আর এক হাতে সমবেত হয়ে এরা যেন এক এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। যারা ঈমান আনে তারা নিরাপদ এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ হয়ে যায় আর অন্যরা বা বিরোধীরা নৈরাজ্যে লিপ্ত থাকে। আমাদের বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে যতই আমাদের বিরোধিতা করুক না কেন তা সত্ত্বেও নিজেদের মাঝে তারা বহুধা বিভক্ত, তাদের হৃদয় বহুধা বিখন্ডিত, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের নিজেদের মাঝে শত্রুতা এবং বিতন্ডা লেগেই আছে, আর যতক্ষণ এরা যুগ ইমামকে না মানবে এমনটি হতেই থাকবে। এরা আমাদেরকে মুসলমান বলুক বা অমুসলমান বলুক আর যে নামই রাখুক না কেন, আমরা খোদাপ্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক প্রকৃত মুসলমান, আর মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া থেকে কেউ আমাদের বিরত রাখতে পারবে না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এসব নৈরাজ্যের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, এক বন্ধু শুনিয়েছেন, একবার একজন আহলে হাদীস হানাফীদের মসজিদে তাদের সাথে জামাতে নামায পড়ছিল। আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় সে শাহাদাত অঙ্গুলী উত্তোলন করে। আঙ্গুল উঠাতেই অন্য সব নামাযীরা নামায ছেড়ে দিয়ে তার ওপর আক্রমন করে এবং তাকে হারামী হারামী বলে সম্বোধন করতে থাকে। হানাফীদের বিশ্বাস হলো, তাশাহ্হুদ-এর সময় আঙ্গুল উঠানো যাবে না বা তারা আঙ্গুল উঠায় না। তারা একবারও একথা ভাবলনা যে নামায পড়ছে, নামায ছেড়ে দেয়া কত বড় অন্যায়। তারা তার আঙ্গুল দেখছিল। তারা নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে গালি দেয়া আরম্ভ করে এবং দৈহিক নির্যাতন শুরু করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এসব নৈরাজ্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের পূর্বেই বিরাজমান ছিল। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসে তো শুধু সংশোধন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, আঘাতকারী ফাসাদী হয়ে থাকে নাকিসেই ডাক্তার যে অস্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করতে উদ্যত হয়। দু'ধরণের মানুষ হয়ে থাকে যারা আঘাত দেয় বা আহত করে থাকে। প্রথম হলো সে যে কাউকে মেরে বা আঘাত করে আহত করে আর দ্বিতীয় হলো সেই ডাক্তার যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যেব্যথা দেয় বা আহত করে থাকে। কারো জ্বর হলে তাকে ডাক্তার যদি কুইনিন দেয় তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে, এই যালেম! মুখ তিতা করে দিয়েছে। যদি ডাক্তার শ্লেষ্মা বা কফ বের না করত তাহলেরোগ বেড়ে যেত, তাই শ্লেষ্মা বা কফ বের করলে আপত্তি কীভাবে করা যেতে পারে?হাড় ভেঙ্গে গেলে যদি অস্ত্রোপচার করে ক্ষত পরিষ্কার না করা হয়,তাতে যদি জ্বালা-পোড়া করে এমন ঔষধ প্রয়োগ না করা হয় তাহলে রোগ কীভাবে নিরাময় হতে পারে? এতে তো তার প্রাণও হুমকিগ্রস্ত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কেউ ডাক্তারকে কীভাবে দোষারোপ করতে পারে? সুতরাং ডাক্তার যদি কোন রোগীকে কষ্ট দেয় তাহলে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা দিয়ে থাকে।

তিনি (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এই দলাদলি ও ভেদাভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, আপনি এসে দলাদলি বৃদ্ধি করেছেন, আগে নৈরাজ্যের কোন কমতি ছিল কি! তিনি (আ.) বলেন, **"আমাকে একটু বল, ভালো দুধ যদি সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে তাদইয়ের সাথে রাখা হয় নাকি পৃথক রাখা হয়? দুধ যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে দই থেকে পৃথক রাখতে হয়। দইয়ের ফোটাও যেন তাতে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। দইয়ের সাথে ভালো দুধ এক মিনিটও ভালো থাকতে পারে না। সুতরাং মনোনীত জামাতের রুগ্ন জামাত থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যক ছিল।এই যে জামাত বানিয়েছেন**

বা পৃথক দল গঠন করেছেন এটি মনোনীত বা প্রেরিত ব্যক্তির জামাত এবং এটিকে সেই জামাত এবং সেই লোকদের চেয়ে পৃথক করা আবশ্যক ছিল যারা পথহারা। যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি এড়িয়ে চলা না হয় তাহলে সুস্থমানুষও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার রীতি হলো, আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাছ থেকে মনোনীত জামাতকে পৃথক রাখা। এ কারণেই খোদার নির্দেশ হলো জানাযা, বিয়ে, নামায ইত্যাদি যেন পৃথক হয়। মহিলাদের নসীহত করতে গিয়ে তিনিবলেন, 'অধিকাংশ মহিলা মতভেদ রাখে তাই মহিলাদেরকে নসীহত করছি, যেভাবে রোগাক্রান্ত মানুষের মাঝে সুস্থ মানুষের জীবনও হুমকিগ্রস্ত হয়, জেনে রাখ! অ-আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে। অধিকাংশ মহিলা বলে, ভাই বা বোনের বিয়ে হয়েছে, তাদেরকে কীভাবে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।'

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, **'আমি সত্য করে বলছি, ভূমিকম্প আসলে বা আগুন লাগলে এক বোন ভাইয়ের ভ্রুক্ষেপ না করে বরং তাকে পেছনে ঠেলে ফেলে স্বয়ং সেই পতনোন্মুখ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্রুত চেষ্টা করবে। তাই ধর্মের বিষয়ে কেন এমনটি মনে করা হয়। সত্যিকার অর্থে এটি আরামপ্রিয়তারই একটি বহিঃপ্রকাশ।'** তিনি (রা.) বলেন, 'যদি এটিকে সমস্যা মনে করা হয়, বিপদ মনে করা হয়, তাহলে কেন পৃথক করা হলো, কেন আমরা ভিন্ন– এমন প্রশ্ন মাথায় উদয় হতো না।' তিনি (রা.) বলেন, 'বিপদের সময় এমন প্রশ্নকরা হয় না। তোমরা যেহেতু এখনও বোঝ না, এখনও যেহেতু তোমাদের ধর্মীয় বুৎপত্তি অর্জন হয়নি তাই এমন আরামপ্রিয়তার মন-মানসিকতা বিরাজ করছে। যদি সমস্যা কবলিত হতে তাহলে এমন কথা বলতে না। যদি খোদা তা'লা রাতে তোমাদের কারও কাছে আজরাঈলকে প্রেরণ করেন আর বলে যে, আমি তোমার ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের রূহ কবজ করার জন্য এসেছি কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার প্রাণ কবজ করছি তাহলে এমন ক্ষেত্রে কেউ বা কোন মহিলা এটি গ্রহণ করবে না।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

(সূরা আত্-তাহরীম: ৭) **অর্থাৎ অগ্নি থেকে নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা কর।** এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীনির যদি এক অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হয় তাহলে স্বামীর কারণে সে আহমদীয়াত থেকে অবশ্যই দূরে সরে যাবেবা তিলে তিলে মৃত্যু কবলিত হবে। আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে না গেলেও যা হয় তাহলো, কারও ঘরে যাওয়ার পর সে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়,ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তাকে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, এমনটি আজও হয়ে থাকে। সুতরাং এটি এক প্রকার অগ্নি। প্রশ্ন হলো নিজের স্বহস্তে কোন মা তার কন্যাকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? এভাবে এক সামান্য সম্পর্কের জন্য তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত।'

আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আহমদীরা অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে করে না বা বিয়ে দেয় না। এটি অনৈক্য নয় বরং আত্মরক্ষারই একটি চেষ্টা মাত্র। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ধারণা তার মাথায়ই জাগ্রত হতে পারে যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার চেতনা রাখে না, ছেলেরাও এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সেসব আহমদী ছেলে যারা আহমদী মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করে অ-আহমদী মেয়েদের বিয়ে করে। তাই ছেলেদের বুঝতে হবে, তারা যদি আহমদী হওয়ার দাবী করে আর সত্যিকার অর্থেই নিজেদের আহমদী মনে করে তাহলে শুধু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়। বিয়ের সময় তাদের আহমদী বিয়ে করা উচিত।

জাগতিক চাওয়া পাওয়ার ওপর নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ধর্মকে তাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত নতুবা শুধু মেয়েদের অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হলেই প্রজন্ম ধ্বংস হয় না বরং ছেলেদেরও অ-আহমদী বিয়ে করলে প্রজন্ম ধ্বংস হতে পারে। সকল আহমদীর বুঝা উচিত যে, কেবল সামাজিক চাপ বা আত্মীয়তার চাপে যেন কেউ আহমদী না হয় বরং ধর্মবুঝে আহমদী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আহমদী ছেলেরা বাইরে বিয়ে করতে থাকে তাহলে আহমদী মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে? তাই ছেলেদেরকেও ভাবতে হবে। এই প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এই বিষয়ে এখনই সাবধানতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে এই প্রবণতা উত্তরোত্তরবৃদ্ধি পাবে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ কারও ওপর যদি খোদার কৃপা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। যেসব ছেলেরা বাইরে বিয়ে করে আমি অধিকাংশ সময় তাদেরকে বলি, আহমদী মেয়েদের অধিকার বা প্রাপ্যও তাদেরকে দাও। কোন কারণে বা কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে যদি তুমি বাইরে বিয়ে করে থাক তাহলে কোন যুবককে আহমদীয়াতভুক্ত কর এবং তাকে নিবেদিত প্রাণ আহমদী করে তোল, এরপর একটিআহমদী মেয়ের সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা কর। এরফলে তবলীগের প্রতিও তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর হতে পারে এই সচেতনতার কারণে তাদের নিজেদেরও আহমদী মেয়েদের সাথে বিয়ের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। যাহোক, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের সমস্যা রয়েছে আর এটি কেবল আজ নয় বরং শুরু থেকেই এমনটি চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আজকে কিছু বলতে চাই আর তাহলো, আহমদী এবং অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে সংক্রান্ত আর একই প্রেক্ষাপটে কুফু বা সমকক্ষতার প্রশ্নও আসে। আমাদের জামাতের সদস্যরা বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত যে সমস্যার সম্মুখীন হয় এটি আমি পূর্বেও জানতাম কিন্তু এই নয় মাস কালে অনেক সমস্যা এবং বাধা-বিপত্তি সামনে এসেছে। তাঁর খিলাফতে আসীন হওয়ার প্রায় নয় মাস পর জলসা সালানা হয়েছে, সেই যুগে তিনি এই বক্তৃতা দিয়েছেন,১৯১৪ সনের বক্তৃতা এটি। তিনি (রা.) বলেন, মানুষের পত্রাবলী থেকে জানা যায় এই বিষয়ে আমাদের জামাত ভয়াবহ কষ্টে চরম কষ্টে নিপতিত। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এই সমস্যা এবং এই কষ্ট আজও বিদ্যমান এবং এই সমস্যা এখনও রয়েছে কিন্তু এসব সমস্যার সমাধানও আমাদের করতে হবে।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে আহমদী ছেলে এবং মেয়েদের নাম একটি রেজিস্টারে লেখার প্রস্তাব করেন। কোন ব্যক্তির প্রেরণায় তিনি একটি রেজিস্টার খুলিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি বলেছিল, হুযূর! বিয়ে-শাদীর বিষয়ে আমাদের অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আপনি বলেন যে, গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রেখো না আর আমাদের জামাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এখন আমরা কি করব? তাই এমন একটি রেজিস্টার থাকা চাই যাতে সব বিবাহযোগ্য ছেলে এবং মেয়ের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে যেন বিয়ে-শাদীর বিষয়টি সহজসাধ্য হয়ে উঠে। হুযূরের কাছে কেউ অনুরোধ করলে সেই রেজিস্টার থেকে দেখে তার বিয়ে দিতে পারবেন কেননা; এমন কোন আহমদী নেই যে আপনার কথা মানবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই ব্যক্তি নিজেই এই কথা বলেছে। অনেকেই জাগতিক কোন স্বার্থ সামনে রেখে কথা বলে থাকে, এমন মানুষ অবশেষে অবশ্যই পরীক্ষা কবলিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অনেকেই অনেক সময় কোন সমস্যার কথা উপস্থাপন করে বা কোন কথা বলে কিন্তু ব্যক্তিগত কোন স্বার্থও তাতে অন্তর্নিহিত থাকে আর এ কারণে তারা পরীক্ষায়ও নিপতিত হয়। তিনি (রা.) বলেন, এ ব্যক্তির নিয়্যতও মনে হয় সঠিক ছিল না। সেই সময়ই এক ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান ছিলেন, তার বিয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে যে বলেছিল, রেজিস্টার থাকা উচিত,তার একটি কন্যা ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই ব্যক্তিকে বলেন, তুমি এর ঘরে প্রস্তাব দাও। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যার মেয়ে ছিল এবং যিনি রেজিস্টারের কথা বলেছিলেন তার কথা হচ্ছে। বিয়ের প্রস্তাব যখন আসে মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার ঘরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক অজুহাত দেখিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র কোন অ-আহমদীর কাছে মেয়েকে বিয়ে দেয়।এটি অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)বলেন, আজ থেকে বিয়ে-শাদীর বিষয়ে আমি আর নাক গলাব না, আর এভাবে এ প্রস্তাবটি(রেজিস্টার সংক্রান্ত) অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তখন যদি এই কাজ বা এই বিষয়টি সফল হতো তাহলে আজকে আহমদীদের বিয়ে-শাদীর বিষয়ে যে কষ্ট হচ্ছে সেই সমস্যা আর হতো না। অনেক সময় নবীর সামনে একটি বিষয়ে 'না' বলা জামাতের জন্য স্থায়ী পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়। অ-আহমদী পরিবারে বিয়ের স্বল্পকাল পরেই অধিকাংশ আহমদী হাড়ে হাড়ে নিজেদের ভ্রান্তির কথা উপলব্ধি করেআর বড় বড় যেসবসমস্যা মাথাচাড়া দেয় তাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

এখনও অনেকেই বরং মেয়েরা নিজেরাই বা পিতা-মাতাও লিখে যে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যার জন্য আজকে আমরা মূল্য দিচ্ছি,ধর্মের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, কারো শ্বশুরবাড়ীর লোকজন বা স্বামীরা মেয়েদের পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের সাথে স্বাক্ষাতের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে। কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা আমিত্ব এবং অহমিকার কারণে ভালো আহমদী ঘরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অথচ মেয়েরাও সম্মত থাকে আর ছেলেরাও বরং কোন কোন স্থানে আমি নিজেও বলেছিলাম, বিয়ে দাও বা বিয়ে কর কিন্তু অহমিকার কারণে তারা অস্বীকার করেছে। যাহোক, এমন মানুষ যদি থাকতে পারে যারা মসীহ্ মওউদের কথা মানতে অস্বীকার করেতোতাহলে আমার কথা অমান্য করা তেমন কোন বড় বিষয় নয়; কিন্তু এমন মানুষের পরিণামও বড় ভয়াবহ হয়ে থাকে।

জার্মানিতে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে, পিতা-মাতা মেয়ের পছন্দ অনুসারে বিয়ে দেয়নি আর মেয়ের জোর দেয়ার কারণে বা জিদের বশবর্তী হয়ে অবশেষে মেয়েকেই হত্যা করেছে আর এখন কারাভোগ করছে। তাই আহমদী ছেলে এবং মেয়ে যদি পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের পিতামাতাকে অনর্থক হঠকারিতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বংশ পরিচয় বা আমিত্বের শিকার হওয়া উচিত নয়। বিয়ে শাদীর প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সামনে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে,যদিও মেয়ের পছন্দ-অপছন্দও দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিতে রাখা মহানবী (সা.) পছন্দ করেছেন। কিন্তু একইসাথে ইসলাম এ কথা মেনে চলাকে আবশ্যক আখ্যা দেয় যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে যদি পাঠিয়ে থাকেন আর কার্যতঃই তিনি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকেন তাহলে আমাদের শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত একথাই বলে যে, সেসব ব্যতিক্রম ছাড়া যা শরীয়ত উল্লেখ করেছে কোন বিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। যদি এমন বিয়ে হয়ে যায় তাহলে সেটি অবৈধ এবং অসম্পূর্ণ হবে। এমন লোকদের বুঝানো আমাদের জন্য আবশ্যক। আর এরা যদি না বুঝে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক।

এমন ঘটনা অনেক সময় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও ঘটেছে। একবার এক যুবতী মেয়ে এক ব্যক্তিকে বিয়ের বাসনা ব্যক্ত করে, তার পিতা তা গ্রহণ করেন নি। ফলে তাদের উভয়ে কাদিয়ানের পাশ্ববর্তী নাঙ্গলে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে এক মোল্লার দ্বারা বিয়ের এলান করায় আর বলতে আরম্ভ করে যে, বিয়ে হয়ে গেছে। এরপর তারা কাদিয়ান ফিরে আসে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা অবগত হয়ে উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন, শুধু মেয়ের সম্মতি সাপেক্ষে ওলীর মতামতকে অবজ্ঞা করে বিয়ে করা শরীয়ত পরিপন্থী। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল, বলত যে আমি এই পুরুষকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু যেহেতু ওলীর মতামত না নিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়েছে তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন। অনুরূপভাবে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এরযুগেও কোন বিয়ে হয়েছে।

তিনি (রা.) বলেন, এই বিয়ে বৈধ। কিন্তু আমি ছেলের মাকে একথাই বলেছি, তুমি বলছ যে মেয়ে সম্মত ছিল তাই আমার ছেলে বিয়ে করলে অসুবিধা কী? তোমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তাই তুমি বলছ, মেয়ে সম্মত তাই ওলীর মতামতের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও মেয়ে আছে, যদি তাদের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাদের ঘরেও মেয়ে হবে। তাদের কারো কোন মেয়ে কোন ছেলের হাত ধরে ঘর থেকে পালিয়েযাবে তা কি তুমি পছন্দ করবে? সুতরাং যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে,

পিতামাতারও অনর্থক কঠোর হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ মিথ্যা আত্মভিমানের নামে কোন বৈধ কারণ ছাড়া বিয়ে দিবে না আর হত্যার মত পাশবিক কর্মকাণ্ড করে বসবে। আর মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে পালিয়ে আদালতে গিয়ে বা মৌলভীর কাছে গিয়ে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। বাধ্যবাধকতামূলক কোন পরিস্থিতি থাকলে মেয়েরাও খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখতে পারে। পরিস্থিতি অনুসারে খলীফায়ে ওয়াক্ত মারুফ বা ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত করবেন।তাইমেয়ে এবং ছেলেরা যদি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি দৃষ্টিপটে রাখে,তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ করবেন।

এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এ বিষয়টা বর্ণনা করছিলেন যে, যিকরে ইলাহীর জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল, ঐশী গুণাবলী দৃষ্টিতে রেখে চিন্তা এবং প্রণিধান করা আর সেই গুণাবলীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দৃঢ় করা তবেই খোদা প্রেমের সঠিক ব্যুৎপত্তি অর্জন হয়। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, জাগতিক ও বাহ্যিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্যও আবশ্যক হলো, যার সাথে ভালোবাসা থাকে তার নৈকট্য লাভ বা অন্ততঃপক্ষে তার কোন চিত্র বা তার কোন ছবি সামনে থাকা যেন উত্তরোত্তর সম্পর্ক এবং ভালোবাসানিবিড় হয়। একথা উল্লেখ করতে গিয়ে বা এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল, হয়তো কারো সামনে স্বশরীরে উপস্থিতি বা তার ছবি থাকা। যেমন ইসলাম বলে, যাদের সাথে আত্মীয়তা করতে চাও তাদের চেহারা দেখে নাও।এটি নতুন কোন বিষয় নয়। তিনি (রা.) বলেন, ইসলাম বলে, বিয়ে করার পূর্বে চেহারা দেখ বা ছবি দেখে নাও। যেখানে সামনা-সামনি দেখা কঠিন সেখানে ছবি দেখা সম্ভব।

আজকের যুগেওএকই কথা প্রযোজ্য। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলছেন, যেমন আমার যখন বিয়ে হয় আমি স্বল্পবয়স্ক ছিলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাক্তার রশীদ উদ্দীন সাহেবকে লিখেছেন, মেয়ের ছবি পাঠিয়ে দিন, তিনি ছবি পাঠিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে ছবি দিয়েছেন। আমি বললাম, আমার এই মেয়ে পছন্দ, তখন তিনি সেখানে আমাকে বিয়ে করান। সুতরাং দেখা ছাড়া ভালোবাসা কীভাবে হতে পারে। এটি খোদা তা'লার সামনে আসার মত একটি বিষয়। এখন খোদাকে ভালোবাসার কথা আরম্ভ হয়ে গেছে? খোদা যদি সামনে আসেন আর তোমরা যদি চোখ ঢেকে রাখ এরপর বল, খোদার ভালোবাসা তাকে দেখা ছাড়াই বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তাহলেপ্রশ্ন হলো, ভালোবাসা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি পঙতি আছে, **"যদি দেখার সুযোগ না থাকে অন্তত পক্ষে কথা বলার সুযোগ থাকা উচিত।"**

বন্ধুর সৌন্দর্যের অন্ততঃপক্ষে কিছুটা ছাপ হলেও থাকা উচিত অর্থাৎ কিছুতো অন্ততঃপক্ষে হওয়া উচিত।প্রেমাস্পদ সামনে না আসলে কমপক্ষেতার কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়া উচিত, তার সৌন্দর্যের কোন ছাপ সামনে আসা উচিত, এটিই খোদা তা'লার ছবি। আল্লাহ্ তা'লার ছবি কি? 'রব্ব' অর্থাৎ বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক! এটি খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য, তিনি রহমান অর্থাৎদয়ালু, রহীম অর্থাৎকৃপালু, মালেকেইয়াওমিদ্দিন (বিচার দিবসের মালিক), তিনি ছাত্তার(দুর্বলতা গোপনকারী, কুদ্দুস(পবিত্র), মু'মিন (নিরাপত্তাদাতা), মোহাইমেন (তত্ত্বাবধায়ক), সালাম, (শান্তির উৎস), তিনি কাহ্হার (শাস্তিদাতা) এবং তাঁর অন্যান্য ঐশী গুণাবলীও রয়েছে। এই হল চিত্র যা হৃদয়ে গ্রোথিত করা উচিত। আমরা যদি অনবরত এই গুণাবলীর মাথায় যুগালী করি আর অনুবাদ করে এর অর্থ মাথায় গ্রোথিত করি তাহলে কোন বৈশিষ্ট্য খোদার কান হয়ে যায়, কোনটি খোদার চোখ হয়ে যায়, কোন বৈশিষ্ট্য খোদার হাত হয়ে যায় আর কোন বৈশিষ্ট্য খোদার অবয়ব হয়ে যায়।আর এভাবে সব বৈশিষ্ট্য সমবেতভাবে খোদার এক পূর্ণ ছবির রূপ নেয়। তাই খোদাকে ভালোবাসার জন্য এসব গুণ ধারণ করা এবং সেগুলো স্থায়ীভাবে দৃষ্টিতে রাখা প্রকৃত ঐশী প্রেমে মানুষকে ধন্য করে আর তবেই মানুষ খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টাও করে।

একজন প্রকৃত মু'মিনের ধর্মের জন্য আত্মভিমান প্রদর্শন করা উচিত। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখে আমি বার বার শুনেছি আর আমাদের মাঝে এখনো শত শত সাহাবী এমন জীবিত আছেন যারা শুনে থাকবেন যে, তিনি (আ.) বলেছেন, কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যারা নেক এবং পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে কোন সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে না।

তিনি (আ.) বলতেন, এক ব্যক্তি ছিল, সে তার বন্ধুকে বললো যে, আমার মেয়ের জন্য কোন ছেলে বা সম্বন্ধ দেখ। কয়েকদিন পর তার বন্ধু এসে বলে যে, আমি উপযুক্ত ছেলেরসন্ধান করেছি। পিতা জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের বৃত্তান্ত বলো, সে বলে, ছেলে খুবই ভদ্র এবং ভাল মানুষ। পিতা বলল, তার সম্পর্কে আরো কিছু বলো। সে বলে, আর কি জানতে চান, খুবই ভাল মানুষ। পিতা আবার বলল, আরও কিছু পরিচয় দাও শুধু ভাল মানুষ হওয়াই তো সবকিছু নয়, সে উত্তর দেয় আর কি বলব, আমি বললাম তো এ খুবই ভাল মানুষ। তখন মেয়ে পক্ষ বলে, যার ভাল মানুষ হওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই তারসাথে আমরা মেয়ে বিয়ে দিতে পারি না। তার কাজকর্ম বা অন্য কোন কিছুই জানা নেই, শুধু ভাল মানুষ! কালকে যদি কেউ আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায় সে ভাল মানুষিবসতঃ মুখ বন্ধ করেবসে থাকবে। কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যাদের কেবল ভদ্রতাই থাকে।

তিনি (রা.) বলেন, ধর্মীয় বিষয়েও এমনটি হয়, আত্মভিমান দেখা যায় না, কোন আবেগ উচ্ছাস দেখা যায় না।খুবই ভদ্র, খুবই ভাল মানুষ কিন্তু ধর্মীয় কোন আত্মাভিমান দেখা যায় না। সদিচ্ছার কারণে মু'মিন অবশ্যই আখ্যায়িত হয় কিন্তু তাদের ভাল মানুষ হওয়া স্বয়ং তাদের জন্য এবং জামাতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। তাই অবশ্যই আত্মাভিমান প্রদর্শিত হওয়া উচিত। সুতরাং যারা জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আপত্তি করে, অনেক সময় এমন ভাল মানুষ আপত্তিকারীদের বৈঠকে বা অধিবেশনে চুপটি মেরেবসে থাকে। এভাবে বসে থেকে তারা খুবই অন্যায় করে। শুধু ভাল মানুষ হওয়াই সবকিছু নয়।ভাল মানুষের এমন অধিবেশনে বসে থাকা আত্মাভিমান হীনতায় পর্যবসিত হয়।

অন্ততঃপক্ষে যেখানে এরূপ আপত্তি হয় সেই বৈঠক ছেড়েতৎক্ষণাৎ উঠে যাওয়া উচিত। অন্ততঃপক্ষে এতটা আত্মাভিমান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কথা যে বলে সে যদি স্থায়ী নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হয়ে থাকেতাহলে ব্যবস্থাপনার কর্ণগোচর করা উচিত আর ব্যবস্থাপনার উচিত,এমন কথা খলীফায়ে ওয়াক্তের দৃষ্টিগোচর করা, যেন সমাধানকল্পেসমুচিত পদক্ষেপ নেয়া যায়।

অ-আহমদী মৌলভীরা কীভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সঞ্চার করত, তাদেরকে প্ররোচিত করত, কীভাবে মিথ্যার বেসাতি করত আর এখনও করে আর কীরূপ অপবাদ তার ওপর আরোপ করা হয় সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা বলছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও মানুষ'সাহের' বা যাদুকর বলত।

আমার মনে আছে, একজন বন্ধু শুনিয়েছেন, ফিরোজপুর অঞ্চলে এক মৌলভী বক্তৃতা করছিল যে, আহমদীদের বই-পুস্তক আদৌ পড়া উচিত নয়। অ-আহমদী মৌলভী মানুষকে বলছে যে, আহমদীদের বই-পুস্তক মোটেও পড়া উচিত নয় আর কোনভাবেই কাদিয়ান যাওয়া উচিত নয়। আর এই মিথ্যাবাদী একটি মনগড়া কথা নিজের দাবীর সমর্থনে সবাইকে শুনায়। বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজের কথাকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নিজেই বানিয়ে একটি ঘটনা শোনায় এবং বলে, একবার আমি কাদিয়ান যাই। আমার সাথে একজন রইস বা ধনাঢ্য ব্যক্তিও ছিল। আমরা কাদিয়ানে যাই, অতিথিশালায় অবস্থান করি এবং বলি যে, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করব। স্বল্পক্ষণ পরেই মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব আসেন এবং বড় সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন তার কিছুক্ষণ পরেই একজন আমাদের জন্য হালুয়া নিয়ে আসে আর মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব বলেন, এটি আপনাদের জন্য প্রস্তুত করানো হয়েছে। মৌলভী সাহেব বলেন, আমার জানা ছিল, তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হালুয়ায় জাদু করা হয়েছে, তাই আমি তা স্পর্শ করিনি। কিন্তু আমার সাথী জানত না তাই সে সেই হালুয়া খেয়ে ফেলে আর আমি কোন অজুহাতে সেখান থেকে সটকে পরি। মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব জানতে পারেন নি যে, আমি সেই হালুয়া খাইনি অর্থাৎ আমি এভাবে চালাকি করেছি। কিছুক্ষণ পর আমার সাথী যে হালুয়া খেয়েছে সে বলতে আরম্ভ করে, আমার হৃদয়ে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে যে, আমি বয়আত করতে চাই অর্থাৎ তার ওপর হালুয়া কাজ করেছে। মৌলভী সাহেব বলেছেন, আমি তো খাইনি। তাই আমার ওপর এর কোন কার্যকারিতা ছিল না।

স্বল্পক্ষণ পরেই মির্যা সাহেব তার ফিটন (গাড়ী) প্রস্তুত করান, তাতে তিনি স্বয়ং আরোহণ করেন এবং মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবকেওবসান আমাকেও সাথে নেন। মৌলভী সাহেবের মিথ্যার বেসাতি দেখুন! তিনি বলছেন, মির্যা সাহেব আমার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করেন আর আমিও পরীক্ষা করার জন্য ইতিবাচক সায় দেই, তিনি ভেবেছেন যে এ গ্রহণ করবে, কেননা হালুয়া খেয়েছে, তাই মানবে, হালুয়াতে যেহেতু জাদু করা ছিল। মৌলভী সাহেব বলেন, প্রথমে তিনি বলেন, আমি নবী, স্বল্পক্ষণ পরে বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.) থেকেও বড় নবী (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক) এরপর বলেন, আমি খোদা, নাউযুবিল্লাহ্(আমরা এমন কথা থেকে খোদা আশ্রয় কামনা করি) ।এসব কথা শুনে আমি বললাম আস্তাগফিরুল্লাহ্, এসব কিছুই মিথ্যা। তখন মির্যা সাহেব নূরউদ্দীন সাহেবকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এদেরকে হালুয়া খাওয়ানো হয়নি কী? এর ওপর জাদুর কোন প্রভাবই দেখা যাচ্ছে না।

খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, খাইয়েছিলাম কিন্তুজাদুর কোন প্রভাব পড়েনি, আশ্চর্যই বটে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও অনেক সময় অকুস্থলেই এদের মিথ্যা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন আর এখানেও তাই ঘটে। সেই বৈঠকে মৌলভী সাহেবের একজন অ-আহমদী আইনজীবীও বসে ছিলেন কিন্তু তিনি ভদ্র অ-আহমদী ছিলেন, যিনি কোন যুগে এখানে খলীফা আউয়ালের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। একথা শুনে অর্থাৎ সেই মৌলভী সাহেবের কথা শুনে উকিল সাহেব দাঁড়িয়ে যান আর বলেন, মৌলভীদের সম্পর্কে আমার পূর্বেও সুধারণা ছিল না। আমি জানতাম এরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে আমি বুঝতে পারছি, এদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর হয় না। উকিল সাহেব মানুষকে বলেন, আপনারা জানেন আমি আহমদী নই, কিন্তু আমি চিকিৎসার জন্য স্বয়ং সেখানে গিয়েছিলাম এবং অবস্থান করেছি, মৌলভী যত কথা বলেছে সবই মিথ্যা, ফিটন তো দূরের কথা সেখানে কোন ঘোড়ার গাড়ীও নেই, সে যুগে টমটম গাড়ীর ব্যবহারের প্রচলন ছিল, মৌলভী সাহেব ফিটন বা চার চাকা বিশিষ্ট্য গাড়ীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সেটি দাঁড় করানো হয়েছে আর তাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরোহণ করেছেনএবং খলীফা আউয়ালকে বসিয়েছেন আর আমাকেও বসিয়েছেন। ফিটনের কোন ধারণাই সে যুগে কাদিয়ানে ছিল না এমনকি টমটম গাড়ীও ছিল বিরল।

খোদা তা'লার বিস্ময়কর কুদরত দেখুন! মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন এ ঘটনা বর্ণনা করছেন তখন পর্যন্ত সেখানে ফিটনের কোন ধারণাই ছিল না। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলছেন, এখনো এমন মানুষ আছে যারা মনে করে যে, এখানে জাদু করা হয়। এর কারণ হলোতারা দেখে যে, যারাই জামাতভুক্ত হয় তারা মার খায়, তাদেরকে গালি দেয়া হয়, অসম্মান করা হয়, তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তারপরও এরা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে থাকে, আহমদীয়াতকে পরিত্যাগ করে না, তারা মনে করে, দৈহিক নির্যাতন এবং ক্ষয়ক্ষতির মুখে এদের ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু তাদের ব্যবহারে এদের ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না নিশ্চয়ই কোন জাদু করা হয় আর এ কারণেই এভাবে ঈমানের ওপর অবিচল থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এসব মিথ্যাবাদীর হাত থেকে উম্মতকে রক্ষা করুন আর মানুষকে সত্য চিনার তৌফিক দিন আর আমাদেরকেও স্ব-স্ব দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াবো। একটি হলো জানাযা হাযির যা ছকিনা নাহিদ সাহেবার জানাযা, তার পিতার নাম হল,মরহুম মোহাম্মদ দ্বীন–তিনি জম্মু কাশ্মীরের অধিবাসী । তার স্বামীর নাম হল, শেখ মোহাম্মদ রশিদ, ৩রা এপ্রিল ৯০ বছর বয়সে তিনি এখানে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মরহুমার বংশে তার পিতার মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে, কাশ্মীরে বিরোধিতা সত্বেও তিনি ১৬ বছর বয়সে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বিয়ের পর পাঠানকোটে বসতি স্থাপন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং উম্মুল মু'মিনীন যখনই সেখানে যেতেন তাদের আতিথেয়তার তিনি সুযোগ পেয়েছেন। দেশ বিভাগের পর স্বামীর সাথে বদ্দুমাহলী স্থানান্তরিত হন, সেখানে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত লাজনার সদর হিসেবে জামাতের কাজের তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৭৪ সনে বিরোধীরা তার বাড়ীঘর লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনি একান্ত ধৈর্যের সাথে সেই সময় অতিবাহিত করেছিন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হন,পরম আন্তরিকতার সাথে শিশুদের কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে।নিযাম এবং খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন, অসুস্থতা এবং বার্ধক্য সত্বেও রীতিমত আমার সাথে দেখা করতে আসতেন।খুবই নিষ্ঠাবতী, নেক, তাহাজ্জুদ গুযার, নামায, রোযায় অভ্যস্ত, পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে তিনি স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হচ্ছে জনাব শওকত গণী শহীদ সাহেবের, যিনি কাজী আব্দুল গণী সাহেবের পুত্র। আজাদ কাশ্মীরের নাধিরীর অধিবাসী আর আজকাল বসবাস করছেন রাবওয়াতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সিপাহী হিসাবে বেলুচিস্তানের পাসনীতেঅপারেশন যারবে আযবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে সন্ত্রাসীদের আকস্মিক গোলাগুলির ফলে ২১ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মৌলভীরা অপবাদ আরোপ করে যে, আহমদীরা দেশের শত্রু, অথচ শাহাদত এবং ত্যাগ স্বীকারকারী আসলে আহমদীরাই। শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার বড় দাদা কাজী ফিরোজউদ্দিন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে, যিনি কাজী খায়রুদ্দীন সাহেবের পুত্র। তিনি আজাদ কাশ্মীরের গই থেকে জনাব মাহবুব আলম সাহেবের সাথে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামাতভুক্ত হন। তার সাথে শহীদের বড় নানা জনাব বাহাদুর আলী সাহেবও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। জনাব ফিরোজ উদ্দীন সাহেবের পরিবার'গই'তে মসজিদেরইমাম ছিলেন, এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি রাখতেন। জনাব ফিরোজ উদ্দীন সাহেব-এর বয়আতের পর তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বয়কট এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্বেও আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবইনিষ্ঠাপূর্ণ ও নিবেদিতপ্রাণ বংশ ছিল কাজী ফিরোজ উদ্দীন সাহেবের।তার হাঁপানীর ভয়াবহ কষ্ট ছিল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার অনুরোধ করলে হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্তা'লা আরোগ্য দান করবেন। এই দোয়ার কল্যাণে তার ভয়াবহ হাঁপানী রোগ থেকে তিনি স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করেন। আশি বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। শহীদ মরহুমের পিতা আব্দুল গণী সাহেব ২০১৩ সনে তার পরিবার সহ কাশ্মীর থেকে হিজরত করে রাবওয়া স্থানান্তরিত হন এবং এখানেই বসতি স্থাপন করেন। শহীদের জন্ম নাধিরীতে হয়েছে, আজাদ কাশ্মীরের নাধিরীতে ১৯৯৫ সনে ৪ মে তার জন্ম হয়। তিনি মেট্রিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন, দেড় বছর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনীতে সিপাহী হিসেবে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষ করে পাসইন আউট ট্রেড শেষ হওয়ার পর আজকাল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তানে যে অপারেশন হচ্ছিল সেখানে গোয়াদের সেক্টরে নিযুক্ত ছিলেন। ২ এবং ৩ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাতে শাহাদতের ঘটনা ঘটে।

শাহাদতের পর শহীদের মরদেহ সড়কপথে করাচী থেকে লাহোর হয়ে রাবওয়ায় আনা হয়। এখানে সামরিক মর্যাদায় তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি ওসীয়্যতও করেছিলেন এছাড়া বহু গুণের আধার ছিলেন। মিশুক হওয়া ছাড়াও, অতিথি পরায়ণতা এবং সহমর্মিতার গুণাবলী তার মাঝে স্পষ্ট ছিল। সবাইকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল, পোষ্টিং-এর কারণে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে থাকতেন সেখানেও ফোনে সরাসরি খুতবা শুনতেন।

শাহাদতের দু'দিন পূর্বে তার সাকুল্য চাঁদা তিনি পরিশোধ করেন। তার কণ্ঠ ছিল খুবই সুললিত। কর্মক্ষেত্রে একবার একটি অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি নযম সুললিত কণ্ঠে অ-আহমদীদের সামনে পাঠকরেন। অনেক অ-আহমদী সেখানে উপস্থিত ছিল যারাতার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে, এত সুন্দর কবিতা কে লিখেছে? আমরা এর পূর্বে এমন সুন্দর কবিতা কোথাও শুনি নি। তার মাঝে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ, একবার চাকরীর প্রথম দিকে চার মাসের বেতন একসাথে পান তখন আরেকজন সৈনিক শাহাদত বরণ করলে তিনি পুরো বেতন সেই শহীদের পরিবারের হাতে তুলে দেন অথচ ঘরের একমাত্র ভরণপোষণকারী ছিলেন এই শহীদ।

শহীদ মরহুমের পিতা বলেন, শাহাদতের রাতে স্বপ্নে দেখি যে, পরিবারের যেসব বুযূর্গ ইন্তেকাল করেছেন শহীদ মরহুম তাদের সাথে বসে আছে, তখন তার চেহারায় খুবই শুভ্র এক আলোর কীরণ পড়ছিল যার কারণে তার চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠে যাঅন্যান্যদের মাঝে খুবই স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছিল। রাবওয়ায় অবস্থানকালে জামাতের বিভিন্ন কাজ করেছেন যেমন, যয়ীমও ছিলেন, উমুমীর দায়িত্বও পালন করতেন। এক মসজিদে খাদেম হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছেন।তিনি বিয়ে করেন নি, শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা আব্দুল গণী এবং মা গোলাম ফাতেমা সাহেবা, দু'ভাই এবং দু'বোন রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবোল দান করুন। শহীদ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসী ছিলেন, যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জুমুআর পর ইনশাআল্লাহ্ আমি উভয়ের জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

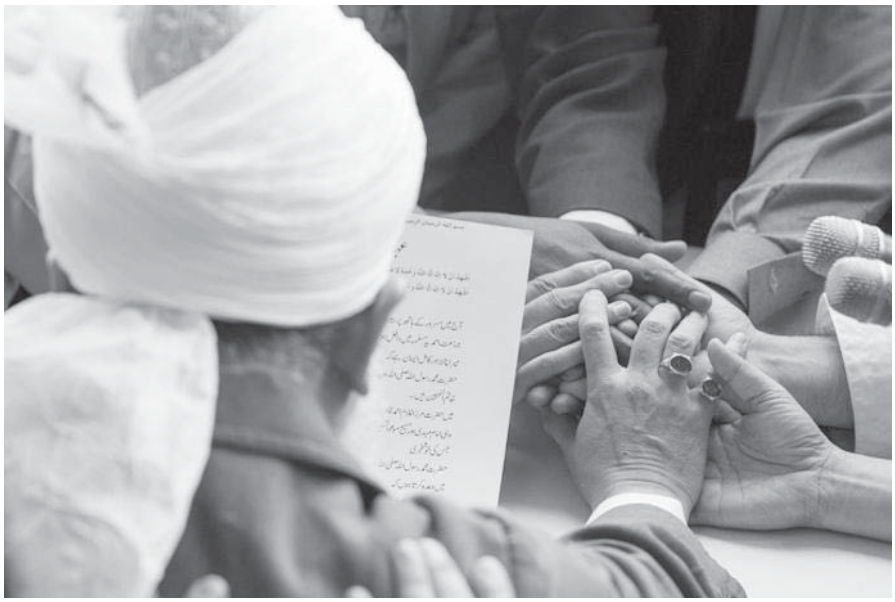

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

(৪র্থ কিস্তি)

কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে দূরে থাকো

এরপর দ্বিতীয় শর্তে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের পাপ হলে-কামলোলূপ দৃষ্টি। এ থেকে দূরে থাকার শর্ত রয়েছে। এ অঙ্গীকার, এ বিষয়টি কী! এটা হলো **"গাযযে বসর"** (অর্থাৎ অসঙ্গত ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৃষ্টি অবনত রাখা)।

একটি হাদীস রয়েছে:

আবু রায়হানা (রা.) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে রসূল করীম (সা.)-এর সাথে তিনিও ছিলেন। এক রাতে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এটা বলতে শুনেছেন যে, "ঐ চোখের উপর আগুন হারাম যা আল্লাহ তা'লার পথে জাগ্রত থাকে। আর ঐ চোখের উপরও আগুন হারাম যা আল্লাহ তা'লার ভয়ে অশ্রু ঝরায়।"

আবু শুরেয়হ (রা.) বলেন:

আমি এক বর্ণনাকারীকে এটা বলতে শুনেছি যে, আঁ হযরত (সা.) এটাও বলেছেন, "আগুন ঐ চোখের উপর হারাম, আল্লাহ তা'লা কর্তৃক যা নিষিদ্ধরূপে নির্ধারিত, তা দর্শন করার পরিবর্তে নত হয়ে যায় আর সেই চোখের উপরও (আগুন) হারাম যা মহামহিম আল্লাহ তা'লার পথে থাকায় উপড়ে নেয়া হয়। (সুনানে দারমীয়ী, কিতাবুল জিহাদ, বাব্ ফিল্লাযি ইয়াসহারু ফি সাবিলিল্লাহ হারিসান)

আরও একটি হাদীস:

উবাদা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ লাভের শুভ সংবাদ দিচ্ছি। তিনি (সা.) বললেন:

* তোমরা কথাবার্তা বললে, সত্যই বলবে।

* প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করবে।

* গচ্ছিত সম্পদ চাহিবা মাত্র প্রদান করবে (টাল বাহানা করা চলবে না)।

* নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে।

* আনত দৃষ্টি অবলম্বন করবে।

* নিজ হাতকে নির্যাতন করা থেকে নিবৃত্ত রাখ।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩, বৈরুত থেকে মুদ্রিত)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "রাস্তায় গোল-বৈঠক করা থেকে বিরত থাক, তারা (রা.) নিবেদন করলেন- হে রসূলুল্লাহ (সা.)! রাস্তায় গোল-বৈঠক করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এতে মহানবী (সা.) বললেন, তা হলে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা (রা.) জানতে চাইলেন, তাহলে রাস্তার হকগুলো কী কী? তিনি (সা.) বললেন, প্রত্যেক পথচারীর সালামের জবাব দিবে, দৃষ্টি আনত রাখবে"। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১ বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন :

"পবিত্র কুরআন শরীফ যা মানব প্রকৃতির চাহিদা এবং দূর্বলতাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করে তা খুবই সৌন্দর্যময় নীতিমালাপূর্ণ।"

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

অর্থাৎ- তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও যে তারা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখুক আর নিজেদের 'ফুরুজ' হেফাযত করুক। (সূরা আন নূর, ২৪:৩১)

এটা এমনই আমল যা দ্বারা তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। 'ফুরুজ' বলতে কেবল লজ্জাস্থানই নয় বরং প্রতিটি রন্ধ্রপথ যার মধ্যে কর্ণ গহ্বর ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এখানে **'গায়ের মাহরাম'** নারীদের সঙ্গীত ইত্যাদি শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্মরণ রেখো যে হাজার হাজার গবেষণামুলক পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে

যে- যা কিছু থেকে আল্লাহ্ তা'লা বিরত থাকতে বলেছেন মানুষ তা থেকে শেষ পর্যন্ত বিরত থাকতে বাধ্যই হয়েছে।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫)

তিনি (আ.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন:

"ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই এসব নির্দেশাবলী পালন করা সমভাবে বাধ্যতামূলক করেছে। যেভাবে নারীদের প্রতি পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে তেমনি ভাবে পুরুষদেরও 'গায্যে বসর' এর অর্থাৎ অসঙ্গত ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৃষ্টি অবনত রাখার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল-হারামের তাৎপর্য, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে নিজেদের মাঝে বিদ্যমান কুপ্রথা বর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি এমন সব বিধিনিষেধ রয়েছে যে কারণে ইসলামের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ, তার কারণেই যে কোন ব্যক্তি এ দ্বারে সহসা প্রবেশ করতে পারে না।" (মলফুযাত, নব সংস্করণ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৪)

এ দিয়ে হয়ত পুরুষদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সর্বদা তাদেরও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। লজ্জা-শরম কেবল নারীদের জন্যই নয় পুরুষদেরও তা বজায় রাখতে হবে।

তিনি (আ.) আরো উল্লেখ করেছেন:

"খোদা তা'লা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নি, বরং মানুষকে কাম বিষয়ে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলে দিয়েছেন- অর্থাৎ না মাহরাম নারী দর্শন করা থেকে পুরুষের চোখকে বাঁচানো, না মাহরাম পুরুষের সুকণ্ঠ শোনা থেকে নারীর কানকে বাঁচানো, না-মাহরাম স্ত্রীলোক ও পুরুষ সম্পর্কিত গল্প-গাঁথা শ্রবণ না করা। আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হতে নিজেকে রক্ষা করে চলা। বিয়ে না হলে রোযা রাখা ইত্যাদি।"

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেন: "এখানে আমরা জোর দাবীর সাথে বলছি যে, এ সব চেষ্টা-তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। এস্থলে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখার যোগ্য আর তা হলো এই যে, মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তা হতে মানুষ পবিত্রতাপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হতে পারে না। এজন্যই কোন ব্যক্তির কামভাব ক্ষেত্র ও সুযোগ পেলে কেবল উদ্দীপ্ত হতে পারে তাই নয় বরং মহাবিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। সে কারনেই খোদা তা'লা আমাদের পবিত্র মনোভাব নিয়ে না-মাহরাম স্ত্রীলোকদেরকে অবাধে দর্শন, তাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখে ফেলা এবং তাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করবারও অনুমতি দেননি।

বরং আমাদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন না-মাহরাম স্ত্রীলোককে এবং তার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনই পবিত্র বা অপিবত্র কোন দৃষ্টিতেই না দেখি, তাদের সুললিত কণ্ঠ, তাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র দৃষ্টি দ্বারাও নয় বরং আমাদের কর্তব্য আমরা যেন তা শোনা ও দেখাকে মৃত গলিত প্রাণীর ন্যায় ঘৃণা করি যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারন অবাধ দৃষ্টির ফলে যেকোন সময় পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। সুতরাং, যেহেতু খোদা তা'লা চান যে, আমাদের চোখ, হৃদয় এবং আমাদের মন সবই যেন পবিত্র থাকে, সেজন্য উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী এ শিক্ষা তিনি দান করেছেন। এতে কোন সন্দেহ আছে কি যে অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? (বিধি নিষেধের বাধা না মানলে পদস্খলন তো ঘটবেই) কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে নরম নরম রুটি ফেলে রেখে যদি আশা করি যে, কুকুরের মাঝে এ রুটি পাবার কোন কল্পনাও জাগবে না, তবে আমরা আমাদের এ ধারণায় ভ্রান্তিতে নিপতিত। সুতরাং খোদা তা'লা চেয়েছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপনে কিছু করার সুযোগ না পায় এবং কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাতে কুৎসিত আকাঙ্খা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।" [ইসলামী উসুলকি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৪)

প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকো

বয়'আতের দ্বিতীয় শর্তে আরো চতুর্থ যে পাপ কর্মের উল্লেখ রয়েছে তা হলো 'প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা' প্রসঙ্গে।

আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ﴿۸﴾

অর্থাৎ- 'আর জেনে রাখো যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান যদি সে তোমাদের অধিকাংশ কথা মেনে নেয় তবে তোমরা অবশ্যই দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হবে কিন্তু আল্লাহই তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন। আর তা তোমাদের হৃদয়ে সুসজ্জিত করে দিয়েছেন আর তোমাদের জন্য কুফর ও মন্দকর্ম এবং অবাধ্যতার প্রতি তীব্র ঘৃণাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এরাই ওইসব লোক যারা সুপথ প্রাপ্ত।' (আল হুজুরাত, ৪৯:৮)

একটি হাদীস রয়েছে:

আসওয়াদ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে অশালীন কথাবার্তা যেন না বলে, অবাধ্যতামূলক কথা যেন না বলে, বিদ্রোহাত্মক কথাও যেন না বলে আর অজ্ঞতার যুগের জ্ঞানান্ধপূর্ণ কথাবার্তা না বলে, আর তার সাথে অপর কেউ অন্ধতাপূর্ণ আচরন করলে তাকে যেন বলে দেয় যে, 'আমায় ক্ষমা করো, আমি একজন রোযাদার'। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, বৈরুতে মুদ্রিত)

আঁ হুযূর (সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালিগালাজ করা বিদ্রোহাত্মক কর্ম আর তার সাথে লড়াই করা কুফর। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, বৈরুতে মুদ্রিত)

আব্দুর রহমান বিন শিবল্ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– ব্যবসায়ীরা দুষ্ট প্রকৃতির হয়। বর্ণনাকারী বলেন, নিবেদন করা হলো, 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! আল্লাহ তা'লা ব্যবসা-বাণিজ্য কি বৈধ করেন নি? রাসূল (সা.) বললেন, 'কেন

নয়? কিন্তু তারা যখন বেচাকেনা করে তখন মিথ্যা কথা বলে আর কসম খেয়ে মূল্য বাড়ায়'।

বর্ণনাকারী বলেন:

রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'পাপচারীরা নরকবাসী'। নিবেদন করা হলো 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! পাপাচারী কারা?' এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'নারীরাও পাপাচারী হয়ে যায়।' একজন ব্যক্তি নিবেদন করলো 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! ওরা কি আমাদের মাতা, ভগ্নি আর সহধর্মিণী নয়? আঁ হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন 'কেন নয়'? তবে তাদের কিছু দেয়া হলে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আর তাদের উপর যখন কোন পরীক্ষা আপতিত হয় তখন তারা ধৈর্যও ধারন করে না। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা, বৈরুতে মুদ্রিত)

তাই ব্যবসায়ীদের জন্য এটা চিন্তার বিষয়! ব্যবসা বাণিজ্য খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিৎ। এটাও বয়াআতের শর্তসমূহেরই অন্যতম শর্ত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

'কুরআন থেকে এটা সাব্যস্ত যে অস্বীকারকারীদের পূর্বে পাপাচারীদের শাস্তি দেয়া উচিৎ... এটা খোদাতা'লার নিয়মনীতি যে, এক জাতি যখন অবাধ্য পাপাচারী হয়ে যায় তখন তাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে অন্য এক জাতিকে তাদের শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হয়।' (মালফুযাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৩, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

এরা যখন অবাধ্যতায় ও অন্যায় কুকর্মে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে আর খোদাতা'লার নির্দেশ সমূহের অবমাননা করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'লার পবিত্রতার প্রতীকি প্রকাশক চিহ্নের প্রতি তাদের মাঝে ঘৃণা পরিলক্ষিত হয় আর জাগতিক সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, আল্লাহ তা'লাও তখন তাদেরকে এভাবে- হালাকু খান, চেঙ্গিস খান ইত্যাদিদের দ্বারা ধ্বংস করে থাকেন। লিখিত আছে যে, সে সময় আকাশ থেকে উচ্চকিত ধ্বনি আসছিল, **'আই-ইউহাল কুফ্‌ফার উক্‌তুলুল ফুয্‌যার'** (হে অস্বীকারকারী! এ সীমালঙ্ঘনকারীকে হত্যা কর) অর্থাৎ পাপাচারী অবাধ্য মানুষ খোদার দৃষ্টিতে অস্বীকারকারীর চেয়েও হীন ও ঘৃণ্য। (মালফুযাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেছেন:

'অবাধ্য অত্যাচারীদের দোয়া গৃহীত হয় না, কেননা ওরা খোদাতা'লার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না আর খোদাতা'লাও তাদের ব্যাপারে উদাসীন। এক পুত্র পিতাকে যদি গ্রাহ্য না করে আর তার যোগ্য স্থলাভিষিক্ত না হয় তাহলে পিতারও সেই পুত্রের প্রয়োজন থাকেনা, তবে খোদার কেন থাকবে?' [তফসীর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড-পৃষ্ঠা ৬১১, নব সংস্করণ]

(চলবে)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন :

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

[প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তক 'নুরুল হক', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে জানতে লগইন করুন:-
www.alislam.org, www.ahmadiyyabangla.org, www.mta.tv

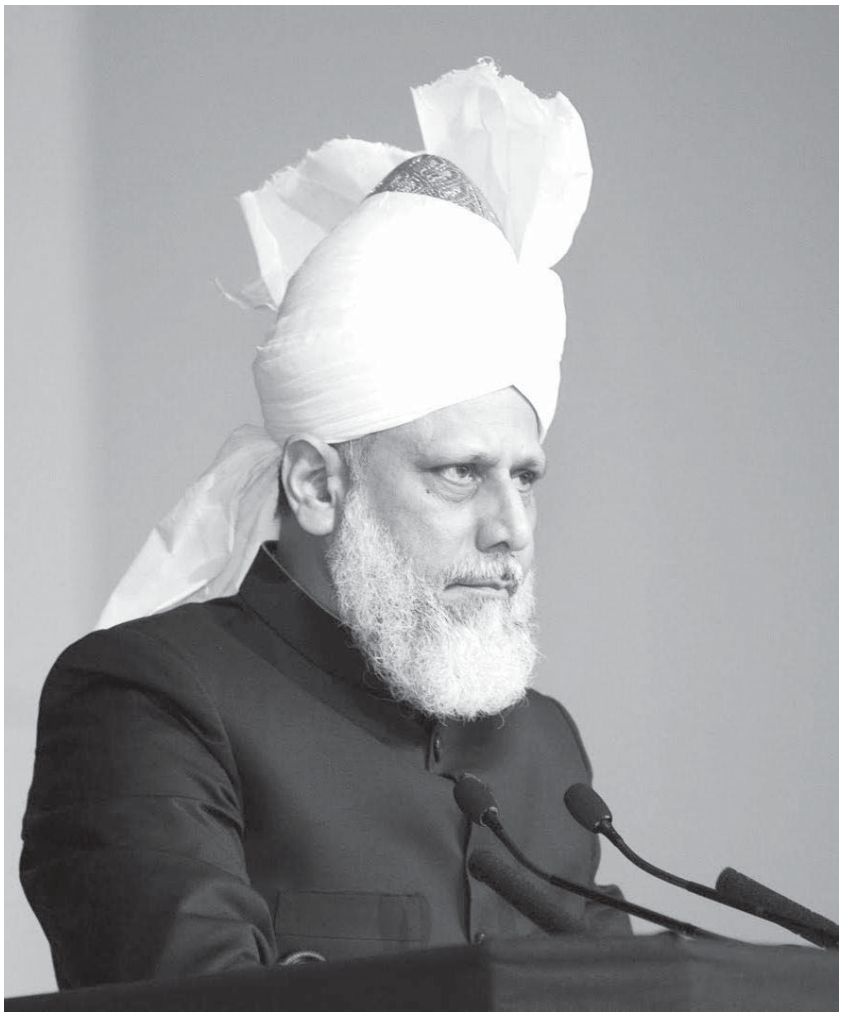

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী ব্যতিরেকে বাকি সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা উচিত

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত কিছুকাল যাবৎ কতিপয় জুমুআর খুতবায় আমি বিভিন্ন কাহিনী বা ঘটনা অথবা শিক্ষণীয় গল্প উপস্থাপন করে আসছি যা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। আজও যখন আমি এমন সবঘটনাবর্ণনার জন্য নির্বাচন করছিলাম তখন আমার মনে হলো, পাক-ভারতের এসব পুরোনো কাহিনী, গল্প বা ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, এসব গল্প বা ঘটনা আজ পর্যন্ত চলমান থাকাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই। যদি জামাতের বই-পুস্তকে এগুলো সংরক্ষিত না হতো তাহলে অনেক আগেই তা কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত আর আধুনিক যুগে কেউ এসব ঘটনা সম্পর্কে জানতোই না। আজ বেশ কয়েকটি ভাষায় এগুলোর অনুবাদ হয়।

যাহোক আমি যেমনটি বলেছি, আজও সেই ধারাবাহিকতায় আমি কিছু গল্প বা কাহিনী উপস্থাপন করবো। এগুলো নিছক কাহিনী নয় বরং কিছু বাস্তব ঘটনাও বটে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসবের সূত্রধরে কিছু নসীহত করেছেন। কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা বাহ্যত চুটকী বা কৌতুক কিন্তু তাহতেও তিনি (আ.) কতিপয় সংশোধনের দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

এমনই একটি কৌতুক এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.) একজন মালিনীর দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন, তার দু'জন কন্যা ছিল। একজনের বিয়ে হয়েছিল কুমারদের ঘরে আর দ্বিতীয় জনের বিয়ে হয় মালির ঘরে। যখনই আকাশ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেই সেই মহিলা উন্মাদের মতো ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় ছুটে বেড়াত। মানুষ জিজ্ঞেস করতো, হয়েছে কী? সে বলতো, আমার এক মেয়ে আর নেই। কেন? সে বলতো, বৃষ্টি হলে কুমারদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা; তাদের ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে মালীদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে তাদের ফসল বা সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হবে না। যাহোক বৃষ্টি হলে কুমারদের তৈরি বাসন-কোসন বা হাঁড়িকুড়ি নষ্ট হবে আর বৃষ্টি না হলে সবজি উৎপাদনকারীদের সবজি ইত্যাদির ক্ষতি হবে।

বাহ্যতঃ এটি সামান্য একটি কথা কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেই প্রেক্ষাপটে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাহলো, কাদিয়ানে দু'ব্যক্তির মাঝে পরস্পর মতভেদ হয় বা কোন ঝগড়া হয়। বন্ধুরা তাদেরকে বুঝিয়ে মিমাংসার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের উভয়েই বলে, আমরা ইংরেজী আদালতের শরণাপন্ন হবো এবং তাদের দ্বারাই সিদ্ধান্ত করাবো, আর সরকারী বিচার বিভাগে একে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করে। যখনই মামলার শুনানী হতো তারা স্বয়ং বা তাদের কোন প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে দোয়ার অনুরোধ জানাতো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, উভয়েই আমার মুরীদ আর তাদের উভয়ের সাথেই আমার সম্পর্ক আছে, কার পক্ষে জয়ের আর কার বিরুদ্ধে পরাজয়ের দোয়া করবো? আমি তো এই দোয়া করি যে, তাদের মাঝে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে-ই যেন জয়যুক্ত হয়। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এখনও আহমদীরা যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগে বা আদালতে মামলা করে তখন একই সাথে তারা আমার কাছেও দোয়ার জন্যও লিখে পাঠায়। এভাবে দোয়ার জন্য বলা তেমনই যেমন বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। হয় কুমারদের ঘরে যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে অথবা মালীর ঘরে যার বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে। একজন তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কেউ যেন আবার একথা মনে না করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে যেহেতু মামলা-মোকদ্দমার চল ছিল তাই আজও এমনটি করলে কোন অসুবিধা নেই বা এটি বৈধ। এটি অবশ্যই বৈধ, বিচারের জন্য মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে কিন্তু যদি সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয় আর নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও এই আচরণ পছন্দ করেননি। তাই নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন ভালো নয়। অতএব হঠকারিতাও বর্জন করা উচিত আর দোয়ার অনুরোধ করে ইমামকেও সমস্যা বা কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়া উচিত নয়। উভয় পক্ষই যদি আহমদী হয় তাহলে কার জন্য দোয়া করবেন আর কার জন্য করবেন না। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেই দোয়া করেছিলেন আমিও সেই দোয়াই করি, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! ন্যায্য অধিকার যার তুমি তাকেই দান কর।

আল্লাহ্ তা'লা একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর তা হলো, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়া বা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী ব্যতিরেকে বাকি সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা উচিত, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত। যখন ধর্মীয় বিষয় আসে বা ধর্মের প্রশ্ন আসে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, আমি অবশ্যই আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু এখানে যেহেতু খোদার অধিকারের প্রশ্ন তাই একথা মানা আমার জন্য কঠিন, এটি আমার সীমাবদ্ধতা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সবার জন্য আবশ্যক হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের কোন নির্দেশ অমান্য না করা। কিন্তু অনেক যুবক এমনও আছে যারা পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না আর তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়েও যত্নবান নয়।বরং সন্তান-সন্ততির মাঝে কেউ যদি কোন ভালো পদে নিযুক্ত হয় বা ভালো পদবী লাভ করে তাহলে সে নিজের দরিদ্র পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতেও লজ্জা বোধ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শোনাতেন যে, কোন এক হিন্দু বড় কষ্ট করে তার ছেলেকে বিএ এবং এমএ পাশ করিয়েছে আর। সেই ডিগ্রি লাভের পর সে ডেপুটি নিযুক্ত হয় এবং দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যায়। সে যুগে ডেপুটি পদে নিযুক্ত হওয়া অনেক বড় সম্মানজনক বিষয় ছিল। যদিও আজকের যুগে এটিকে খুব একটা বড় পদ বলে গণ্য করা হয় না। একদিন তার পিতার মনে এই বাসনা জাগে যে, আমার ছেলে ডেপুটি নিযুক্ত হয়েছে, আমিও তার সাথে দেখা করে আসি। সেই হিন্দু যখন তার সন্তানের সাথে দেখা করার জন্য তার মজলিস বা বৈঠকে পৌঁছে সে সময় তার কাছে উকিল এবং ব্যারিস্টাররা উপবিষ্ট ছিল। তার পিতাও নিজের নোংরা ধূতি পরিহিত অবস্থায় এক কোনায় বসে পড়ে, কথাবার্তা চলতে থাকে। তার সেখানে বসা মজলিসের কোন একজনের পছন্দ হয়নি, সে জিজ্ঞেস করে, আমাদের এই বৈঠকে বা মজলিসে এই ব্যক্তি কে বসে আছে? ডেপুটি সাহেব তার কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হয় আর লজ্জা এড়ানোর জন্য বলে, এ ব্যক্তি আমাদের পরিচারক বা খাদ্য পরিবেশক।

পুত্রের এই কথা শুনে পিতা রাগে অগ্নিশর্ম হয়ে যান এবং নিজের চাদর গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, জনাব আমি তার ভৃত্য নই বরং তার মায়ের পরিচারক। পাশে উপবিষ্ট মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, ইনি ডেপুটি সাহেবের পিতা তখন তারা অনেক অভিযোগ-অনুযোগ করে যে যদি আমাদেরকে পূর্বেই জানিয়ে দিতেন তাহলে আমরা তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতাম, তাকে শ্রদ্ধার সাথে বসাতাম। যাহোক এ ধরনের দৃশ্যও চোখে পড়ে যে, আত্মীয়-স্বজন যদি দরিদ্র হয় তাহলে মানুষ তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে দ্বিধা প্রকাশ করে, তা তিনি পিতাই হোন বা অন্য যে-ই হোক না কেন, যেন কোথাও তাদের উচ্চ মর্যাদার হানি না ঘটে। এক কথায় পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, মানুষ তাদেরকে এড়িয়ে চলে। পিতা-মাতার নাম সমুজ্জ্বল করা তো দূরের কথা বরং তারা তাদের জন্য কলঙ্কের কারণ হয়।

একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন, কতক আলেম বা বক্তাদের বক্তৃতা মানুষ সাময়িকভাবে উপভোগের মানসে শুনে থাকে। হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.)ও এ সম্পর্কে বলেছেন, বৈঠকে কেবল এজন্য আসবে না যে, অমুক ব্যক্তি সুবক্তা তাই তার বক্তৃতা শুনবো বরং এটি দেখ, সেই বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে আর তা থেকে কীভাবে লাভবান হওয়া যায়।

যাহোক কিছু মানুষ বক্তার কথার গভীরতাও অনুধাবন করে না আর তাদের বক্তৃতাও বুঝে না আর বক্তার কথার উদ্দেশ্য কী তাও বুঝতে পারে না বরং শুধু সাময়িকভাবে উপভোগের জন্য বসে থাকে। একইভাবে কতক বক্তাও সাময়িক আবেগ সৃষ্টির জন্য জোরালো বক্তৃতা করে বা করার চেষ্টা করে আর গলা দিয়ে এক প্রকার আওয়াজও বের করে এবং কৃত্রিমভাবে আবেগ সৃষ্টির বা মানুষের মন গলানোরও চেষ্টা করে। এমনই এক বক্তার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক বক্তার কথা বলতেন। সেই ব্যক্তি বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হয়। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তুও ছিল বড় আবেগ সঞ্চারী। এক ব্যক্তি সেখানে আসে এবং দাঁড়িয়ে পড়ে। সে কৃষক ছিল আর তার হাতে ছিল একটি 'তিরংড়ি'। তিরংড়ি ত্রিশাখাবিশিষ্ট একটিযন্ত্রকে বলা হয়যার একটি হাতলও থাকে আর এটি গম মাড়ার পর খড়ি ইত্যাদি একত্রিত জন্য ব্যবহার হয়। আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের পূর্বে পাশ্চাত্যেও এটি ব্যবহৃত হতো। যাহোক সে গ্রাম থেকে আসে এবং বক্তৃতা শোনার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে যত লোক বসে ছিল তাদের ওপর এই বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়েনি।

কিন্তু সেই কৃষক কিছুক্ষণ পরই ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে। সেই বক্তার ধরা পড়ার ছিল তাই তার হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা দানা বাধে। সে ধরে নেয়, আমার বক্তৃতায় এই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছে। সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, দেখ! মানুষের হৃদয়ও বহু প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার হৃদয়ের অধিকারী হলে তোমরা যারা ঘন্টার পর ঘন্টা আমার বক্তৃতা শুনছো কিন্তুতোমাদের হৃদয় আদৌ এতে প্রভাবিত হয়নি আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র এই বান্দাকে দেখ! তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে বক্তৃতার প্রভাব পড়েছে। সে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এসে দন্ডায়মান হয় এবং কাঁদতে আরম্ভ করে। এরপর তার ওপর যে, কত গভীর প্রভাব পড়েছে তা মানুষের সামনে প্রকাশের জন্য সে সেই কৃষককে জিজ্ঞেস করে, মিঞাঁ! কোন কথাটি তোমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তুমি কেঁদে উঠলে? যারা পুরোনো কৃষক তারাই এটিকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে, সে বললো, গতকাল আমার মেষ শাবকটি এভাবেই গলা দিয়ে আওয়াজ করতে করতে মরে যায়, আপনার আওয়াজ শুনে আমার সেই বাছুরের কথা মনে পড়লো বলেই আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। একথা শুনে সেই বক্তা খুবই লজ্জিত হয়।

বস্তুতঃ সেই কৃষক আবেগ আপ্লুত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই বক্তার কয়েকবার উচ্চস্বরে কথা বলার কারণে আর কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম আবেগ প্রকাশ করার জন্য গলা থেকে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ বের করার কারণে তা হয়েছে। আর ফলে কৃষকের নিজ বাছুরের কথা মনে পড়ে যায় যার মৃত্যুর সময় গলা দিয়ে এমনই অদ্ভুত আওয়াজ বের হয়েছিল। কিন্তু একে সেই বক্তা সাহেব নিজের বক্তৃতার প্রভাব ভেবে আত্মপ্রসাদ নেন, হয়তো আমার বিগলিত চিত্তের বক্তৃতা শুনেই এই ব্যক্তি কেঁদে উঠেছে।

কিন্তু তার লোকদেখানো ভাব এবং কৃত্রিমতা এই ধারণাকে তাৎক্ষণিকভাবে মিথ্যা প্রমাণ করে। আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মৌলভীবড় বড় বুলি আওড়ায় তাদের বক্তৃতা শুনলেও প্রায় সময় দেখবেন, তাদের গলা থেকেও অবিকল এমন আওয়াজই বের হয়। যাহোক এটি তাদের কাজ, বিশেষ ভাবে যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাদের মাঝে উচ্ছাস মাথা চাড়া দেয়, যারা পাকিস্তানে থাকেন বা যারা সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে এসেছেন তারা ভালো বুঝতে পারবেন আর যারা এমন বক্তৃতা শুনেছেন তারা জানেন যে, মৌলভীদের বক্তৃতা কেমন হয়ে থাকে।

আমাদের প্রতি খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য পেয়েছি নতুবা ইসলামের নামে পীর ফকিররা যেই ব্যবসা আরম্ভ করেছে আজকে আমরাও হয়তো সেসবেরই অংশ হতাম। এই পীর সাহেবরা দাবি করে যে, তারা অনেক উন্নত মার্গের মানুষ। তারা বলে, আমরা দোয়ার মাধ্যমে আমাদের চাহিদা পূরণ করি, আমাদের আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গভীর নৈকট্য রয়েছে, দুনিয়ার প্রতি আমরা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। কিন্তু এদের আমলের স্বরূপ কী? এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন, নিজের সম্পর্কে সেই ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, সে অনেক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত মানুষ।

একবার এক মুরীদের ঘরে গিয়ে বলে, আমার ট্যাক্স নিয়ে আস অর্থাৎ আমাকে নযরানা দাও। দুর্ভিক্ষ ছিল, মুরীদ বা ভক্ত বলে, এখন কিছুই নেই, এবারের জন্য ক্ষমা করুন। কিন্তু পীর সাহেব দীর্ঘ সময় বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থেকে অবশেষে তার কোন জিনিস বিক্রি করিয়ে তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বিদায় হয়। এমন সব নোংরামি আর দুর্বলতা এদের মাঝে দেখা যায় অথচ বড় বড় দাবিও করে যে, আমরা অনেক উচ্চ মার্গে পৌঁছে গেছি। এগুলো সেযুগের পুরণে কোন বিষয় নয় আজও পাকিস্তান বা এ ধরনের দেশে এমন পীর রয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রজ্ঞা এবং তত্ত্বজ্ঞানের যে বিবরণ রয়েছে তা জ্ঞানের সকল দিক এবং শাখাকে আয়ত্ব করে আছে বা পরিবেষ্টন করে রখেছে। অবশ্য এটি ভিন্ন কথা যে, আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বা চিন্তা-ভাবনার অভাবে এর গভীরে অবগাহনের সামর্থ বা যোগ্যতা আমরা রাখি না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল নীতি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন শরীফে বিদ্যমান। তিনি বলেন, কুরআন সম্পর্কে আমি হয়তো সেভাবে প্রণিধানের সুযোগই পাইনি বা আমার তত্ত্বজ্ঞান হয়তো এখনও সেই মার্গে পৌঁছেনি কিন্তু যতটুকু তত্ত্বজ্ঞান আমার রয়েছে তার আলোকে আর জ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতাকে পূঁজি করে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, কুরআনের বাইরে আর কোন জিনিসের আমাদের প্রয়োজন নেই। অতএবকুরআনে অভিনিবেশ করা উচিত বা প্রণিধান করা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যেই তফসীর লিখেছেন তাও পড়া উচিত। এছাড়া কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে খলীফাদেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা তফসীর রয়েছে তাও দেখা উচিত। সেই সাথে নিজেদেরও ভাবা উচিত আর কুরআন থেকেই জ্ঞান এবং তত্ত্ব-ভান্ডার উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত।

কেউ কেউ মনে করে, আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি আর তাই যথেষ্ট। অন্য কোন কিছুর আমাদের প্রয়োজন নেই। কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। কারো সাথে কোন পরামর্শ করার আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্মরণ রাখার বিষয় হলো, জ্ঞানের পাশাপাশি

অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি শুধু বই-পুস্তক পড়ে ডাক্তার হতে চায় তাহলে এটি খুব কঠিন বিষয় বরং অসম্ভব বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞের সামনে রোগীদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা আবশ্যক। যদি কেউ বই-পুস্তক পড়ে ডাক্তার হয় তারজন্যএরপর কোন বিশেষজ্ঞের সামনে রোগ নির্ণয় এবং রোগীর চিকিৎসা করাও আবশ্যক হয়ে থাকে। এ কারণেই কলেজে ডাক্তারদেরকে পড়ানোর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সামনে তাদের প্র্যাক্টিক্যালও হয়ে থাকে কেননা; তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও হওয়া চাই। যদি এমনটি না হয় তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না আর কিছুই শিখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এরপরও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে, শুধু পড়ালেখা চলাকালেই অভিজ্ঞতা অর্জন করলে হবে না বরং পরবর্তীতেও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়।

যাহোক কোন চিকিৎসক বা ডাক্তারের চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান তখনই উৎকর্ষ বা পরিপক্ক হবে যদি সে নিয়মিত রোগী দেখতে থাকে। যদি তা না করে তাহলে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা উপকারী হতে পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই জ্ঞান এবং কর্ম সম্পর্কে বলতেন, একজন চিকিৎসক ছিল যে অনেক বড় অভীজ্ঞ ছিল। সে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভালো জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার পড়াশোনা ছিল অনেক ব্যাপক। রাজা রঞ্জিত সিংয়ের খ্যাতির কথা শুনে সে দিল্লী থেকে পদোন্নতির আশায় তার দরবারে পৌঁছে। রঞ্জিত সিংয়ের মন্ত্রী ছিল মুসলমান।সে এই চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে। সেই চিকিৎসক মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করে, মহারাজাকে সাক্ষাতের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ করা হোক। সে বলে, আমি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। মন্ত্রীর আশঙ্কা হয়, যদি এর প্রভাব বৃদ্ধি পায় তাহলে কোথাও না আবার আমার পতন ঘটে। কিন্তু সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ না করাকেও সে সততা ও মানবতা পরিপন্থী বলে মনে করে। এছাড়া ডাক্তারের সাথে কথা বলে সে বুঝতে পেরেছিল, এরবাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে।

মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের দরবারে মুসলমান মন্ত্রী সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ করে এবং বলে, হুযূর! ইনি অনেক বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, অমুক অমুক কিতাব পড়েছেন। মন্ত্রী তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করে। মহারাজা রঞ্জিত সিং তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে জানাও বা বলো, ইনি চিকিৎসা করেছেন কিনা বা তার চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মন্ত্রী উত্তরে বলেন, হুযূরের কল্যাণেঅভিজ্ঞতাও হয়ে যাবে, আপনার ওপরেই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। রঞ্জিত সিং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান অর্থহীন। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতার জন্য বেচারা রঞ্জিত সিংই রয়ে গেলো?তাই ডাক্তার সাহেবকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দেয়াই সমীচিন হবে।

অতএব পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও একান্ত আবশ্যক, আর পৃথিবীতে এর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। যে কোন কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের পর যদি প্র্যাক্টিক্যাল বা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা না হয় তাহলে অনেক এমন বাধা বিপত্তি সামনে আসে যখন কাজ করতে গিয়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে আর বুঝতে পারে না যে, এখন কি করব। মানুষ অচল হয়ে যায় আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যেই সমস্যা বা বাধা-বিপত্তি সামনে থাকে তা দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। অতএব কেবল জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যদি নিজেকে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করতে আরম্ভ করে তাহলে সে রঞ্জিত সিংয়ের উত্তরই পাবে। জামাতের সার্বিক উন্নতির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুব সমাজের আধুনিক জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করা উচিত আর অভিজ্ঞ লোকদের সাথে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জামাতের কল্যাণে সেটিকে ব্যবহার করা উচিত। অনেকেই এই পরামর্শ দেয় যে, নতুন প্রযুক্তি আছে এটি ব্যবহার করা উচিত বা এটি করতে হবে। অনেক সময় জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত তো ঠিক আছে কিন্তু কিছু বিষয় বা সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূরীভূত করা আবশ্যক হয়ে থাকে অথবা এমন সব প্রতিবন্ধকতাও সামনে আসতে পারে যা সম্পর্কে চিন্তা করা বা ভাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে আর অভিজ্ঞরা এটি খুব ভালো বুঝবে।

একজন আহমদী হিসেবে আমাদের ঈমানের হিফাযত তখনই সম্ভব যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে আমাদের দৃঢ় এবং অব্যাহত সম্পর্ক থাকে। আর এর জন্য সেসব মাধ্যমও কাজে লাগানো উচিত যার কল্যাণে দূরে বসেও এ সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। এক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, জামাতী বিষয়ে সদস্যরা কখনও উন্নতি করতে পারবে না বরং তারা জীবিতই থাকতে পারবে না যতক্ষণ মূলের সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকবে। আর এযুগে এই সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম উপায় হলো, পত্র-পত্রিকা। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন যদি জামাতের পত্র-পত্রিকা তার কাছে পৌঁছতে থাকে তাহলে এটি পাশে বসে থাকারই নামান্তর। এর দৃষ্টান্ত এমনই যেমন কিনা এখন আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। তিনি (রা.) বলেন, যেমন এখন মহিলাদের জলসা হচ্ছে আর মহিলারা লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধমে বক্তৃতা শুনছে। যদি মাইকের মাধ্যমে তাদের কাছে আওয়াজ না পৌঁছতো বা তাদের কর্ণগোচর না হতো তাহলে তারা কিছুই বুঝতে পারতো না যে, কি বলা হচ্ছে।অতএব লাউডস্পিকার বা মাইক মহিলাদেরকে আমার বক্তৃতার নিকটতর করেছে। এখানেও লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধ্যমে মহিলাদের হলে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আর তারা শুনতে পাচ্ছে, এটিও এক ধরনের নৈকট্য।

অনুরূপভাবে পত্র-পত্রিকা দূরে বসবাসকারীদের জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত রাখে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সবসময় বলতেন, আল্‌হাকাম এবং বদর হলো আমাদের দু'টো বাহু। যদিও অনেক সময় এই পত্রিকাগুলো এমন সংবাদও ছেপে দিতো যা ক্ষতিকর হতো কিন্তু এর উপকারিতা যেহেতু ক্ষতি থেকে অধিক ছিল তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, আমাদের এমন মনে হয় যেন এ দু'টো পত্রিকা আমাদের দু'টো বাহু। এখানে দু'টো বাহু হওয়ার অর্থ হলো, এর মাধ্যমে আমাদের যে বাহু রয়েছে অর্থাৎ জামাত তা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত বা সন্নিবেশিত রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে বন্ধুদের জামাতের পত্র-পত্রিকার প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল অথচ তখনকার জামাত আজকের তুলনায় এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। আর আজকে তো শতভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ হবে। বদরের গ্রাহক সংখ্যা এক সময় চৌদ্দ থেকে পনের'শ এ পৌঁছে যায় কিন্তু এরপর তা কমতে থাকে। একইভাবে আল্‌হাকামের গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। জামাতের বন্ধুরা

সে যুগে পত্র-পত্রিকা অনেক বেশি ক্রয় করতেন। এমনকি যারা শিক্ষিত ছিল না তারাও পত্রিকা ক্রয় করে অন্যদেরকে পড়ার জন্য দিতো, আর মনে করতো, এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম।

বরং একজন আহমদী টমটম গাড়ি চালাতেন। তিনি খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি আল্‌হাকাম আনিয়ে টমটম গাড়িতে বা ঘোড়ার গাড়িতে রেখে দিতেন। টমটম গাড়ীতে আরোহী নিয়ে যাওয়ার সময় চেহারা দেখে বুঝতে পারতেন যে ইনি ভদ্র মানুষ। তখন তাকে পত্রিকা দিয়ে বলতেন, এই পত্রিকাটি এসেছে, আমাকে একটু পড়ে শোনান। আর এভাবে আরোহী বা প্যাসেঞ্জারনিজ গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামার পূর্বে পত্রিকার নাম ঠিকানা নোট করে নিত আর এভাবে জামাতের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন হতো আর বয়আতও হতো। মানুষ বলতো, তিনি অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আর টমটম গাড়ীরচালক হয়েও নিজ এলাকায় সবচেয়ে বেশি বয়আত করিয়েছেন। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশিসহজসাধ্যতা বা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের তরবীয়ত এবং খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সব আহমদীর প্রধানতঃ এমটিএ শোনা আবশ্যক, এমটিএ শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ তবলীগের জন্য এমটিএ এবং ওয়েবসাইটের যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে তাও বন্ধুদের জানানো উচিত। অনেক সময় বন্ধুদের সাথে বসে সেগুলো দেখার সুযোগ হয়। বন্ধু-বান্ধবদের এ সম্পর্কে বলা উচিত বা পরিচিত করানো উচিত। আমার কাছে এখনও এমন অনেক পত্র আসে যাতে মানুষ লিখে, যখন থেকে এমটিএ'তে অন্ততঃপক্ষে রীতিমত খুতবা শুনতে আরম্ভ করেছি তখন থেকে জামাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছে এবং আমাদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করছে। অতএব আজকাল এমটিএ এবং অনুরূপভাবে জামাতি যে ওয়েবসাইট রয়েছে, 'আল্ ইসলাম' এটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম আর সব আহমদীর তরবীয়ত এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম। অতএব সব আহমদীর উচিত এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা।

অনেকেই চায় যেন তাদের সংশোধন হয়, আর ইসলামী আদেশ-নিষেধ মেনে চলার আগ্রহ রাখে।বিশেষ করে নামায সম্পর্কে তাদের আগ্রহ থাকে, যেন রীতিমত নামায পড়ার সুযোগ হয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা এমন মানুষের সাহচর্যে এসে যায় যারা অলস, এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরাও নামাযের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আলস্যের শিকার হয় আর অবচেতন মনেই এমনটি ঘটতে থাকে। অতএব বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের জন্য এমন মানুষ খুঁজে বের করা উচিত, যাদের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত। যারা রীতিমত নামায পড়ে বা নামাযে অভ্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেখানে একটি ছোট জায়গায় আহমদীদের অনেক ঘন বসতি রয়েছে।

এছাড়া সেখানকার মসজিদগুলোও একটি থেকে অন্যটি স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। তাই তাদের মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা উচিত। অনুরূপভাবে অনেকেই এমন আছে যারা জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী রাখে, তাদেরকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। অনেক সময় মানুষ যখন বাহির থেকে সেখানে যায় তারা এ সম্পর্কে আমাকেও লিখে আর অভিযোগও করে যে, রাবওয়ার লোকদেরও যথাযথভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব রাবওয়ার নাগরিকদের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। যারা দুর্বল রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে জামাতের সাথে যাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং যারা রীতিমত নামাযও পড়ে তাদের প্রভাব গ্রহণ করা উচিত। বন্ধু-বান্ধব মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে আর বুদ্ধিমান কীভাবে বুঝতে পারে যে, আমার ওপর অন্যের প্রভাব পড়ছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, একবার জালিনুস বা গ্যালেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন এক উন্মাদ ব্যক্তি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। যখন সে জালীনুসকে ছাড়ে তখন তিনি বলেন, আমার রক্তমক্ষণ কর অর্থাৎ রগ ছিদ্র করে তা থেকে রক্ত বের কর। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি রক্তমক্ষণ কেন করাতে চান? তিনি বলেন, এই উন্মাদ যে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে তাথেকে বোধ করি আমার ভেতরও উন্মাদনার কোন ব্যাধি রয়েছে কেননা; সে অন্যদের বাদ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার মাঝেও উন্মাদনার কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সাথে এই উন্মাদ নিজের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছে যেকারণে সে আমার দিকে ছুটে এসেছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এমন লোকদের পিছনে চলা যারা নামাযী নয় আর তাদের পেছনে চলা যারা নামাযে অলস, এটি স্পষ্ট করে যে, অলসদের সাথে তারকোন যোগসূত্ররয়েছে।

অতএব মোটের ওপর সর্বত্র এবং সব জায়গায় সব আহমদীর অলসদের সাথে যোগাযোগ রাখার পরিবর্তে জামাতের মাঝে যারা সক্রিয়, কর্মঠ এবং আন্তরিক তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত বা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আর এই সামঞ্জস্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মঠ লোকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে যারা অলস আছে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৈঠকে এক ব্যক্তি আসে এবং বলে, আমি নিদর্শন দেখতে চাই, যদি আমাকে অমুক নিদর্শন দেখানো হয় তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উত্তরে তাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কোন জাদুকর নন, তিনি কোন তামাশা দেখান না বরং তাঁর প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি আমাকে বলুন, পূর্বে যেসব নির্দশন দেখানো হয়েছে সেগুলোকে আপনি কতটা কাজে লাগিয়েছেন যে, এখন আপনার জন্য আবার নতুন মু'জিযা বা নিদর্শন দেখাতে হবে। কিন্তু মানব প্রকৃতির দুর্বলতা একে অপছন্দ করে বরং এটিকে সে সভ্যতা বিবর্জিত আচরণ মনে করে। সে মনে করে, আলস্য এবং উদাসীনতায় নিপতিত থাকা বৈধ বরং সে স্থায়ীভাবে এই অবস্থায়ই নিপতিত থাকতে চায়। সে এটি চায় না যে, কেউ তাকে এই প্রশ্ন করুক যে, সে নিজের দায়িত্ব কতটা পালন করেছে?

কিন্তু সে যখন কোন তামাশা দেখতে চায় তখন তাকে যেন তা দেখানো হয় এটিই তার দাবি। কাজেই এই হলো মানব প্রকৃতি। নাছোড় বা হঠকারীদের এমন আচরণ চিরন্তন। না মানার হলে তারা শয়তানের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। সব নবীকে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, এমনকি মহানবী (সা.)-কেও। অস্বীকারকারীরা তাঁর কাছে এরূপ

দাবি-দাওয়া পেশ করেছে। যেমন স্বর্ণের ঘরের মু'জিযা দেখান, আকাশে আরোহণের নিদর্শন দেখান, শুধু তাই নয় বরং আকাশ থেকে আমাদের সামনে কোন গ্রন্থ নিয়ে আসুন, আর এভাবে আরো আজেবাজে প্রশ্ন করতে থাকে। অতএব খোদা তা'লা এমন অহেতুক দাবি-দাওয়াকে কোন গুরুত্বই দেন না আর তাঁর নবীরাও এগুলোকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেন না। অগণিত নিদর্শন রয়েছে, মানতে হলে একজন নেক প্রকৃতির মানুষের জন্য তাই যথেষ্ট।

কতিপয় ব্যক্তি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে কিছু আপত্তি করে যে, এটি আবার কোন নতুন স্কীম চালু করা হলো। এর উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, সত্যিকার অর্থে আমার এই তাহরীকে জাদীদের তাহরীক নতুন কোন তাহরীক নয় বরং এটি একটি প্রাচীন তাহরীক।আর জাদীদ বা আধুনিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেসব পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং রোগাক্রান্ত মস্তিষ্কের মোকাবিলা করা হয়েছে যারা জাদীদ বা আধুনিক ছাড়া অন্য কোন কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুতই নয়। যেভাবে ডাক্তার যদিদীর্ঘদিন কোন রোগীর চিকিৎসা করতে থাকে, রোগী অনেক সময় বলে বসে, এই ঔষধে আমার কোন কাজ হয় না। তখন ডাক্তার বলেন, আজ আমি তোমাকে নতুন ঔষধ দিচ্ছি। এটি বলে পূর্বের ঔষধে অন্য কিছু মিশিয়ে দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি (রা.) সে যুগের কথা বলেন যখন টিংচার কার্ডিমাম মিশিয়ে কিছু ঔষধকে সুগন্ধিযুক্ত করে তোলা হতো, আর রোগী মনে করতো, আমাকে নতুন ঔষধ দেয়া হয়েছে। আর ডাক্তারও নতুন ঔষধ শব্দটি ব্যবহারের অধিকার রাখে কেননা; সে ঔষধের সাথে আরেকটি ঔষধ মিশিয়ে এমনটি করে। কিন্তু এটিকে সে নতুন বানায় এজন্য যাতে রোগীতা পান করা অব্যাহত রাখে এবং সে যেন নিরাশ না হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে একজন বৃদ্ধা আসেন, তার দীর্ঘ দিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, কোনভাবেই সেই জ্বর নামছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তুমি কুইনিন খাও। সেই মহিলা বলে, কুইনিন? আমি তো কুইনিন ট্যাবলেটের এক চতুর্থাংশ খেলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ জ্বরে ভুগতে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দেখলেন, এই মহিলা কুইনিন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় তখন হযরত মসীহ্ মাওউদতাকে খাওয়ার জন্য কুইনিনই দেন কিন্তু বলেন, এটি দ্বারাইন এর ট্যাবলেট, এটি খাও।

আমাদের দেশে যেহেতু সচরাচর কুইনিনকে কোনাইন বলে আর কোনাইন শব্দের অর্থ হলো, দু'জগৎ বা দ্বারাইন অর্থাৎ ইহ এবং পর জগৎ। কোনাইন এবং দ্বারাইন উভয় শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ দু'জগৎ। এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ কথা বলেননি যে, এটি কুইনিন নয় বরং তিনি শুধু এর নতুন নাম রেখেছেন। সেই মহিলা হয়তো দু'তিনটি ট্যাবলেটই খেয়ে থাকবে আর এসে বলে, এই ঔষধে আমার জ্বর নেমে গেছে। আমাকে আরো কিছু ট্যাবলেট দিন। পূর্বে বলতো, অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ট্যাবলেটও যদি খাই শরীর গরম হয়ে যায় জ্বর নামে না। অথচ এখন নাম পরিবর্তন করে দিতেই শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে অর্থাৎ সব জ্বর উধাও হয়ে গেছে। তিনি (রা.) বলেন, আমিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মত পুরনো এক তাহরীকের নাম তাহরীকে জাদীদ রেখেছি আর তোমরা বলছো, জাদীদ কেন রাখা হল বা নতুন করে তাহরীকের প্রয়োজন কি? আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি যাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা নতুন তাহরীকের কথা শুনে বলে, আস এটি একটি নতুন তাহরীক, চল আমরা এথেকে উপকৃত হই। কিন্তু যাদের মাঝে কপটতা ও মুনাফিকাত ছিল তারা একে নুতন জিনিষ মনে করে বলতে আরম্ভ করে, ইনি এখন নতুন নতুন কথা আবিষ্কার করছেন আর মুহাম্মদ (সা.) এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। সে কথা বুঝার চেষ্টা করেনি আর লাভবানও হয়নি। অতএব এটি এক রীতি যা সব সময় বা আদি থেকে অর্থাৎ আদমের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। অর্থাৎ শয়তান যখন তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তখন শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোমাকে পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। শয়তানকে এড়িয়ে ধর্মের কাজে উন্নতির জন্য যখনই কোন পন্থা বের করা হয় তা আসলে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে যেই উদ্দেশ্যে নবীরা এসেছেন আর যে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) এসেছেন আর যার জন্য এ যুগে তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন।

যেকোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর জামাতের সামগ্রিক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অব্যাহতভাবে বা অনবরত চেষ্টা করে যেতে হয় তা তরবীয়তের কাজ হোক বা অন্য যেকোন কাজই হোক না কেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এক ফকির ছিল যে প্রায় সময় সেই কক্ষের সামনে বসে থাকতোযেখানে পূর্বে হিসাবরক্ষকের অফিস ছিল। আহমদীয়া চক থেকে কোন ব্যক্তিকে আসতে দেখলেই সে বলতো, এক রুপি দাও। সেই ব্যক্তি কিছুটা এগিয়ে আসলে সে বলতো, আট আনা দাও। এরপর আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সে বলতো, আচ্ছা চার আনা দাও বা সিকি দাও। এরপর তার সামনে এসে গেলে বলতো, দুই আনাই দাও। এরপর তাকে অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো, এক আনা দিলেও চলবে। আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো, অন্ততঃপক্ষে এক পয়সাই দাও। আরো কিছুদূর গেলে বলতো, আধা পয়সাই দাও। সেই ব্যক্তি মসজিদে আক্বসার মোড়ে পৌছে গেলে বলতো একটি পাকোড়াই দিয়ে দাও। এরপর সে যখন দেখতো, গলির শেষ মাথায় পৌছে গেছে তখন বলতো, নিদেনপক্ষে একটা মরিচই দাও। সে রুপি থেকে আরম্ভ করে মরিচে এসে শেষ করত। অনুরূপভাবে যারা কাজ করে বা যারা কর্মী তাদেরও একথা ভাবা উচিত যে, অন্যূন কিছু তো হস্তগত হওয়া চাই। প্রথমে শ' এর ভেতর যদি একজন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে পরের বার দু'জন হয়ে যাবে, এর পরের বার চার হবে আর এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

অতএব কাজ কর এরপর ফলাফল দেখ। জাগতিক কাজকর্ম যেখানে ফলাফল শূন্য হয় না সেখানে এটি কীভাবে ভাবা যেতে পারে যে, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কাজ ফলাফল শূন্য থাকবে? কিন্তু যাদের হৃদয় পরিষ্কার হয় না তারা বলে, আমরা কাজ করি কিন্তু ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে। ফলাফল অবশ্যই আল্লাহ্‌র হাতে, তাদের একথার অর্থ হলো, আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পুরো পরিশ্রম করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি শত্রুতা করেছেন। একথা বলা কত বড় নির্বুদ্ধিতা। এটি নিজেদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য খোদা তা'লাকে দায়ী করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার নীতি হলো, আমরা যে কাজ করি সেই কাজের কোন না কোন ফলাফল অবশ্যই প্রকাশ পায়। কিন্তু ফলাফল ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে আমাদের

নিজেদের কাজের ওপর। কোন ব্যক্তি এক দশমাংশ পরিশ্রম করলে প্রকৃতির আইন হলো, তার ফলাফলও এক দশমাংশই প্রকাশ পাবে। এখানে দশমাংশের অর্থ এটি নয় পরিশ্রম তো সে বেশি করেছিল কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের কারণে এমনটি হয়েছে!প্রকৃতির নিয়ম কারো পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেয় না কিন্তু দুস্কৃতকারী ব্যক্তি বলে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেননি আর ভুলে গেছেন!এর চেয়ে বড় কুফরী বাক্য আর কি হতে পারে?

অতএব শ্রম ও সাধনার যতটুকু সম্পর্ক তাতে ফলাফল আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যদি ফলাফল ভালো না হয় তাহলে নিশ্চিত হতে পার যে, আমাদের কাজে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। চেষ্টা করা উচিত যেন সব কাজের ফলাফল সুনির্দিষ্ট রূপে আমাদের সামনে প্রকাশ পায়। ফলাফল যতদিন প্রকাশ না পায় ততদিন আমাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

কতিপয় মানুষ লিখে, আমরা অনেক ইবাদত করেছি, অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয়নি, দোয়া গৃহীত হয়নি। তাদেরও একথা বুঝতে হবে যে, যতটা যাওয়া উচিত ছিল তারা হয়তো সেখানে পৌঁছেনি বা গন্তব্য নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তারা ভুল রাস্তা বেছে নিয়েছে। একজন দোয়াকারী ব্যক্তির এটি নিয়ে ভাবা উচিত যে, রাস্তাও যেন সঠিক হয় আর যতটা পরিশ্রম করা প্রয়োজন তাও যেন করা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, একজন অপরসায়নবিদ যখন ব্যর্থ হয় তখন সে বলে, এক লাইন বা এক বিন্দুর ঘাটতি রয়ে গেছে অর্থাৎ মহামূল্য ধাতু বানাতে পারার বিষয়ে সে নিরাশ হয় না বরং নিজের দুর্বলতার কথাই স্বীকার করে অথচ এক্ষেত্রে সাফল্য লাভের কোন আশাই থাকে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে তো সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের পুরো আশা থাকে। একজন আলকেমিস্ট বা অপরসায়নবিদ যার সারাটি জীবন সামান্য ঘাটতি বা ভুল-ত্রুটির সংশোধনের চেষ্টায় কেটে যায়, সে কখনও সফলতার বিষয়ে নিরাশ হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্য চায় আর সফলতা পায় না সে এর জন্য নিজের কর্মপন্থার ত্রুটিকে দায়ী করে না বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিরাশ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে।

অতএব এক অপরসায়নবিদ ভুল-ত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, স্বর্ণ বানাতে অবশ্যই সক্ষম হবে কিন্তু যে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা করে সে নিজের ভুল-ভ্রান্তিকে খোদার প্রতি আরোপ করে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দেয়।

অধুনা গবেষকদের অবস্থাও একই, বছরের পর বছর একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য গবেষণা করে, বছরের পর বছর তাতে ব্যয় করে এবং বহু বছর পর তাতে সাফল্য আসে।আর তাতেও যে রীতি তারা একবার অবলম্বন করে সর্বদা সেই রীতিই অবলম্বন করা আবশ্যক নয়, বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের রীতি অবলম্বন করা হয়। অতএব আধ্যাত্মিকতা অর্জন এবং খোদার নৈকট্য লাভ আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য নিজের রীতি এবং পন্থা দেখতে হবে। আত্মসংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কীভাবে আত্মসংশোধন করা হচ্ছে। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে। নিজের ইবাদতের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। খোদা তা'লার সকল আদেশ নিষেধ অনুসারে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। নিজের প্রতিটি কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমাদের কর্মের মান কেমন? নিজেদের চিন্তাধারা এবং যুক্তি-বুদ্ধির সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলেন, আমি বান্দার কাছে অবস্থান করি এবং তাদের দোয়া গ্রহণ করি, তারপরও যদি তিনি কাছে না আসেন আর দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে কোন না কোন ক্ষেত্রে বা কোন স্থানে অবশ্যই আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি আছে এবং ব্যবহারিক অবস্থায় কোন দুর্বলতা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, 'গাদা' অর্থাৎ ফকির বা ভিক্ষুক দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ফকির হলো 'নারগাদা' আর দ্বিতীয় প্রকার ফকির হলো 'খারগাদা'। 'নারগাদা' ফকির হলো সে যে কারো দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে যে, কিছু দাও। তখন কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করে আর না দিলে দু'তিন বার ডেকে চলে যায়। কিন্তু 'খারগাদা' ফকির সে যে যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সেখান থেকে নড়ে না। এমন ফকির কিছু না নেয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না, কিন্তু এমন ফকির খুব কমই হয়ে থাকে। আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বসে থাকত। সে ততক্ষণ উঠতো না যতক্ষণ কিছু হস্তগত না করত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যতক্ষণ বাইরে এসে তাকে কিছু না দিতেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকত। অনেক সময় সে পয়সা নির্ধারণ করে বলতো, এত টাকা নিব। যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর চেয়ে কম দিতেন সে নিত না। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে, অতিথিরা তার উদ্দিষ্ট অংক তাকে দিয়ে দিত যেন সে চলে যায়। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি তার মুখ থেকে যদি এমন কোন কথা বের হতো যে এত টাকা নিব তাহলে যতক্ষণ সেটি পুরো না হত সে নড়তো না। হুযূর (আ.) অসুস্থ থাকলে সে ততক্ষণ যেত না যতক্ষণ হুযূর সুস্থ হয়ে বাইরে না আসতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, মানুষের 'খারগাদা' হওয়া অর্থাৎ খর-ফকির হওয়া আর চাওয়া অব্যহত রাখা। আল্লাহ্‌র দরবারে ধরনা দিয়ে বসে থাকা আর বিচ্যুত না হওয়া যতক্ষণ খোদার কর্ম এটি প্রমাণ না করে যে, এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয়। এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয় মর্মে আল্লাহ্ তা'লার কর্ম কয়েকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক মহিলা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকে, আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এটি বোঝা যায়, মেয়ে হতে যাচ্ছে নাকি ছেলে আর শেষ সময় এসে এটি পরিষ্কারভাবে বুঝায় যায়, ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। তখন একথা বলা যে, ছেলেই হোক, এটি খোদার কর্মের পরিপন্থী আচরণ, এটিতো জন্মের একান্ত পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ গর্ভকালের একেবারে শেষ সময়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যেন পরবর্তীগর্ভধারণেছেলে সন্তান দান করেন এই মর্মে দোয়া গৃহীত হতে পারে।

অথবা কখনও যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর এরপরও মানুষ এর বিপরীতদোয়া করতে থাকা ভ্রান্ত রীতি, এটি শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। কিন্তু এখানে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কখনো তদবীর বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। অবিচলতার সাথে চেষ্টা এবং দোয়া করে যাওয়া খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে, তাই চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে দোয়া একান্ত আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, দোয়ার সাথে চেষ্টা-

প্রচেষ্টা না করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি। **এমন ব্যক্তির দোয়া তার মুখে ছুড়ে মারা হয় যে কেবল দোয়া করে কিন্তু কোন চেষ্টা করে না।** যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়াকে এক সাথে না রাখে তার দোয়া গৃহীত হয় না, কেননা দোয়ার সাথে চেষ্টা না করা খোদার আইন লঙ্ঘন করা এবং তাঁকে পরীক্ষা করার নামান্তর।বান্দা আল্লাহ্‌র পরীক্ষা নিবে এটি খোদার মহিমা পরিপন্থী একটি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবিচলতার সাথে এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করে সকল বাহ্যিক উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি একজন শহীদের জানাযা। তিনি হলেন মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব, পিতার নাম জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, তিনি শেখুপুরা জেলার কোট আব্দুল মালেক-এর অধিবাসী। গত ১লা মার্চ ২০১৬ তারিখে দুপুর প্রায় দেড়টার দিকে তাঁর ঘরের বাইরে ছুরিকাঘাত করে বিরোধিরা তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন। ঘটনার দিন শহীদ মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব ঘরের সাথে সন্নিবেশিত দোকান বন্ধ করে বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে আনার জন্য থেকে বের হতেই, দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার ওপর আক্রমন করে এবং তাকে টেনে-হিচড়ে গলিতে নিয়ে যায়, এক ব্যক্তি কামরুয্ যিয়া সাহেবকে চেপে ধরে আর দ্বিতীয় জন ছুরি দ্বারা তার ওপর ছুরিকাঘাত করতে আরম্ভ করে। কামরুয্ যিয়া সাহেব আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন কিন্তু তার বুক, কাঁধ, হৃৎপিণ্ড এবং ঘারে আঘাত লাগে, একজনআততায়ী পিছন থেকে ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করে আর ছুরি সেই অবস্থায় রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তার বড় দাদা জনাব দৌলত খান সাহেবের মাধ্যমে আসে যিনি গুরুদাসপুর জেলার অলক বেরী থেকে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর রাবওয়ার বেহেশতী মক্বেরায় তিনি সমাহিত হন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব ফাতেহ মোহাম্মদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জন্মগত আহমদী ছিলেন, তিনিও রাবওয়ার বেহেশতী মক্বেরায় সমাহিত রয়েছেন। দেশ বিভাগের পর এই পরিবার হিজরত করে শিয়ালকোটের কালী ক্যানাগরেতে বসতি স্থাপন করে। শহীদ মরহুম সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৫ সনে কোট আব্দুল মালেকে স্থানান্তরিত হন।

শহীদ মরহুম বিকম পর্যন্ত পড়ালিখা করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন চাকুরী করেন, তারপর ঘরের সাথে একটি দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন আর ফটোকপি এবং মোবাইল ফোনের দোকান দেন। ২০০৪ সনে তিনি বিয়ে করেন। বহু গুণের আধার ছিলেন, নেক, ঈমানদার, উত্তম চরিত্র, পবিত্র স্বভাব, মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ এবং সৎসাহসী যুবক ছিলেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। জামাতের কাজেও সবসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পলন করেছেন, সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। শহীদের ভাই মাযহার আলী সাহেব বলেন, মোটের ওপর নামায, বিশেষ করে জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন। রীতিমত তাকে জুমুআ পড়তে দেখে অন্যান্য অ-আহমদী দোকানদারও জুমুআর দিন তাদের দোকান বন্ধ করে জুমুআর জন্য যেতো এবং বলতো, যদি এক মির্যায়ী জুমুআর সময় দোকান বন্ধ করে যেতে পারে তাহলে আমাদেরও যাওয়া উচিত। এ কারণেও তিনি কোন সময় জুমুআর নামায পরিত্যাগ করতেন না যে, আমার কারণে অ-আহমদীরাও জুমুআ পড়তে যায়।

তার স্ত্রী বলেন, গত মাস থেকে শহীদ মরহুমের আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, আর পূর্বের চেয়ে অধিক আমার যত্ন নিতে আরম্ভ করেন, কোন রূঢ়কথায়ও রাগ করতেন না। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন আর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদের পদে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জামাতী পদে তিনি কাজ করেছেন এবং জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। সকল জামাতী কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তিনি জামাতের কারণে অনেক দিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। এ সম্পর্কে পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদনও করা হয়েছে।

২০১২ সনের ১৪ই আগষ্ট প্রায় পাঁচশ' মানুষের একটি মিছিল পুলিশের নেতৃত্বে কামরুয্ যিয়া সাহেবের ঘরের বাহিরে সমবেত হয়, বিরোধীদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করে একজন পুলিশ তার দোকানের কাউন্টারে উঠে ছবি নামাতে আরম্ভ করে আর দোকানের সাটারে লেখা **'ওয়াল্লাহু খায়রুর্ রাযেকীন'** এবং কলেমা তাইয়্যেবার ওপর আলকাতরা লেপন করে। পরে দোকানের দেয়ালে ঝুলন্ত **'আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহ্'** এবং **'মাশাআল্লাহ্'**র বোর্ড হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঘরের বাইরের নেইমপ্লেট থেকে, যেখানে কামরুয্ যিয়া সাহেবের পিতার নাম মোহাম্মদ আলী লেখা ছিল, মোহাম্মদ অংশটি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এই হলো এদের অবস্থা। এটি দেখে ইন্না লিল্লাহ্ পড়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

একইভাবে ২০১৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী ৪০/৫০ জন মৌলভীর একটি মিছিল কামরুয্ যিয়া সাহেবকে জোর করে দোকান থেকে বের করে সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত করা ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবির অবমাননা এবং অসম্মান করে আর নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে থাকে, তখন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কামরুয্ যিয়া সাহেবকে থানায় নিয়ে যায় কিন্তু পরে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়েই বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়। এই হলো বিরোধিতাপূর্ণ চিত্র এবং অবস্থা। তাকে সব সময়ই হুমকি দেয়া হতো, আর এ কারণে তার বহিঃর্বিশ্বে চলে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন।

শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'ভাই এবং দু'বোন ছাড়াও পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, স্ত্রী রুবী কুমর সাহেবা ছাড়াও তিনজন সন্তান হুযায়ফা আহমদ,আমাতুল মতিন এবং আরেক কন্যা আমাতুল হাদী রেখে গেছেন যাদের বয়স যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৪ বছর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই শহীদ ভাইয়ের মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে তার মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করা অব্যাহত রাখুন এবং জান্নাতের নিয়ামতে তাদেরকে ভূষিত করুন আর তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে স্থান দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে
অনুদিত

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৪৯)

যীশুর পুনরাগমনের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতার সাক্ষ্য–প্রমাণ এবং পর্যালোচনা

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ "ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না আওর কিসিকা ওয়াক্ত। ম্যায় না আতা তো কোই আওর হি আয়া হোতা।"

অর্থঃ সময়কাল ছিল মসীহের আগমনের সময়, অন্য কারো সময় নয়। যদি আমি না আসতাম, তাহলে অন্য কোন দাবীকারক অবশ্যই আসতো।" (দুররে সমীন)।

তিনি বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আমি খোদার তরফ হতে প্রেরিত। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ কোন মাহদী আসবেন না যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত দ্বারা জগতে অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটাবেন, আর তবুও তিনি খোদার তরফ হতে প্রেরিত বলে সাব্যস্ত হবেন। তেমনিভাবে এরূপ কোন মসীহ্ও আসবেন না যিনি কোন এক সময় আকাশ হতে (স্ব-শরীরে) অবতীর্ণ হবেন। এতদুভয় সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান। এসব কিছুই আক্ষেপপূর্ণ দুরাশা; যা এই জমানার লোকদেরকে কবর–গহ্বরে নিয়ে যাবে। কোন মসীহ (আকাশ হতে) অবতীর্ণ হবেন না। কোন রক্তপাতকারী মাহ্দীও আসবেন না। যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। সেই ব্যক্তি আমিই, যার দ্বারা খোদার ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। যে আমাকে গ্রহণ করে না, সে খোদাতাআলার সাথে যুদ্ধ করে এজন্য যে, তিনি কেন এরূপ করলেন" (তবগীগে রেসালাত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭-৭৮)।

বাইবেলের মথিঃ ২৪ অধ্যায় এবং লুকঃ ২১ অধ্যায় অবলম্বনে মিলিনিয়াম গবেষকগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং জোরালো বক্তব্যসহ এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করেছেন যে ঊনিশ শতকে যীশুর পুনরাগমন অবশ্যাম্ভাবী। এই সকল রেফারেন্স ছাড়াও বাইবেলের আরো কিছু তথ্যের আলোকে বিষয়টি নিচে উল্লেখ করা হলো।

ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে নীতিগত দুইটি প্রধান বিষয়ঃ

এই আলোচনার পূর্বে দুটি নীতিগত বিষয়ে সর্বাগ্রে স্পষ্টীকরনের প্রয়োজন রয়েছেঃ

* পরিণত বয়সে যীশু–খৃষ্টের মৃত্যুর সাক্ষ্য–প্রমাণগুলো অস্বীকার করার সমর্থনে এবং এগুলোর প্রেক্ষিতে পাল্টা যুক্তি-প্রমাণ অথবা অদ্যাবধি যীশুর স্বশরীরে আকাশে জীবিত থাকার সমর্থনে জ্ঞান–বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তবতা-পূর্ণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার সৎ সাহস কেউই দেখাতে পারে নাই।

* সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে অধিকাংশ বর্ণনাগুলোতে রূপক বা আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, শুধু ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে নয়, বরং প্রত্যেক ভাষাতেই প্রধানতঃ দু' রকম বর্ণনা–রীতি রয়েছে– (ক) সরাসরি এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা-রীতি ('মুহকাম') এবং (খ) কোন কোন শব্দ এবং বাক্য বা বাক্যাংশ রূপক এবং আলঙ্কারিক অর্থে (মুতাশাবিহ) ব্যবহৃত হয় যেগুলোর ব্যাখ্যা সাপেক্ষে প্রকৃত তাৎপর্য জ্ঞানী-গুণীজন বুঝতে পারেন।

রূপক বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত ঃ

এই ধরনের বিষয়ে বাহ্যদর্শী, স্বল্প–জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিকতা-শূণ্য পণ্ডিত-নামধারীগণ প্রায়শই রূপকের পরিবর্তে শুধু শাব্দিক অর্থে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উপরই গুরুত্বারোপ করে থাকে। যার ফলে বাস্তবতা-বিবর্জিত কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনী-মূলক ধ্যান-ধারণা-পূর্ণ বিশ্বাস এই ধরনের পন্ডিত-নামধারীদের দ্বারা প্রচারিত হয়ে থাকে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য ঐশী-প্রতিশ্রুত সতর্ককারী যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যথোপযুক্ত মোকাম–মর্যাদা এবং উপাধী দ্বারা আখ্যায়িত হয়ে। বর্তমান যুগের জন্য সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ অবশ্যই আবির্ভূত হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ রূপক–বর্ণনা বনাম শাব্দিক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দাবী সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্তের কথা যীশু–খৃষ্ট নিজেই উল্লেখ করেছেন। ইহুদী পন্ডিতগণের পক্ষে যীশুর দাবী না মানার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিল যে, যীশুর আগমনের পূর্ব–সূরী হিসেবে আকাশ থেকে স্বশরীরে 'এলিজা' বা 'এলীয়' নবীর (ইলিয়াস আ.) জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। এমনকি অদ্যাবধি একই কারণে তারা যেরুজালেমের 'Wailing Wall' বা ক্রন্দন-প্রাচীরে কান্নাকাটি করেই চলেছে এই আশায় যে আকাশ থেকে স্বশরীরে এলিজা নবী অবতরণ করবেন এবং রাজ-মুকুট পরিহিত 'মসীহ' বা যীশুর শুভাগমনের সুসংবাদ দিবেন।

ইহুদীদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে যথা সময়ে আগমনকারী যীশু–খৃষ্ট বলেছেন যে, এলীয় নবীর পুনরাগমনের বিষয়টি রূপকার্থে প্রযোজ্য অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে আকাশ থেকে এলীজার আবির্ভাব সংঘটিত হয় নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি রূপকভাবে এলিজার স্থলে যোহন অর্থাৎ John the Baptist (আরবীতে ইয়াহিয়া আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। (মালাকী ৪ঃ৫, যোহন ১ঃ২১-২৬,লুক ১ঃ১৭, মথি ১৬ঃ১৪ এবং ১৭ঃ১০-১৩ এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের দাবী ঃ

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের সহজ-সরল সমাধান

হলো (১) এলিজার পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যোহনের আগমনের মাধ্যমে এবং (২) অন্যদিকে পরিণত বয়সে যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং রূপকার্থে যীশুর সদৃশ ('মসিলে মসীহ') হিসেবে এই ধরা-পৃষ্ঠ থেকেই 'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এর আবির্ভাব হওয়া এবং তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও বাইবেল সহ অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বানীগুলোর পূর্ণতার সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করত: প্রকৃত সত্য অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। কারণ এই সত্য অনুধাবনের উপর ভিত্তি করেই আন্তধর্মীয় শান্তি-সম্প্রীতি এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। নীতিগতভাবে এটাই ঐশী পরিকল্পিত বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত। কলমের জিহাদ বা যুক্তি-জ্ঞান ও শান্তিবাদী চেষ্টা-প্রচেষ্টা সমূহ দ্বারা ধর্মের মূল শিক্ষাসহ এই বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী প্রচার করা বর্তমান সময়ের দাবী এবং সেটাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক এবং গ্রহণযোগ্য বটে। এতদ্ব্যতিত অন্যান্য খন্ডিত ব্যবস্থাপত্র অথবা জোর-যবরদস্তিমূলক যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ এবং হঠকারিতামূলক সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ দ্বারা সেই কাংঙ্খিত বিশ্ব-শান্তি বাস্তবায়িত হতে পারে না এবং হবেও না। অনাগত ভবিষ্যৎ একথার সাক্ষ্য বহন করবে।

তাই আবারও স্মর্তব্য যে, নিম্নোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্ব-প্রথম বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আগমন সম্পর্কিত ভ্রান্ত-ধারণাগুলো দূর করা অত্যাবশ্যক। সেজন্য আবার উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সকল ভাষায় রূপক এবং আলঙ্কারিক বর্ণনা দ্বারা যেভাবে খুবই অল্প কথায় সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে তার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনেও এরূপ বর্ণনা-রীতি 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট এবং শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত বিষয়াদি) এবং 'মুতাশাবিহ' (ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে রূপকার্থে শব্দ বা বাক্যাংশের অন্তর্নিহিত গ্রহণযোগ্য বিষয়াদি) -এই দুই রকম বর্ণনা-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (আলে ইমরান ৩ঃ৮)। তাই পবিত্র কুরআন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও রূপকাবৃত বর্ণনা অবশ্যই রয়েছে এবং সেগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সঠিক তাৎপর্য শুধুমাত্র স্বচ্ছ-হৃদয়-বিশিষ্ট বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বল্প জ্ঞান-বিশিষ্ট কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তথাকথিত নামধারী পন্ডিতদের পক্ষে বাহ্যিক অর্থ ছাড়া অন্য কোন গুঢ়ার্থ সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই কারণেই ইহুদী, খৃষ্টান এবং অধিকাংশ মুসলিম পন্ডিতগণ আক্ষরিক অর্থে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণের আকাশে গমন এবং আকাশ থেকে পুনরাগমন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েই চলেছে। যতদিন তাদের সু-বুদ্ধি এবং সু-চিন্তা-চেতনার উন্মেষ হবে না, ততদিন তারা নিষ্ফলভাবে আকাশের দিকে তাকাতেই থাকবে পুরাতন কোন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের ('মামুর মিনাল্লাহ্'-এর) স্বশরীরে পুনরাগমনের জন্য।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহুদীদের এলিয় নবীর পুনরাগমন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ না হয়ে রূপকভাবে ইয়াহিয়া বা যোহনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। তেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ.) বা যীশুর পুনরাগমন অথবা ঈশ্বরপুত্র হওয়ার বিষয়গুলি আক্ষরিক অর্থে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে এই ধরনের রূপকাবৃত কথাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করত: প্রকৃত তাৎপর্য এবং মর্ম্মার্থ অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য যে ধর্মীয় বিষয়ে রূপক-বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির কারণে বড় বড় সমস্যার সৃষ্টি যেমন অতীতে হয়েছে, আজও সেটা অব্যাহত রয়েছে। এই রূপক-বর্ণনা সংক্রান্ত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর না হওয়া পর্যন্ত আলোচ্য অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার প্রমানগুলোর সত্যতা সহজে মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে। যুগে যুগে স্বচ্ছ-হৃদয়-বিশিষ্ট বিশিষ্টজনেরা যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন।

অনুরূপভাবে এখনও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত: দিকে দিকে সত্যান্বেষীদের হৃদয়গুলো প্রতিশ্রুত যুগের প্রতিশ্রুত ঊনবিংশ শতকে মসীহ রূপে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করছেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত সত্য, প্রকৃত শান্তি-শৃংখলা এবং মানবতার জন্য কল্যাণময় বিশ্ব-সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। এই কারণে সেই প্রতিশ্রুত যুগ এবং সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা অত্যাবশ্যক।

পাঁচটি শিরোনামে যীশুর পুনরাগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পর্যালোচনা ঃ

যীশুর পুনরাগমনের রূপক-বর্ণনার বিষয়টি সম্পর্কে স্বয়ং তিনিও বলেছেনঃ " কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না যে পর্যন্ত না বলিবেঃ ধন্য তিনি যিনি প্রভূর নামে আসিতেছেন" (মথি ২৩ঃ৩৯)।

উপরোক্ত নীতিগত বিষয়টির আলোকে যীশুর পুনরাগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিভাবে যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে তা পর্যালোচনা করা হলো। সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বানীগুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারেঃ

১- যীশুর পুনরাগমনের সময়-কাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ - (Time of Advent)
২- যীশুর পুনরাগমনের কালের চিহ্ন-স্বরূপ বিশেষ ঘটনাবলী এবং সামাজিক অবস্থাবলীর সাক্ষ্য-প্রমাণ (Special Events and Circumstanes)
৩- আসমানী নিদর্শন-মূলক ভবিষ্যদ্বাণী (Heavenly Signs)
৪- প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার-মূলক কর্ম-কান্ডের ভবিষ্যদ্বাণী (Persecution By the Opponents) এবং
৫- প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আবির্ভাবের স্থান সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (Place of his Coming) ।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি শিরোনাম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য নিচে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, বাইবেলের মূল শিক্ষা নানা কারণে পরিবর্তন এবং প্রক্ষেপনের শিকার হয়েছে- তবুও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয়গুলো ঐশী সাহায্য এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আলংকারিক এবং রূপকের ভাষায় বর্ণিত হওয়ার কারণে এই ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ যথা-সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যমীন ও আসমানে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলী এবং বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা।

(চলবে)

বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় আমাদের করণীয়

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

হাদীসে রসূল করীম (সা.) বলেছেন 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'। মহানবী (সা.) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ আখ্যায়িত করেছেন। বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা যেমন আবশ্যক তেমনি আধ্যাত্মিকভাবেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি বাংলাদেশ জামাতের ৯২তম সালানা জলসা উপলক্ষে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম সৈয়দ সামশাদ আহমদ নাসের সাহেব বাংলাদেশের জলসা পরবর্তী রিভিউ মিটিংএ আমাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে বলেন, বাংলাদেশের জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে প্রশংসা করে বলেছেন যে, এত ছোট জায়গায় অতিরিক্ত এত লোক অতি কষ্ট করে থাকা-খাওয়া সত্যিই প্রশংসারযোগ্য। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিয়ে বলেন এ ব্যাপারে আরো কাজ করতে হবে।

এ তো হলো বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আর বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে আধ্যাত্মিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একই সূত্রে গাঁথা। বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে মু'মিনের জন্য আধ্যাত্মিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকাও জরুরী বিষয়। মুখে শতবার, হাজারবার বা লক্ষবার ইস্তেগফার বা দরূদ শরীফ পাঠ করা বা যিকর করা কোন কাজে আসবে না যদি অন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা না থাকে।

যেমন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন ঃ

'সর্বপ্রথম এ কথাকে স্মরণ রাখা উচিত, কেবল মুখে ভাল ভাল কথা বা কাজ কর্ম ভাল হওয়ার নাম পবিত্রতা নয়, বরং ইসলামের আসল বিষয় হলো অন্তরের পবিত্রতা। যে মানুষের অন্তর পবিত্র নয় সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র নয়। এক ব্যক্তি একেবারেই কোন পাপ করে না অথচ তার অন্তর পাপ ও মন্দে অনুপ্রাণিত হয় এবং পাপের বর্ণনায় সে স্বাদ অনুভব করে থাকে তখন তাকে পুণ্যবান বা পবিত্র বলা যেতে পারে না যতক্ষণ তার প্রাণেও এটা বিদ্যমান না থাকে যে, পাপে লিপ্ত হয়োনা। এমনিভাবে কোন কোন লোক এমন হয়ে থাকে, তার ক্রোধ সৃষ্টি হলেও; অভ্যাসের দাসত্বে গালি দেয় না। অথচ সে ব্যক্তি মনে মনে বলে 'অমুক ব্যক্তি বড়ই বদমায়েশ ও খারাপ লোক'। এমনসব লোকদের প্রসঙ্গে আমরা বলবো না, সে পবিত্র নয় বরং এটা বলবো, সে তার নোংরামিকে ঢেকে বসে আছে।

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্রতা হলো অন্তরে। কর্ম ও মুখ তো হাতিয়ার এবং মাধ্যম। এর মাধ্যমে পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'অন্তরের যে অবস্থা হয় তা তার হিসাবের অধীনে হয়ে থাকে, হয় তোমরা প্রাণের অবস্থাকে লুকিয়ে রাখো অথবা প্রকাশিত করো' (সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)। এ কারণে খোদা তা'লা কী আশ্চর্য বর্ণনাই না দিয়েছেন! মুখ ও কর্ম তো অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করে থাকে। আসল হলো, প্রাণের অবস্থা। খোদা তা'লা এরই বিচার করবেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করো বা গোপন করো অর্থাৎ তোমরা নোংরা কর্ম করো বা মুখ থেকে নোংরা কথা প্রকাশ না করো কিন্তু তোমাদের প্রাণে নোংরা থাকলে তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'সর্বপ্রকার সৎকর্ম করো কিন্তু হৃদয়কে পবিত্র করো, কেননা, যার হৃদয়ে নোংরামি থাকবে তাকে গ্রেফতার করা হবে' (১৭ঃ৬৫) আসল পুণ্য হলো অন্তরের পবিত্রতা। (মিনাহাজুত্তালেবীন-সত্য সাধকদের রাজপথ, পৃঃ ৭৪-৭৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আতের ২য় শর্তে বলেনঃ 'মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হইবে না' ।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল হুযুরাতের ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, এরপর তারা কখনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, এরাই সত্যবাদী।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, আনসারুল্লাহ শব্দের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারলে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারী হওয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। এই শব্দের মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারলে তবেই নাহনু আনসারুল্লাহর গভীর মর্মার্থ অনুধাবন করে মানুষ এই ধ্বণী উচ্চকীত করে ঘোষণা করতে পারে। অতএব, 'হাওয়ারী' শব্দের অর্থ বুঝতে পরিধেয় পোশাকের অর্থ বুঝে নেবার আবশ্যকতা রয়েছে। হাওয়ারী শব্দের কয়েকটি অর্থ যেমন ঃ (১) পরিধেয় কাপড় ধূয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উজ্জলতা বাড়িয়ে দেয়। (২) যাকে ধৌত করা হবে তাকে সর্বপ্রকার মন্দ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা (৩) এমন ব্যক্তি যে, নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আর বিশ্বস্ত (৪) এমন ব্যক্তি যে নিজ মহলে বিশ্বস্ততায় ও ঈমানদারীতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতরূপে সাব্যস্ত (৫) সত্যবাদিতা, সততা ও বিশ্বস্ততায় নিয়মনিষ্ঠ ও খ্যাতিমান (৬) নবীর বিশ্বস্ত ও বাছাইকৃত সঙ্গী-সাথী। (৭) দৃঢ় ও পাক্কা সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষাকারী যা কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়।

অতএব এক ব্যক্তি যখন এইসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে তবেই সে প্রকৃত 'হাওয়ারী' আখ্যায়িত হবে আর তবেই সে নাহনু আনসারুল্লাহর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাহার্য্যকারীর হক আদায়কারী হবে। (মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ন্যাশনাল ইজতেমায় হুযূর আই. প্রদত্ত ভাষণ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, বায়তুল ফুতুহ)

একজন প্রকৃত মু'মিন কে সে সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আ.) বলেন

'অতএব হে আমার ভাই ! নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখো এ বিষয়টি পরিত্যাজ্য, নৈরাজ্যকর এবং আপাদমস্তক শিষ্টাচার বিবর্জিত। 'জান্নাত আমার কবরের নীচে অবস্থিত', তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই উক্তি পাঠ করনি? তিনি বলেছেন, মু'মিনের কবর হচ্ছে জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান। আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হও এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা আল ফজর, ২৮-৩১)।

'মু'মিনরা যে মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, সেখান থেকে সে বহিষ্কৃত হবে না, আর সেই সুখের আবাসে সে চিরকাল থাকবেন- এগুলো এ কথার সাক্ষ্য বহন করে' (হামামাতুল বুশরা বাংলা সংস্করণ, পৃঃ-৯৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০/০৯/২০১৩ইং তারিখে মহানবী হযরত রসূল করীম (সা.)-এর একটি হাদীসের আলোকেই এক ঘন্টার খুতবা প্রদান করেন। খোতবাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ এ কারণে যে, হুযূর (আই.) আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হাদীসটি দিয়ে আমাদের নসিহত করেছেন, এটি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। হাদীসটি এইঃ "মহানবী (সা.) একদিন হযরত মু'আয (রা.)-কে বললেন- ইয়া মু'আয ইন্নী মুহাদ্দেসুকা বেহাদীসীন ইন আনতা হাফেযতাহু নাফাআকা" অনুবাদঃ হে মু'আয আমি তোমাকে কিছু কথা বলছি, যদি তুমি তা স্মরণ রাখ তাহলে তা তোমাকে লাভবান করবে। আর যদি তুমি তা ভুলে যাও তাহলে তুমি আল্লাহ্ তা'লার ফযল অর্জন করতে পারবেনা। আর তোমার কাছে নাজাত লাভ করার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য কোন দলিল অবশিষ্ট থাকবেনা। তিনি (সা.) বলেন, হে মু'আয! আল্লাহ্ তা'লা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সাতজন দারোয়ান ফিরিশতা সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ রূহানী (আধ্যাত্মিক) উচ্চতায় পৌঁছানোর সাতটি স্তর রয়েছে এবং সে অনুযায়ী মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে। ফিরিশতাদের দায়িত্ব তারা নিজ নিজ জায়গায় থাকবে এবং শুধুমাত্র সেসকল আমলকারী লোককে সে দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে দিবে যাদের অতিক্রম করার অনুমতি লাভ হবে। সংক্ষেপে নিম্নে মানুষের মধ্যে যে দোষত্রুটি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ

১। গীবতকারী-যে সর্বদা মানুষের গীবত বা পরনিন্দা,পরচর্চা করে বেড়ায় সে প্রথম দরজাতে বাধা প্রাপ্ত হবে। সে দরজা অতিক্রম করতে পারবেনা।

২। গর্বকারী- যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজের নেকীর কথা বলে বেড়াতো। সে ব্যক্তি ২য় দরজা অতিক্রম করতে পারবেনা।

৩। অহংকার - ইযরিবু বে হাযাল আমলে ওয়াজহা সাহেবিহী 'এই আমলসমূহ যার, এগুলোকে তার মুখের উপর ছুড়ে মার। সে বড় অহংকারী, সে অন্যদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে গ্রহণীয় নয়। সে দরজা অতিক্রম করতে পারবেনা।

৪। স্বার্থপরতা - 'কাওকাবুন দুররিউন' অর্থাৎ উজ্জল তারার মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু এ লোক যখনই কনো কাজ করতো স্বার্থপরতাকে তার একটা অংশ বানিয়ে নিত। তার আমল আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়।

৫। হিংসাপরায়ণ- 'ফা আল্লাহুল উরুসুল মাযফুফাতু ইলা বা'লিহা' অর্থাৎ তা এক অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত নববধুর ন্যায় সুগন্ধ ছড়ায় কিন্তু সে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখতো বা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে দেখতো সে তাকে হিংসা করতো। এটিও আল্লাহতা'লার নিকট গ্রহণীয় নয়।

৬। যে ব্যক্তি কারও ওপর রহম করতো না বে রহম'- ইন্নাহু কানা লা ইয়ারহামু ইনসানান মিন ইবাদিল্লাহ' অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের কারো ওপর রহম করতো না অথচ এ লোকের আমলসমূহের মধ্যে রোযাও ছিল, নামাযও ছিল,যাকাতও ছিল, হজ্জ এবং ওমরাহও ছিল শুধু রহমকারী ছিলনা বলে তা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ছিল না।

৭। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমলকারী নয়- এ লোকের আমলসমূহের মধ্যে রোযাও ছিল, নামাযও ছিল,যাকাতও ছিল, হজ্জ এবং ওমরাহও ছিল,ফিকাহ এবং ইজতেহাদও ছিল অর্থাৎ চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং পরহেজগারী সবই ছিল। সে এ সকল আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেনি। সে ছিল 'ওয়া যিকরান ইনদাল উলামায়ে ওয়াসীয়্যাতান ফিল মাদায়েনে' তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে এক বড় বুযুর্গ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া তাই এটিও আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ছিল না।

মহানবী (সা.) বলেন আরেক ফিরিশতা এক বান্দার আমল নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগলো আর সাত আকাশের ফিরিশতারাই তাদের যেতে দিল। তার সে সকল আমলের ওপর কোন আপত্তি ছিল না। আকাশের দারোয়ান সবাই বললো, তার আমল সবই ঠিক আছে যেমন সে সকল আমলের মধ্যে যাকাতও ছিল, রোযাও ছিল, নামাযও ছিল, হজ্জও ছিল, ওমরাও ছিল, উত্তম চরিত্রও ছিল, যিকরে এলাহীও ছিল, সে অনেক পুণ্য করে থাকে। সে অত্যন্ত মোখলেস বান্দা। তার মাঝে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বললেন, 'আনতুম আলহা ফাযাতু আলা আমলে আবদী'। অর্থাৎ তোমাদের তো আমি আমলসমূহের সুরক্ষা এবং সেগুলোর বর্ণনা করার জন্য নির্ধারন করেছি। তোমরা শুধু মানুষের বাহ্যিক আমলের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিপিবদ্ধ করা। অতঃপর বলেন, 'ওয়া আনার রাকীবু আলা কালবে' অর্থাৎ আমি বান্দার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি দেই। সে বান্দা এসব আমল করার সময় আমার সন্তুষ্টি চায়নি বরং তার নিয়্যত ও উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল সে আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে খুশি করতে চেয়েছিল। 'ফাআলাইহে না'নাতীতা তার ওপর অভিশাপ তোমাদেরও অভিশাপ তার ওপর।

হযরত মুআয (রা.) যখন রাসূল করীম (সা.) এর এই ওসীয়্যত বা নসিহত শুনলেন তখন তার হৃদয় কেঁপে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! 'কাইফা লী বিননাজাতে ওয়াল খালাসে' অর্থাৎ হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! যদি আমলসমূহের এই অবস্থা হয় তাহলে আমরা কিভাবে নাজাত পেতে পারি? আর আমি আমার প্রভুর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে কিভাবে মুক্তি পাব?

তিনি বললেন, ইকতাদেহ বী' অর্থাৎ তুমি আমার সুন্নতের ওপর আমল কর আর এ বিশ্বাস রাখ খোদা তা'লার এক বান্দা যতই নেক আমল করতে থাকুক না কেন তার মাঝে কোন না কোন ত্রুটি থেকে যায়। এজন্য তুমি নিজ আমল সমূহের ওপর গর্ব করো না বরং এ বিশ্বাস পোষণ কর, আমাদের খোদা ও মাওলা তো এমন নয় যে, তিনি সে সকল ত্রুটি থাকা সত্বেও নিজ বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। 'ওয়া হাফিযু আলা লিসানিকা' আর নিজ জিহ্বাকে সংযত করো এবং তার দ্বারা কাউকে কষ্ট দিওনা। তা দিয়ে কোন

খারাপ কথা বলোনা। "ওয়া লা তুদখিল আমালাদ্ দুনিয়া বিল আমালা ওয়া আখিরাহ" আর যে সকল কাজ তোমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও পরকালের লাভের জন্য করে থাক তার মধ্যে পার্থিবতার সংমিশ্রণ করো না। "ওয়া লা তুমাযযেকীন নাসা ফা ইউমাযযিকুকা কিলাবুন নার" আর লোকদের মধ্যে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার ও তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করার চেষ্টা করো না। যদি তোমরা তা করো তাহলে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের কুকুর তোমাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করবে। "ওয়া লা তুরা বেআমালিকান নাসা" আর তোমাদের আমল লোক দেখানোর জন্য পৃথিবীতে প্রদর্শন করো না। যদি এমন করে থাক তাহলে আল্লাহ তা'লার ফযল তোমাদের ওপর আছে । হুযূর (আই.) বলেন, 'আমাদের আমল যেন এমন না হয় যা পার্থিবতার সংমিশ্রণের কারণে আমাদের আমল আমাদের মুখের ওপর ছুড়ে মারা হবে। আমাদের এ দোয়া করা উচিত আমরা যেন এ পৃথিবীতেও আল্লাহ্ তা'লার জান্নাত লাভকারী হই এবং নিজেদের সকল আমলকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী করার মাধ্যমে পরকালেও তাঁর অনুগ্রহ অর্জনকারী হই আর পরবর্তী জীবনেও যেন সেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা কেবল ও কেবলমাত্র নিজ ফযল দ্বারাই যেন আমাদের এ দোয়াসমূহ কবুল করেন।'

উপরোক্ত আলোচনায় আমাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, আমাদের অবস্থান কোথায়? বিবেকের সাথে একটু যাচাই করলেই আমাদের অবস্থা আমরা বুঝতে পারবো সেই অনুযায়ী আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন জরুরী তেমনি আমাদের অভ্যন্তরীন অবস্থাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যাবশ্যক আর তা করতে পারলে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হতে পারবো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে একে অন্যের প্রতি কু-ধারনা পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে, আমাদের বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে হৃদয়কেও সার্বক্ষণিক পরিষ্কার করার নিমিত্তে সর্বদা ইস্তেগফার, দরুদ পাঠ, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ বা যিকরে এলাহীতে রত থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নিজে সৎ হই অন্যকে সৎ হতে উৎসাহিত করি

মাহমুদ আহমদ সুমন

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে তাদের সবার মূল কাজ ছিল পথহারা মানুষকে সৎপথে আনা। তারপরও বেশির ভাগ মানুষ অসৎ পথকেই বেছে নিয়ে জীবন যাপন করে। আজ আমরা দেখতে পাই, যত প্রকারের অসৎকর্ম রয়েছে, সবই মানুষ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের কর্ম এতই জঘন্য হয়েছে যে, ভাবতেও ঘৃণা লাগে, আমরা মানুষ না-কি অন্য কিছু। আজ আমরা যত প্রকারের অসৎকাজ আছে, সবই করছি। কাউকে হত্যা করতেও পিছপা হচ্ছি না, এমনকি নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করতেও হৃদয় কাপে না, যখন যা মন চায় তা করছি।

আসলে মূল কথা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা আমরা আজ ভুলে গেছি। আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগি না করে ছুটছি শয়তানের পিছনে। আমাদের কর্মময় জীবনের বেশির ভাগই চলছে অসৎভাবে, যার ফলে আজ আমাদের দুঃখ-কষ্ট পিছু ছাড়ছে না। সমগ্র বিশ্ব যেন আজ অবক্ষয়ের অতল গহবরে নিমজ্জিত। আমরা যদি সৎভাবে জীবন যাপনের চিন্তা-ভাবনা করতাম, তাহলে পৃথিবীতে এতো অশান্তি দেখা দিত না। আমরা যদি নিজেরা সৎভাবে চলি, আর অন্যদেরকেও সৎপথে চলার নির্দেশ দিতে থাকি, তাহলেই একটি আদর্শ সমাজ ও দেশ গড়তে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভালো উপদেশ ঠিকই দেন, কিন্তু নিজেই তা পালন করেন না। এমন যদি হয়, তাহলে সে উপদেশ কখনো কাজে আসবে না। তাই প্রথমেই আমাদের নিজেদেরকে সৎ ও পবিত্র-হৃদয়ের হতে হবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার, যারা -কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে আর এরাই সফলকাম হবে' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫)। তাই প্রথমে নিজে সৎ হব, তার পর অন্যকে সৎ হতে উৎসাহিত করব। চলার পথে প্রতিনিয়ত অনেক মন্দ বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে পরে। আমাদের উচিৎ, সেগুলোকে প্রতিহত করা। যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ তাহলে নিজ হাতে তা দূর কর, আর তা নিজ হাতে না পারলে নিজ

জিহ্বা দ্বারা একে মন্দ বলে নিষেধ কর, আর তাও যদি না পার, তাহলে মনে মনে একে ঘৃণা কর ও দোয়া কর আর এমন করাটা বিশ্বাসের দিক থেকে সর্ব নিম্নপর্যায়ের' (মুসলিম)।

আমরা যদি সৎকাজ করতে থাকি এবং অসৎকাজ থেকে লোকদের বারণ করি, তাহলে এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদ নদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি আর আল্লাহর কথার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হতে পারে? আর পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির ছিদ্র পরিমাণও অবিচার করা হবে না' (সূরা আন নেসা, আয়াত: ১২৩-১২৫)।

আমরা যদি সৎ হতে চাই তাহলে আমাদেরকে অহংকার থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা অহংকারের ফলেই মানুষ পাপে লিপ্ত হয় বেশি। আর আল্লাহ্ তা'লা কোন অহংকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবেন না। একটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন– "যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবে না। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! মানুষ চায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক, জুতা ভালো দেখাক আর তাকে দেখতে সুন্দর লাগুক। তিনি (সা.) বললেন, এটা অহংকার নয়। এরপর তিনি (সা.) আরো বললেন, আল্লাহ্ তা'লা পরমসুশ্রী, সুন্দর তিনি পছন্দ করেন, অর্থাৎ সৌন্দর্য তাঁর পছন্দ। অহংকার হলো প্রকৃতপক্ষে এটা যে, মানুষ সত্যকে অস্বীকার করতে শুরু করে, অন্যদেরকে নীচু জ্ঞান করে, তাদেরকে হীন দৃষ্টিতে দেখে আর তাদের সাথে মন্দ আচরণ করে" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "অহংকার অত্যন্ত ভয়াবহ রোগ। যে ব্যক্তির মাঝে এ রোগ সৃষ্টি হয় তার জন্য এটা আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আমি নিশ্চিত জানি যে, এই রোগ হত্যার চেয়েও গুরুতর। অহংকারী-ব্যক্তিই শয়তানের ভাই হয়ে যায় এজন্য যে, অহংকারই শয়তানকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছে। এ কারণে মু'মিনের জন্য এ শর্ত রয়েছে যে, তার মাঝে অহংকার যেন না থাকে বরং তার মাঝে কেন বিনয়, অক্ষমতা, আত্মসমর্পণ পাওয়া যায়। আর এটা খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের নিদর্শন হয়ে থাকে। তার মধ্যে উঁচু মানের আত্মসমর্পণ আর বিনয় বিরাজিত থাকে। আর এইসব চারিত্রিক গুণাবলী মহানবী (সা.)-এর মাঝে সর্বাধিক ছিল। তাঁর (সা.) এক সেবককে জিজ্ঞাসার করা হলো যে, তার সাথে তাঁর (সা.) আচার-আচরণ কেমন ছিল, উত্তরে সে বললো, অবস্থা এমনই ছিল যে, আমার চেয়ে তিনিই আমার অধিক সেবা করতেন (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম)"। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮, নব সংস্করণ)

তাই আমাদেরকে এমনভাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে যাতে আমাদের মাঝে কোন ধরণের অহংকারও না থাকে। শুধু অহংকার নয় বরং সব ধরণের পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। আমি যদি এমনটি করতে পারি তবেই আমি একজন সৎ মানুষ হিসেবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করব।

অনেকে মনে করেন, আমরা ইতোমধ্যে অনেক পাপ করে ফেলেছি, এখন কি খোদা তা'লা আমাদের ক্ষমা করবেন? যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারছেন, তাদের কোনো চিন্তা নেই, কারণ মহান আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল। তিনি বার বার ক্ষমা করেন। তবে আমাদেরকে নিজেদের ভুলকে উপলব্ধি করে মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তওবা করতে হবে। যেভাবে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 'তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তার কথা ভিন্ন। অতএব এরাই সেইসব লোক, যাদের মন্দ-কাজগুলো আল্লাহ উত্তম কাজে বদলে দিবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে, নিশ্চয় সে তওবা করার মাধ্যমে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে বিনত হয়' (সূরা আল ফোরকান, আয়াত: ৭১-৭২)।

তওবার অর্থ হল অনুশোচনা করা, অর্থাৎ অতিতের সমস্ত নৈতিক-ভ্রষ্টতার জন্য আন্তরিকভাবে সকল মন্দ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার স্থির-সংকল্পের সাথে অনুতাপ করা এবং সৎকর্ম করা এবং মানুষের প্রতি কৃত সর্বপ্রকার অন্যায়ের সংশোধন করা। ব্যক্তি-জীবনে এ হচ্ছে অতিতের প্রতি সম্পূর্ণভাবে পিঠ ফিরিয়ে পূর্ণ পরিবর্তন সাধন। আমরা যদি অতিতের সমস্ত গুনাহর জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই তাহলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আমরা শুধু নিজেরাই সৎপথে চলব না বরং পথহারা মানুষকেও সঠিক পথে আনার চেষ্টা করব। যেভাবে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ তা'লা তোমার মাধ্যমে কোনো একজন লোককে হেদায়েত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য মূল্যবান রক্তবর্ণের উট থেকেও উত্তম' (মুসলিম, কিতাবুল ফযায়েল)। ঐ সময় আরববাসীদের কাছে রক্তবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ ছিল, আর রাসূল করীম (সা.) সেই উটের সাথে এর তুলনা করেছেন। আমরা যদি সৎকাজে নিয়োজিত থাকি, তাহলে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং বিপদের সময় এটা আমাদেরকে শক্তি দান করবে।

আজকের জগতে চতুর্দিকে তাকালে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, নৈতিক অধঃপতনের এক চরম সীমায় আমরা বসবাস করছি। যে দিকেই তাকাই, শুধু মন্দ-কর্মই যেন ছেয়ে আছে। ঈমানের অবস্থাও তাই সর্বদা বিপদের মুখে। ঈমান এই আছে-এই নেই। আজ আমরা পার্থিব জগতের মোহে খোদার অসন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছি। তাই আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সা.) আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন, 'তোমরা সৎ কাজে লিপ্ত থাক'। ঈমানকে সংরক্ষণ করতে হলে সৎকাজ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমরা যদি সৎকাজ করি, তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র হেফাজতে থাকব আর আল্লাহর হেফাজতে থাকলে দুনিয়ার কোনো বিপদ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে সৎপথে চলার এবং সৎকাজ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

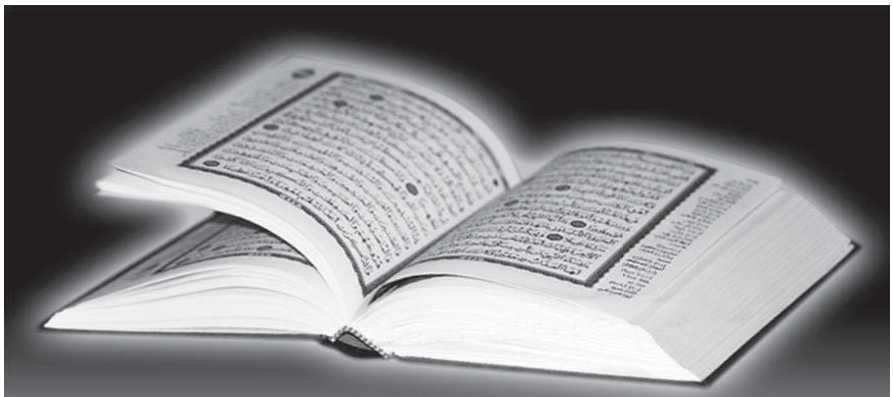

পবিত্র কুরআন ও দোয়া

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(৫ম ও শেষ কিস্তি)

নিজের বয়োজ্যেষ্ঠদের ও নিজের জন্য মাগফিরাত লাভ ও একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ দূর হওয়ার দোয়া ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ- 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সে সব ভাইকেও (ক্ষমা কর) যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল ও বার বার কৃপাকারী। (সূরা হাশর ঃ ১১)

আজ আমরা আমাদের সমাজের চার পাশে দেখি যে, বড়দেরকে সম্মান দেয়া হয়। সমাজ থেকে এই শিক্ষা উঠে যাচ্ছে। মুরুব্বী বা বয়স্কদের অনেকেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এমনটি করা ঠিক নয়। অনেকে আছে অন্যায় করে ঠিকই কিন্তু তা স্বীকার করতে বা মানতে চায় না। নিজেদের মাঝে বিদ্বেষ দূর করতে চায় না। অথবা কেউ কারো কাছে ছোট হতে চায় না। এমন কিছু সমাজে ঘটছে অহরহ, কিন্তু কেউ প্রতিকারের দিকে দৃষ্টি দেয় না। সামাজিক এই ব্যধি দূর করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শিখিয়েছেন। দোয়ার দ্বারা মন নরম হবে এবং ব্যধি দূর করতে সহজ হবে। আবার দেখা যায় যে, দোয়ার প্রতিও কোন কোন লোকের মনোযোগ থাকে না। বলে দোয়া করে কি হবে ইত্যাদি। ধর্মের প্রতি উদাসিনতার কারণে এমনটি হয়েছে। ছোট বেলা থেকে এ ব্যাপারে কোন তরবিয়ত না দেয়ার ফলে বড় হলে পরে এই অনীহা দেখা দেয়। মানুষ যদি জানতে পারতো দোয়া কত উপকারী বস্তু তাহলে ক্ষণিকের পরেও এর থেকে অর্থাৎ দোয়া করা থেকে পিছপা হতো না। দোয়া শিখা, দোয়া পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই জরুরী বিষয়। শক্তি বা ক্ষমতা দ্বারা যা করা সম্ভব নয়, দোয়া তা করতে পারে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিক অসচেতনতার কারণেই মানুষের মাঝে এই অবহেলা সৃষ্টি হয়েছে। অতি দ্রুত তা দূর করা দরকার। প্রতিটি ঘরে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দোয়ার প্রতি মনোযোগী করা আমার আপনার ও আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মাগফিরাত লাভের দোয়া ঃ

"রাব্বানা আতমিমলানা নুরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লে শায়ইন ক্বাদির"

অর্থ- 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আত্ তাহরীম ঃ ৯)

উল্লিখিত দোয়াটি একটি কার্যকরী দোয়া। প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের এই দোয়াটি পাঠ করা উচিত। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা ছাড়া মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করতে পারে না বা লাভ করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিকতা লাভ করতে হলে হৃদয়ের উৎকণ্ঠা ও অবিচলতার দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এই আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আন্তরিকভাবে তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হও। সত্যিকার তওবা বা ইস্তেগফার এর জন্য বিনয় হওয়া দরকার। হৃদয়ে ফুটন্ত পানির মত টগবগে ভাব সৃষ্টি হওয়ার দরকার। পানি যে ভাবে নিচের দিকে ধাবিত হয় তেমনি ভাবে মু'মিনকে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়া আবশ্যক।

মু'মিনগণ বেহেশ্‌তে পৌঁছার পরে মাগফেরাত কামনা করবে অর্থাৎ তাদের কমতি ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে। তারা অবিরত আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকবে অধিকতর পূর্ণতা ও ঐশী জ্যোতি লাভের জন্য। তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ থেকে উচ্চতর মোকাম পাড়ি দিতে থাকবে। প্রত্যেক উচ্চতার পর আরো উচ্চ দৃষ্টি হতে থাকবে। পূর্বতন অতিক্রান্ত উচ্চতাকে পরবর্তী উচ্চতার তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণতাকে ঢেকে ফেলার জন্য বেহেশতীগণ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবেন যাতে ত্রুটিহীন ঊর্ধ্বস্তর লাভ সম্ভব হয়। 'ইস্তেগফার'-এর আসল তাৎপর্য এটাই। অবশ্য এর শাব্দিক অর্থ "ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপমুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা"। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি বলেন, কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী, যেই ক্ষমা চাইবে তাকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে। ক্ষমা করা আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্য। আমরাই শতভাগ শত ভুল করার পরও আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি না। দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তাঁর মাগফিরাতের চাদরে ঢেকে রাখুন।

রোগ মুক্তির দোয়া ঃ

"আন্নি মাস সানিয়াস জুররু ওয়া আন্তা আর হামুর রাহিমীন" অর্থ: ভয়ানক যন্ত্রণা আমাকে কাতর করে ফেলেছে। আর তুমি

কৃপাকারীদের মাঝে সবচেয়ে বেশী কৃপাকারী। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৪) এই দোয়াটি হযরত আইউব (আ.) পাঠ করেছিলেনা তার (আ.) এর সারা শরীরে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছিল। রোগের তীব্রতা ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হযরত আইউব (আ.) পরম করণাময়, দয়াশীল প্রভু-প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.)-এর প্রার্থনা কবুল করে তার প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছিলেন। তাঁর কষ্ট দূর করেছিলেন। তিনি (আ.) আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দা ছিলেন এবং তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, যার ফলে তিনি তাঁর পরিবার এবং অনুসারীগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, যারা পরবর্তী সময়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর সাথে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল।

রোগ মুক্তির জন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও দোয়া শিখিয়েছেন। রোগীর সাথে দেখা করার সময় উক্ত দোয়াটি পড়তে হয়। দোয়াটি হলো, **"আযহিবিল বা'সা রাব্বান নাসি ওয়াশফি আন্তাশ শাফি লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআল লা ইউগাদিরু সাকামা"** অর্থাৎ- 'হে মানুষের প্রভু-প্রতিপালক! এই রোগকে দূর করে দাও। এবং আরোগ্য দান কর। তুমিইতো আরোগ্যদাতা। তোমার সকাশ ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। ঐ রকম আরোগ্য দান করো যেন অনু পরিমাণ রোগও না থাকে।

অসুখ-বিসুখ বা রোগ বালাই যাই হোক না কেন চিকিৎসার পাশাপাশি দোয়া করা জরুরী। দোয়ার দ্বারা হৃদয় শক্তি পায় ও আত্মা পবিত্র হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, "তারকুদ্ দোয়ায়ে মা'সিয়াতুন" অর্থাৎ দোয়াকে অস্বীকার করা বা অবহেলা করা গুনাহর কাজ। যে লোক মনে করে যে, আল্লাহ্ তো আমাদের অবস্থা জানেন, এজন্য তার নিকট দোয়া করা জরুরী নয়। এটা ভুল কথা বা রীতি। আমার যতই আশা থকুক না কেন তাঁর নিকট দোয়া বা প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য চেতে হবে। দোয়াকে খাটো করে দেখা উচিত নয়।

বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া ঃ

"লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাযযোয়ালিমিন" অর্থঃ তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি ছিলাম যালেমদের একজন। হযরত ইউনুস (আ.) এই দোয়াটি পড়েছিলেন ঘটনাটি হলো, সমুদ্রে তাঁকে প্রথমে মাছ গিলে ফেললো এবং পরে জীবিতই উগলে দিল। এ অন্ধকারে তাঁর হৃদয় থেকে এ দোয়া বেরিয়েছিল। বিপদে আল্লাহ্ তা'লা যে মানুষকে সাহায্য করেন হযরত ইউনুস (আ.) হলেন তার দৃষ্টান্ত। যত বড় ধরণের বিপদের সম্মুক্ষিণ হই না কেন আমরা যদি দোয়া করি তবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা শুনবেন এবং বিপদমুক্ত করবেন। বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। বিপদ দেখা দিলে সাহসের সাথে মোকাবেলা করা উচিত।

শয়তানী প্ররোচনা থেকে বাঁচার দোয়া ঃ

"রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতিন" অর্থ- 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমি শয়তানের সব কুপ্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই (সূরা মু'মেনুন ঃ ৯৮) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগে শত্রুদের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য তিনি (সা.) এই দোয়া করতেন। 'শয়তানদের' শব্দ নবী করীম (সা.) এর শত্রুদের সর্দারদেরকে বুঝায় এবং 'কু-প্ররোচনা' দ্বারা মিথ্যা রটনা ও মানহানি এবং জঘন্য কারসাজি ও প্রচার কার্য বুঝায় যার মাধ্যমে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করতো।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং জুমুআর খুতবার এক অংশে হুযূর (আই.) বলেন, "যে খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয় সে শয়তান হয়। যেখানেই খোদাকে ছেড়ে দেয় বা খোদাকে ভুলে বসে, উদাসীন হয়ে যায় সেখানেই শয়তানের আক্রমণে সে শয়তান হয়ে যায়, তিনি বলেন, এজন্য মানুষের ইস্তেগফারে রত থাকা উচিত। এই বিষ ও সেই জোশ সৃষ্টি হয় না যা মানুষকে ধ্বংস করে। এর চিকিৎসা হলো ইস্তেগফার। ইস্তেগফার কারো যেন সেই বিষ শয়তানের কোলে ঢেলে দেয়। মানুষকে এজন্য দোয়া করা উচিত বাঁচার জন্য। অবিচলতা হলো শর্ত, আর এই ঈমান যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সকল রাস্তা বন্ধ করে মানুষ সকল দরজা বন্ধ করে যদি আল্লাহ্‌র সামনে ঝুঁকে বা বিনীত হয় তবেই সে অবস্থা সৃষ্টি হয় যার ফলে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যার ফলে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে যেতে হয়, শয়তান কিন্তু সব সময় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন, এই আগ্রহ, এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করা আবশ্যক। শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ইস্তেগফার একান্ত আবশ্যক। ইস্তেগফারের ফলে শয়তান হতে দূরে সরে গিয়ে খোদার কোলে বা আশ্রয়ে গিয়ে দোয়া করবে উন্নতির জন্য খোদার নৈকট্য লাভের জন্য সে দোয়া করবে। এই অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তবেই খোদা তা'লা কবুল করবেন। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা রা'দের ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "মনে রেখো! আল্লাহকে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।"

অতএব দোয়া বা প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি। যত বেশি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবো ততোই আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হবে। প্রতিদিন পাঁচ বারের নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর নামাযেই আল্লাহ্ তা'লা বান্দার অধিকতর নিকটবর্তী হন। অজস্র দোয়া কুরআন মজীদে আছে যা সবগুলো তুলে ধরা সম্ভব নয়। যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বই পুস্তকেও অনেক দোয়া পাবেন সেগুলো আমরা যেন নিয়মিত পাঠ করি। হাদীসের মধ্যে অনেক দোয়া আছে যা উঠতে বসতে আমরা পাঠ করতে পারি। আহমদী জামাতের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট বিশেষ অনুরোধ আমরা যেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর জন্য দোয়া করি। দোয়ার দ্বারা তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে তুলি। দোয়ার প্রতি সকলের মনোযোগ নিবদ্ধ হোক এটাই অধমের দৃঢ় প্রত্যাশা। তাহলেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফলতা পাবে। আল্লাহ্ করুন তাই যেন হয়।

"দোয়া করি দোয়া চাই
দোয়ার তুল্য কিছুই নাই
ভুল হলে ক্ষমা চাই
খোদা তা'লার বিধান তাই।"
(আমীন, সুম্মা আমীন)

বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা যাদের বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২ ৭২৪৭৬৯

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১২তম কিস্তি)

১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ মহতী জলসায় আমীরুল মু'মিনীন আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্ব নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ঢাকায় আসার আশা ছিল। তাই তাঁর চরণধূলিতে বাংলার মাটি ধন্য হওয়ার সম্ভাব্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ফলে বাঙালি আহমদীদের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রাদেশিক সালানা জলসা

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১১, ১২ ও ১৩ ফাল্গুন শুক্র, শনি ও রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বার্ষিক সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোড ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে (ইনশাআল্লাহ্)।

কেন্দ্র হতে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, সম্পাদক আল্ ফোরকান এবং ভূতপূর্ব মুসলিম প্রচারক মধ্যপ্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন, মওলানা মোবারক আহমদ, ভূতপূর্ব প্রধান মুসলিম প্রচারক পূর্ব আফ্রিকা এবং সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত জলসায় বিশ্ব আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (আই.) সাহেবের শুভাগমনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সকল ধর্ম পিপাসু ভাই-বন্ধুদেরকে আমাদের জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে। এই জলসা চলাকালীন সময়ে প্রাদেশিক মজলিস-ই-শূরার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। উক্ত শূরায় কোন আলোচনা যোগ্য বিষয় থাকলে তা- সেক্রেটারী মজলিস এ শূরা।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১
এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে (পাক্ষিক আহমদী, ৩১ জানুয়ারী ১৯৬৭)।

কিন্তু বাংলার মাটির আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত খলীফার পদচারণ লাভের সৌভাগ্য হয়নি। এদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট খোদার মনোনীত ঐশী নেতাকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বার আন্দোলনের প্রবাহে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আসা সম্ভব হয়নি। জলসার প্রাক্কালে হুযূর সালেস (রাহে.) ব্যতীত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং মওলানা মোবারক আহমদ সাহেবের ঢাকায় শুভাগমন হয়। তাদের উপস্থিতিতে জলসার কর্মসূচি আনন্দ মুখরীত হয়ে উঠে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ***উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন,*** আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এক বছর পর আবার আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। এই সভায় একদিকে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্রাতাগণ এসেছেন তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান হতেও সম্মানিত বুযূর্গান এসেছেন।

আমাদের একত্রে মিলন কোন ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের অথবা আমোদ প্রমোদের কাজ নয়। এই সভার আয়োজন আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের মহিমা প্রকাশের জন্য। ইসলামের সেবা আহমদীয়া জামাতের প্রিয় লক্ষ্য। কারণ ইসলামের মধ্যেই ব্যক্তি, জাতি ও জগতের মুক্তি।

চলতি শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক জর্জ বার্ণাড শ বলেছেন ঃ

অর্থাৎ "মধ্য যুগের খ্রীষ্টান পন্ডিতগণ অজ্ঞানতা অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামকে জঘন্যরূপে প্রচার করত। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা হত যাতে তারা মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করে। তাদের মতে মোহাম্মদ (সা.) খ্রীষ্টের আদি ছিলেন। আমি তাঁর জীবনী পাঠ করে দেখেছি, তিনি আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি খ্রীষ্টের আদি ত দূরের কথা, তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা বলা উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি বর্তমান কালে একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তা হলে তিনি

বর্তমান সমস্যাগুলির এরূপ সমাধান করতে সক্ষম হবেন যে, পৃথিবী শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন ইউরোপ ইসলামের শিক্ষাকে বুঝতেছে এবং আগামী শতাব্দীতে ইউরোপ নিজ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য এই ধর্মের ব্যবস্থাকে আরও বিশেষভাবে গ্রহণ করবে। এই ভাবার্থে আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে তোমরা গ্রহণ করো। আজকাল আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং একে ইউরোপ ইসলামী দেশে পরিণত হওয়ার সূচনা বলা যেতে পারে।"

দুশমনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল যে, তা তরবারির দ্বারা জয়যুক্ত হয়েছিল। তার উত্তরে এই যুগে আল্লাহ্ কলমের দ্বারা ইসলামের বিজয় দেখিয়েছেন। ইসলাম অচিরে বিশ্বে সকল মত ও পথকে ছেয়ে ফেলবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা রচনায় যে বিধানকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা-ই অচিরেই মূল বিধানে পরিণত হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণী–

"The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner, (Math 21: 42)"

অর্থাৎ যে প্রস্তরকে নির্মাতাগণ পরিত্যাগ করেছিল, তা-ই গৃহের ভিত্তি প্রস্তর হয়েছে।

অচিরেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। কাবা কেন্দ্রিক ধর্মই জগতের একমাত্র ধর্ম হবে। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কার্যক্রম রয়েছে তা পালনের দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। আমাদেরকে কথা ও কাজে খাঁটি মুসলমান হতে হবে এবং নিজেদের আদর্শ দিয়ে জগতে ইসলামের প্রচার করতে হবে। জড়বাদী মানব পার্থিব সভ্যতার যে সুঠাম, সুন্দর জড়দেহ রচনা করতে সচেষ্ট, আহমদীয়া জামাতের ও সব মুসলমানদের অংশে সেই দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কাজ উঠেছে। প্রাণহীন দেহ ধ্বংসশীল ও ধ্বংসকারী। বর্তমান সভ্যতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের মানবমন্ডলীকে নিয়ে অখন্ড মানব সমাজ গঠন খ্রীষ্ট-ধর্মের কাজ নয়, এটা কমিউনিজমের কাজ নয়, এটা ইসলামের কাজ। অতএব আসুন আমরা মানবতাকে রক্ষা করার জন্য এবং সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে বাঁচাবার জন্য জগৎবাসীকে ইসলামের অভিষেক দিতে ত্বরা করি।

গত বছর আমাদের প্রিয় নেতা হযরত আমিরুল মু'মিনীন (আই.) জামাতের সম্মুখে একটি বিশেষ কার্য তালিকা পেশ করেছেন। (১) ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ সকল আহমদী কুরআন পড়বে, বুঝবে, এবং কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করবে। (২) এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য ও তদনুযায়ী জামাতের তরবিয়ত করতে ৫০০০ অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যেক বছরে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ওয়াকফ করবে, যারা আপন খরচে এই খেদমত করবে এবং (৩) কোন আহমদী যেন অনাহারী না থাকে প্রত্যেক জামাত তার ব্যবস্থা করবে।

আমরা এই ত্রিবিধ কাজ গত বছর আরম্ভ করেছি। আমাদেরকে এই কাজ জোরদারভাবে করতে হবে। কারণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দ্বারাই ইসলামের বিশ্ববিজয় হবে এবং অনাহার দূর করার দ্বারাই সমাজে ও জগতে শান্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আসুন আমরা সকলে সংকল্প গ্রহণ করি, আল্লাহ্‌র আদেশে আমাদের জীবন ও বিশ্ব-জগৎ গঠন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পথ প্রদর্শক এবং সহায় হোন। সকল প্রশংসা তাঁরই। (পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রুয়ারি-১৯৬৭)।

জলসা সম্মানিত অতিথিদের পদচারণে সরগরম হয়ে উঠে। বিভিন্ন অধিবেশনে তাদের সভাপতির আসন গ্রহণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভাষণ দানে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়। জলসার শেষ দিন ২৬ ফেব্রুয়ারী সমাপনী অধিবেশনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সভাপতির আসন গ্রহণে ও ভাষণ দানে সকলে আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। তিনি 'হাসতীয়ে বারিতা'লা' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের ওপর এক অমূল্য ভাষণ দান করেন।

ঢাকায় জলসার অনুষ্ঠানের সাথে প্রাদেশিক জামাতের মজলিসে শূরার অধিবেশন হয়। শূরার অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করতে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তখন অনুষ্ঠিত জলসার ওপর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল।

সমাচার

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা [বার্ষিক সম্মেলন] অতি সফলতার সাথে গত ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদেশের ১৭ টি জেলা হতে আহমদীয়া জামাতের সদস্যবর্গ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান হতে প্যালেষ্টাইনের আল বুশরা পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও মধ্য প্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলিম মিশনারী মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব এবং সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব উক্ত সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রাবওয়া হতে ঢাকা আগমন করেন।

সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, ইসলাম ও জাতীয় ঐক্য, বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার, কুরআন শিক্ষা ও প্রচারের গুরুত্ব এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দান কালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব বলেন যে, মানুষ ধর্মের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যতই জড়বাদিতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্বের সমস্যা ততই গুরুতর রূপ ধারণ করে বিশ্ববাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে।

পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলিম মিশনারী মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার শীর্ষক ভাষণে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং বিশ্বময় ইসলাম প্রচার করা আজ সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আহমদীয়া জামাতের প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় অতি নিকটবর্তী। (পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৬৭)।

(চলবে)

সংবাদ

মিরপুরে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ শে এপ্রিল রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে "সিরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশে উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয় মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মৌ. আবুল খায়ের। নযম পাঠ করেন আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহতরম বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলয়মান। আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। এতে প্রায় ২৬২ জন জেরে তবলীগ সহ ৬৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত মেহমানদের মধ্য থেকে ৪জন বয়আত করেন, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত সেমিনার প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী চলে।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠান

"আহমদী" পত্রিকায় যারা লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর আহ্বান করছি।

বরাবর, ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

বানিয়াজানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২১/০৩/২০১৬ বানিয়াজানের উদ্যোগে গংগাবর নামক স্থানে বাদ মাগরিব এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বক্তারা রসূল করীম (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন, সেই সাথে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. বানিয়াজান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৮ মার্চ, রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট লাকী আহমদ। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন সুরাইয়া সারমিন।

এরপর পর্যায়ক্রমে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস এর ওপর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মেহেদী ঐশীকা, নিপাহসারুন, সুরাইয়া শারমিন, বিনতে ইয়াছমিন এবং মুক্তা বশির। পরিশেষে সভানত্রীর আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুরুলিয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট শাহনাজ আক্তার মালী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তৌহিদা সুলতানা। নযম পাঠ করেন বিউটি বেগম এবং আহাদনামা পাঠ করান ঝর্ণা।

এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন মোহসিনা আক্তার মনিকা, ঝর্ণা আক্তার এবং শাহনাজ আক্তার মালী। সবশেষে সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহসিনা আক্তার মনিকা

কিশোরগঞ্জের গালিমগাজিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নবনির্মিত মসজিদ "মসজিদে মাহমুদ"-এর শুভ উদ্বোধন

গত ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গালিমগাজিতে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদের উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রায় শতাধিক লোক নামায পড়তে পারবে। এ উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে কেন্দ্র থেকে একটি প্রতিনিধি দল সেখানে যান। তাঁদের সাথে আরো ছিলেন মোহতরম আবুল খায়ের সাহেব নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪, মোহতরম ফয়েয উল্লাহ্ সাহেব নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ ও সেক্রেটারী জায়েদাদ, মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন, একজন নও মোবাঈন এবং এমটিএ-এর কর্মী জনাব ইমরান আহমদ ও ড্রাইভার জনাব জিএম সিরাজুল উসলাম।

জুমুআর নামায পড়ান মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন। তিনি হুযূর (আই.)-এর নামাযের গুরুত্বের ওপর প্রদত্ত খুতবা প্রদান করেন, আর বলেন, মসজিদের আশেপাশে যারা রয়েছেন তাদের অবশ্যই মসজিদে এসে মসজিদকে অবাদ করা উচিত। এছাড়া প্রত্যক আহমদীকে আন্তরিকতার সাথে, মনোযোগ নিবদ্ধ করে, বিগলিত চিত্তে বাজামাত নামায আদায় করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যক।

জুমুআর নামাযের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, মসজিদের সৌন্দর্য হলো নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত। আপনারা আজকের খুতবায় শুনেছেন হুযূর (আই.) নামাযের বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাই আমাদের সবাইকে নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অলসতা ও দুর্বলতা ঝেরে ফেলে দেয়া উচিত। সবাইকে মসজিদ আবাদ করার বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

এরপর আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। দোয়ার পর সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এরপর স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোশারফ হোসেন বাচ্চু সাহেব মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের জন্য একটি জায়গাও আমীর সাহেবকে দেখান। আমীর সাহেব পরে ঐ জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম গোলাম হোসেন সাহেবের কবর জেয়ারত করে তাঁর জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদের জায়গা বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব মোশারফ হোসেন বাচ্চু সাহেবের পিতা মরহুম গোলাম হোসেন ভূঁইয়া সাহেব দান করেন। আল্লাহ্ জান্নাতে তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

ডেস্ক রিপোর্ট

কটিয়াদির রামপুর গ্রামে স্থানীয় আহমদীদের নির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন

গত ১৩ই এপ্রিল, ২০১৬ কটিয়াদি জামাতের আওতাভূক্ত পূর্ব রামপুর গ্রামে স্থানীয় আহমদীদের নির্মিত একটি মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ গ্রামে তিনটি পুরনো ঐতিহ্যবাহী আহমদী পরিবারের বসবাস। গত বছর কিশোরগঞ্জ-নরসিংদী অঞ্চলের তবলীগি আহবায়ক মওলানা রাসেল সরকার সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়ে স্থানীয় আহমদীরা এ মসজিদের জন্য জমি দান করে এবং পরে মসজিদ নির্মাণে উদ্দ্যোগী হয়। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে কয়েক মাসের চেষ্টায় এ মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথমেই যোহর ও আসরের নামায নবনির্মিত মসজিদে গিয়ে জমা' আদায় করা হয়। এরপর মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ সাহেব। এতে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে নেতৃস্থানীয় দু'জন অতিথিও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। কটিয়াদী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হান্নান সাহেব এ মসজিদের সংক্ষিপ্ত পটভূমি তুলে ধরেন। আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জনাব হালিম আহমদ হাজারী, মওলানা মোহাম্মদ সুলায়মান সুমন এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরপর সবার জন্য দুপুরের আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করা হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

বক্তব্য রাখছেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান এবং আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, নায়েব আমীর ও সেক্রেটারী জায়েদাদ, বাংলাদেশ

দোয়া পরিচালনা করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ

বিভিন্ন জামা'তে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়

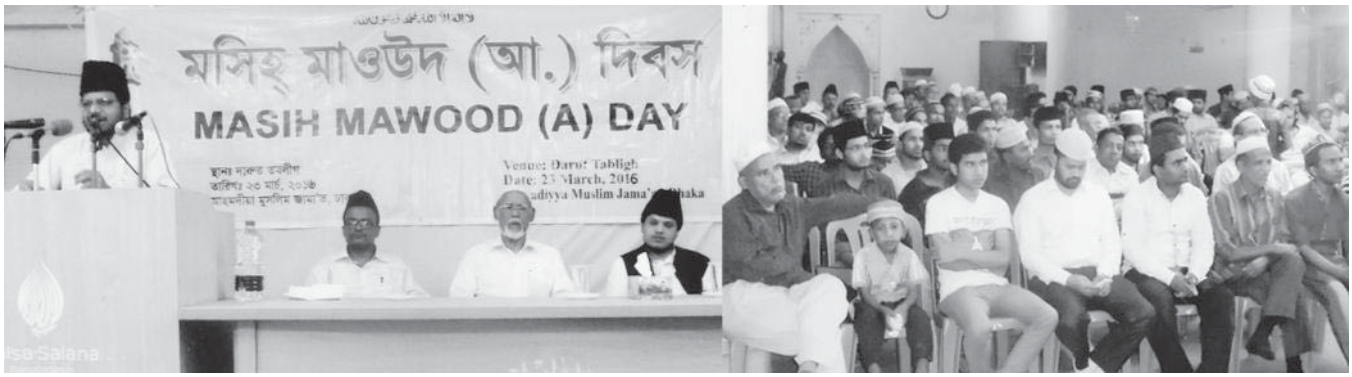

ঢাকা

গত ২৩/০৩/২০১৬ রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলীগ মসজিদে 'মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস' পালিত হয়। এতে ঢাকা জামা'তের মোহতরম আমীর, আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্ব করেন। বাদ আসর বিকাল ৫-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সোয়াইব। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব জারি উল্লাহ্ সাব্বির। প্রথমে মওলানা মোহাম্মদ নূরুল আমীন "বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালনের তাৎপর্য" বিষয়ে আলোচনা করেন।

মাগরীব এবং এশার নামাযের বিরতির পর অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়। ২য় পর্যায়ের শুরুতে বাংলা নযম পরিবেশন করেন মৌ. নাসের আহমদ আনসারী। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের প্রচারে "রিভিউ অব রিলিজিন্স পত্রিকার ভূমিকা" শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ঢাকা জামা'তের বিভিন্ন হালকা থেকে আহমদীগণ এবং অনেকে স্বপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। জেরে-তবলীগ মেহমানরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা, দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সমবেতভাবে এমটিএ-এর বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে প্রচারিত সরাসরি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বশির উদ্দিন আহমদ

চট্টগ্রাম

গত ২৩ শে মার্চ, বুধবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামে মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ 'মসীহ মাওউদ (আ)' দিবস পালন করা হয়। এ দিবসে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম জনাব প্রিন্সিপাল মোনেমবিল্লাহ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নুরউল্লাহ জিহাদ। নযম পেশ করেন জনাব মোসাউয়ের আহমদ। বক্তৃতা পর্বে মসীহ মাওউদ দিবসের গুরুত্বসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব আহমদ দাউদ, মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু এবং মওলানা জাফর আহমদ। শেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। এতে ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ বশারতুল্লাহ রাব্বি

মাহীগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ রোজ বুধবার বাদ মাগরীব মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মনির হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পরিবেশন করেন জনাব গোলাম রাব্বি। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন, সর্বজনার শেখ খায়রুল ইসলাম, জহির রায়হান, মৌ. আসলাম আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ২৫ মার্চ লাজনা ইমাইল্লা সংগঠন ও ২৬ মার্চ আনসারুল্লাহ্ সংগঠন মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করে।

মোশারফ হোসেন

তেজগাঁও

গত ১৫/০৪/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসের কার্যক্রম স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল ওয়াদুদ-এর সভাপতিত্বে শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব এ্যাডভোকেট আবুল কালাম মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, জনাব মোহাম্মদ বোরহানুল হক এবং আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে প্রায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল ওয়াদুদ

বিষ্ণপুর

বিজয়নগরের বিষ্ণপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ১২৭ তম বছর পূর্তি এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয় গত ২৩ মার্চ বাদ জোহর বাইতুল ফজল মসজিদে বিষ্ণপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্-এর উদ্যোগে এক মনমুগ্ধকর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।। আলোচনা শেষে মসজিদে ফজল সংলগ্ন পূর্বাচল কলেজ রোডে এক আনন্দর‍্যালী বের করা হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, নূর মুহাম্মদ, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামূল আহমদীয়া, নযম পরিবেশন করেন, মুহাম্মদ পূণ্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা নাযেম মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের গুরুত্ব তাৎপর্য মাহাত্ম্য তুলে ধরে বক্তৃতা করেন বিষ্ণপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম সর্বজনাব আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া, এনামূল হক ইন্টু, তসলিম আহমদ, শরীফ আহমদ চৌধুরী মন্টু এবং মৌলবী আবদুস সালাম প্রমুখ। এ দিনে মহান আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মুসলিম জাহানের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

নয়াপড়া জামালপুর

গত ২৩ মার্চ তারিখে নয়াপড়া জামালপুর এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আহমদ সালেহ সাম্মী, আশিকুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান আকন্দ, মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বকশীগঞ্জ

বকশীগঞ্জ জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব তাসাদ্দক হোসেন-এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব কামরুজ্জামান, মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম এবং জনাব তাসাদ্দক হোসেন। সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রহমানের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

রংপুর

গত ২৩/০৩/২০১৬, রোজ বুধবার বাদ আসর রংপুরে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত জনাব খন্দকার মাহবুবুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও স্থানীয় প্রেসিডেন্টের দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কাজ শুরু হয়। উক্ত দিবসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর ঐতিহাসিক জীবনের বিভিন্ন নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ (নিবীড়), উর্দু নযম পেশ করেন রফিকুল ইসলাম (রফি)।

বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব মনওয়ারুল হক, হামিদুল্লাহ্ সিকদার, আমিরুল ইসলাম এবং মৌলভী শামসুল হুদা। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব আব্দুর রশিদ, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুর রশিদ

ঢাকার নাখালপাড়া

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে নাখালপাড়া হালকায় গত ২৩ শে মার্চ এ বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে নযম পেশ করেন ডা: আতাহার আহমদ সোহাগ। মসীহ মাওউদ (আ:) দিবসের তাৎপর্য ও আমাদের করনীয় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. নাসের আহমেদ আনসারী। মসীহ মাওউদ (আ.) দিবসের মাহত্ম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মওলানা রাসেল সরকার।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বাল্যকালের শিক্ষনীয় কিছু তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরেন, নাখালপাড়া হালকার আতফাল জনাব মোবাশ্বের আহমদ তাক্বফী। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেশ হয়।

আজিজুল হক

খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম

গত ২২.০৪.১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জু'মা মসজিদ বায়তুল বাসেতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্দ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্যা, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানের শুরতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন জনাব নুরুল্লাহ জিহাদ এবং নযম পেশ করেন জনাব ইলহাম আহমদ। এরপর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব শাহেদ হোসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের পরিণতি বিষয়ে আলোকপাত করেন জনাব ইমরান সাইদ। এরপর বয়আতের দশটি শর্ত ও আমাদের করণীয় এ বিষয়ে বক্তৃতা রাখেন মওলানা জাফর আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। সর্বশেষে সভাপতির বক্তৃতা এবং দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়। এতে ৪৫জন উপস্থিত ছিলেন।

ইমরান সাইদ

সন্তোষপুর

গত ০১/০৪/২০১৬ তারিখ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মসজিদ মোবারক, সন্তোষপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল গফুর, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সন্তোষপুর। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাজীব মাহমুদ চৌধুরী, দোয়া পরিচালনা করে সভাপতি। নযম পেশ করেন শফিকা ইমরোজ (জুতি) এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব রাজীব মাহমুদ চৌধুরী এবং মৌলভী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল গফুর

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ফাজিলপুর

গত ০১/০৪/২০১৬ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব নূর ইলাহীর সভাপতিত্বে উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নেয়ামতউল্লাহ্ (লিটন)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ফাজিলপুর জামা'তের স্থানীয় যয়ীম জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কর্মময় জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন

ফাজিলপুর

গত ০৮/০৪/২০১৬ বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নূর ইলাহী জসিম-এর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব রেজোয়ানুল হক খাঁন, জনাব মফিজুল ইসলাম, এবং মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ৩০জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মিরপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এ গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উৎযাপন করা হয়। জনাব বি আকরাম আহমদ খান চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ফিরোজ আলম। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। আরবি কাসিদা পেশ করেন ইফতেখায়রুল ইসলাম ও তার দল। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করনীয় বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তিনি তার বক্তৃতায় আমাদের আমল ও আখলাক উন্নত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ছাড়াও হুযূর (আই.)-এর বিভিন্ন বক্তৃতার কথা উদ্ধৃত করেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। এতে প্রায় ২০০জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

খুলনা

গত ০১/০৪/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের নায়েব আমীর জনাব আহসান জামিল-এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব মুনিবুর রহমান আসিফ।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনকালীন সময়ে যুগের লক্ষণাবলী ও এর পূর্ণতা এবং কুরআন হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা ও তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং মুরব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা খুরশিদ আলম। সবশেষে সভাপতি জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন, এ শাহীন আহমদ

চরদুঃখিয়া

গত ২৩/০৩/২০১৬ তারিখ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব রিয়াজ আহমদ পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মেহেদী হাসান জয়। নযম পাঠ জনাব রফি আহমদ পাটোয়ারী। বক্তৃতা পর্বে ঃ জনাব আক্তার হোসেন নোবেল বক্তব্য রাখেন 'ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী' বিষয়ে। 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নাসের আহমদ পাটোয়ারী। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান। 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল প্রেম' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এম.টি.এ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত মসীহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা প্রোগ্রাম দেখার ব্যবস্থা ছিল।

রিয়াজ আহমদ পাটোয়ারী

তাহেরাবাদ

গত ২৪/০৩/২০১৬ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন। পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আব্দুর রাজ্জাক, শহীদুল ইসলাম, আব্দুল খালেক মোল্লা, জিন্নাত আলী, মৌ. ফরহাদ হোসেন ও মোয়াজ্জেম হোসেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

রঘুনাথপুর (বাগ)

গত ২৫/০৩/২০১৬ বাদ জুমুআ জনাব আতিয়ার রহমান এর সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর বাগ-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আরমান।

বাংলা নযম পেশ করেন জনাব সোহেল আহমদ। বক্তৃতা পর্বেঃ 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রসূল প্রেম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব জি, এম, আলমগীর। 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর দাবির সত্যতা ও মান্য করার গুরুত্ব' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

শুভ বিবাহ

গত ১৬/১০/২০১৫ তারিখ জান্নাতুল ফেরদৌস (নিসা) পিতা- মোহাম্মদ কামাল আহমদ, কান্দিপাড়া, পোষ্ট+জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ শাহেদ আলম, পিতা- মোহাম্মদ শাহ আলম ভূইয়া, বাদুরিয়া, পোঃ কুটির হাট জেলা ফেনীর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২০/১৬

গত ০৭/১০/২০১৪ তরিখ ফারহানা রেজোয়ান, পিতা- রেজোয়ানুল হক, গ্রাম-পূর্ব সুলতানপুর, ডাকঘর- কে, এম, হাট, ফেনী সদর, জেলা ফেনীর সাথে ওয়াসিমুল কবির, পিতা- মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, ১৯৪ দক্ষিণ খান, ওয়ার্ড- ১, লেন- ২, নন্দাপাড়া, ঢাকার বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২১/১৬

গত ০১/১০/২০১৫ তারিখ নিলয় আসিন, পিতা- মোহাম্মদ আল-আমীন, ৪৯৭ কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান (শান্ত), পিতামৃত- বাহার উদ্দীন, সরকার পাড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয়লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২২/১৬

৩০/১০/২০১৫ তারিখ মুসরাত বিনতে আজিজ (জুই), পিতা- আজিজুল হক, ১২৩ মরিয়ম ভিলা, ফিসারী রোড, হযরত নগর, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মাহমুদ কাউসার, পিতামৃত-মহিউদ্দিন আহমদ, কলেজপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৩/১৬

১৩/১১/২০১৫ তারিখ সুবর্ণা খাতুন বর্ণা, পিতা- মোহাম্মদ লিয়াকত হোসেন (বাদশাহ), গ্রাম- বালিয়াডাঙ্গ, শৈলকুপা, জেলা- ঝিনাইদাহ-এর সাথে মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম (রাশেদ) পিতামৃত- আবদুস সালাম খান, ভাসানী রোড, ক্ষয়াধানগড়া, উত্তর সিরাজগঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ-এর বিবাহ ১,০১,০০০/- (একলক্ষ এক হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৪/১৬

১৩/১১/২০১৫ তারিখ ফাজানা ঋতু, পিতা- শরীফ আহমদ ভূইয়া, গ্রাম কোড্ডা, থানা+জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ মজনু মিয়া, দক্ষিণ মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৫/১৬

০৪/১২/২০১৫ তারিখ শিরিন আক্তার, পিতা- আবুল কাশেম, নরসিংদী সদর জেলা-নরসিংদীর সাথে শেখ খালিকুজ্জামান, পিত- মোহাম্মদ আবদুল হাই, আকুয়া, জেলা-ময়মনসিংহ-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৬/১৬

০৪/১২/২০১৫ তারিখ আফরোজা ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, ফ্লাট-২/বি, প্লট-৩, রোড-৭, ডি, মিরপুর-১১, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে এহসানুল কবির, পিতা- আবদুল হান্নান, ৩০১, (তয়তলা) টালী অফিস রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৭-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৭/১৬

১৪/১২/২০১৫ তারিখ নুসরাত জাহান, পিতামৃত- শাহ মোহাম্মদ আবদুল গনি, গ্রাম+পোঃ চাপার কোনা, থানা-সরিষাবাড়ী, জেলা-জামালপুর-এর সাথে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, পিতা-হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের, ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৮/১৬

১৭/১০/২০১৫ তারিখ বিউটি আক্তার, পিতা- বিল্লাল আহমদ, বড়হাট, দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ রিপন আফ্রাদ, পিতা-রফিক আফ্রাদ, সোনাচান্দি, শালসিড়ি, জেলা-পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৭২,২১১/- (বাহাত্তর হাজার দুইশত এগার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩২৯/১৬

০৪/০১/২০১৬ তারিখ তানিয়া আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আলী, পলাশপুর, ঢাকার সাথে মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, পিতামৃত-শামিম আহমদ, ২৫/বি-ব্লক-ই, মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকার বিবাহ ৪,০০,০০১/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩৩০/১৬

২১/০২/২০১৬ তারিখ ইসমত আরা চৌধুরী, পিতা- মোহাম্মদ শরীফ আহমদ চৌধুরী, গ্রাম-জামালপুর (হবিগঞ্জ) চুনারুঘাট, জেলা হবিগঞ্জ-এর সাথে মওলানা নাছের আহমদ, পিতামৃত– মৌ. হোসেন আহমদ, গ্রাম-সমেদপুর, বরুড়া, জেলা-কুমিল্লার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩৩১/১৬

১৯/০২/২০১৬ তারিখ খাইরুন নাহার, পিতামৃত- মোহাম্মদ কাউসার আলী, ৫৯/৬ শালবাগান, পোঃ সপুরা-৬২০৩, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহীর সাথে আহমদ জহির, পিতা- মোহাম্মদ কায়সার আলম, সি-১, ৮৬, মনিপুরিপাড়া, ঢাকার বিবাহ ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ১৩৩২/১৬

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কবিরপুরে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কবিরপুরে গত ২৫ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহাম্মদ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বেলাল হোসেন। পর্দার আড়াল থেকে নযম পাঠ করেন আসমা খান শ্যামলী।

মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব বেলাল হোসেন। সভাপতির আলোচনায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তের শতাব্দির শেষে এবং চৌদ্দ শতাব্দির শিরোভাগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেন।

তিনি আরো বলেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ ভারতের লুধিয়ানা শহরে হযরত সুফী আহমদ জান সাহেবের বাস ভবনে প্রথম বয়আত নেয়া শুরু করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ৩৩জন উপস্থিত ছিলেন।

মাহফুজুর রহমান

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হিউম্যানিটি ফার্স্ট জাপান শাখার উদ্যোগে দুর্গতের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

হিউম্যানিটি ফার্স্ট জাপান এর ত্রাণ তৎপরতায় যোগদান: জাপানের দক্ষিণাঞ্চলে দু'টি প্রবল ভূ-কম্পনের পর হিউম্যানিটি ফার্স্ট জাপান শাখা ত্রাণ তৎপরতায় যোগদান করে। ধারণা করা হচ্ছে, কমপক্ষে এক লক্ষেরও অধিক মানুষ জরুরী অবস্থাধীন বাসস্থান ও ঠান্ডার কবল থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের গাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

জাপান জামাতের মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আনিস আহমদ নাদিম সাহেব জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের প্রথম দিনে প্রায় ৫০০ দুর্গতের মাঝে গরম খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ করা হয়। জাপানের হাজার হাজার ত্রাণ শিবির ও জরুরী সেবাদান কার্যক্রমের আওতায়হিউম্যানিটি ফার্স্ট জাপান শাখার কর্মীরা ত্রাণ তৎপরতায় যোগদান করে। দু'টি শক্তিশালী ভূ- কম্পন জাপানের কিউশু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচন্ড আঘাত হানে।

কুমামোটো শহরের কাছাকাছি এলাকায় শনিবার স্থানীয় সময় রাত ১.২৫ মিনিটে এবং জিএমটি সময় মোতাবেক শুক্রবার বেলা ৩.২৫ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৭.৩ মানের কম্পন অনুভূত হয়। এই কম্পনটি প্রথমে বৃহস্পতিবার রাতে ৬.৪ মাত্রায় আঘাত হানে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নিউজিল্যান্ড-এর ২৭তম বার্ষিক জলসা সফলভাবে উদযাপন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে, গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নিউজিল্যান্ডের ২৭তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের জলসার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'খিলাফত কি ভয়, না-কি শান্তির কারণ?'

দু'দিনব্যাপী এই জলসায় সারা দেশ থেকে প্রায় ৩৫০জন যোগদান করেন, যাদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন ছিলেন সম্মানিত অতিথি। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ বাণী তুলে ধরা হয়।বিশেষ করে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার কথা শুনে দর্শকেরা বিমুগ্ধ হন।

নিউজিল্যান্ডের গণমাধ্যম এতে উপস্থিত ছিল। টিভি থ্রি'র জাতীয় সংবাদে জলসার খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়।

থ্রি নিউজের সাংবাদিক উইলহেলমিনা শ্রিম্পটন বলেন, এই জলসা আইসিস ও জামাতে আহমদীয়ার খিলাফতের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে চমৎকার এক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

অতিথিবৃন্দের মাঝে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব পেসেটা স্যাম লটু-লিগা, বিরোধী দলের প্রাক্তন প্রধান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয় ফিল গফ এমপি; জেনি স্যালেসা এমপি এবং বর্ণ সম্পর্ক বিষয়ক কমিশনার ডেইম সুসান ডিভয় উপস্থিত ছিলেন।

দেশটির সর্ববৃহৎ দৈনিক পত্রিকা 'নিউজিল্যান্ড হেরাল্ড'-এ এক পাতা জুড়ে জলসার আমন্ত্রণ প্রদানও বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৮৭ সালে নিউজিল্যান্ডে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই জামাতে চার শতাধিক সদস্য রয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নূরনগর ঈশ্বরদীতে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৩ মার্চ, ২০১৬ নূরনগর ইশ্বরদীতে বাদ আসর হতে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক। নযম পেশ করেন মোহাম্মদ মোবাশ্বের আহমদ এবং জনাব মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন। এরপর আলোচনা পর্বে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী, সাব্বির আহমদ খান, মওলানা মোহাম্মদ আল হক, আহমদ সালমান পার্শী, মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান এবং মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জগদল-এর মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ০১/০৪/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জগদলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসের কার্যক্রম স্থানীয় প্রেসিডেন্টর সভাপতিত্বে শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মারুফ আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ নূরন্নবী। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ শামিম আহমদ, জনাব মোহাম্মদ মারুফ আহমেদ এবং মৌ. রাশীদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী

যে খাবারগুলো আপনাকে রাখবে সুস্থ ও সুন্দর

আমরা সারা দিন চিন্তায় থাকি কোন খাবার খাব আর কোন খাবার খাব না, তা নিয়ে। আসলে চিন্তা থাকে যাতে কোনোভাবেই মোটা হয়ে না যাই। কিন্তু কোন খাবারে কতটা ক্যালরি আছে আর কোন খাবারে কতটা প্রোটিন আছে ডায়েট করার আগে এটি অবশ্যই জেনে রাখা ভালো। ডায়েট করে খাওয়ার মানে, কম খাবার খাওয়া নয়। শরীর অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালরি, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার খাওয়া। এর পাশাপাশি আমাদের এটিও খেয়াল রাখতে হবে, কোন খাবারে এসব উপাদানের পরিমাণ কতটা থাকে। সারা দিনে পর্যাপ্ত পানি পান করা দরকার। তরলজাতীয় খাবারের পরিমাণ বেশি রাখা দরকার ডায়েট চার্টে। হাঁস বা মুরগির ডিম শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। তবে সেটি সিদ্ধ করে খাওয়াই উচিত। ডায়েট চার্টে অবশ্যই ব্রাউন ব্রেড রাখা ভালো। ব্রাউন ব্রেড শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। খাবারে তেল, মসলার পরিমাণ যত কম রাখা যাবে ততই শরীরের জন্য ভালো। যত বেশি পারা যায়, তত সবজি খেতে হবে।

তেল, মসলা দেওয়া খাবার যতটা কম পরিমাণে খাওয়া যায়, ততই ভালো। দুপুরের খাবারে ভাত ও রুটি দুটিই রাখবেন। রাতে যতটা সম্ভব হালকা খাবার খান। ঘুমানো উচিত কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা। সিদ্ধ খাবারের পরিমাণ বেশি রাখবেন ডায়েট চার্টে। তবেই শরীর ভালো ও মন চাঙা থাকবে এবং কাজেকর্মে গতি আসবে।

(সূত্র: আমাদের সময়)

এই গরমে দই ছাড়াই লাচ্ছি তৈরি করবেন যেভাবে

লাচ্ছি তৈরি করতে কী কী উপকরণ লাগে বলুন তো? হ্যাঁ, সবার প্রথম দইয়ের নামটাই আপনার মনে আসবে। তাইতো, দই ছাড়া আবার লাচ্ছি হয় নাকি অবাক করা ব্যাপার হলো, দই ছাড়াও লাচ্ছি বানানো সম্ভব।

ঘরে দই নেই, কিন্তু লাচ্ছি খেতে হবে। কীভাবে করবেন? ভাবতে হবে না, দই ছাড়াই তৈরি করে নিতে পারেন সুস্বাদু লাচ্ছি। চলুন দেখে নেয়া যাক, দই ছাড়াই লাচ্ছি তৈরির নিয়ম-

উপকরণ : ৩ কাপ পানি, প্রতিকাপ পানির জন্য ৩ চা চামচ গুঁড়ো দুধ, প্রতিকাপ পানির জন্য ২ চা চামচ লেবুর রস, চিনি, বরফ কুচি ইচ্ছে মতো, আইসক্রিম, বাদাম কুচি।

প্রণালি : প্রথমে পানি একটু গরম করে নিয়ে এতে গুঁড়ো দুধ ভালো করে গুলিয়ে নিন।

এরপর এতে লেবুর রস দিয়ে অল্প নেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন ৮-১০ মিনিট। ৮-১০ মিনিট পর দুধ জমাট বেঁধে গিয়েছে দেখতে পাবেন।

এবার একটি ব্লেন্ডারে এই জমাট বাঁধা দুধ, আপনার প্রয়োজন মতো চিনি, অর্ধেকটা পরিমাণে বরফ কুচি এবং বাদাম কুচি দিয়ে ভালো করে ২-৩ বার ব্লেন্ড করে নিন।

একেবারে শেষের দিকে চিনির স্বাদ বুঝে নিয়ে প্রয়োজনে আরও চিনি দিয়ে ব্লেন্ড করে এতে বরফ কুচি দিন। ব্যস, এবার গ্লাসে ঢেলে উপরে ১ স্কুব আইসক্রিম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু দই ছাড়া লাচ্ছি।

(সূত্র: সময়ের কণ্ঠস্বর)

প্রিয় স্মার্টফোনটি পানিতে পড়ে গেলেও চিন্তা নেই, অনুসরণ করুন নিচের ধাপগুলো

হাত ফসকে যদি অতি প্রিয় স্মার্টফোনটি পানিতে পড়ে যায়, একদম ভয় পাবেন না। আগে থেকেই ধরে নেবেন না ফোনটি নষ্ট হয়ে গেছে। এ সময় আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা। খুব শান্ত মনে নীচের নিয়মগুলি মেনে চলুন। দেখবেন, ফোনটির কোনও ক্ষতি হবে না।

১. প্রথমেই ফোনের ব্যাক কভার খুলে ব্যাটারি আর সিম কার্ড বের করে নিন।

২. এরপর একটুও সময় নষ্ট না করে ফোনটি শুকনোর ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন, ফোন ভিজা অবস্থায় বেশিক্ষণ ফেলে রাখলে ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যেতে পারে। চুল শুকানোর ড্রায়ার থাকলে সেটি অন করে দিন। ফোনটি ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিন ভালো করে।

৩. হেয়ার ড্রায়ার না থাকলে, এক বাটি চালের মধ্যে ফোনটি ডুবিয়ে রাখুন। ফোন পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে।

৪. চাল বা ড্রায়ারের বদলে আরও একটি নিয়মে ফোনটি শুকিয়ে নিতে পারেন। ২-৩ লেয়ার টিস্যু পেপারে ফোনটি ভালো করে মুড়িয়ে ফ্রিজের মধ্যে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ফ্রিজ থেকে ফোন বের করে, ব্যাটারি লাগিয়ে অন করে দেখুন ফোনটি চলছে কি না। যদি দেখেন চলছে না, একেবারেই চিন্তা করবেন না। ব্যাটারি বের করে আবার ফোনটিকে টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিন।

(সূত্র: দি খবর)

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

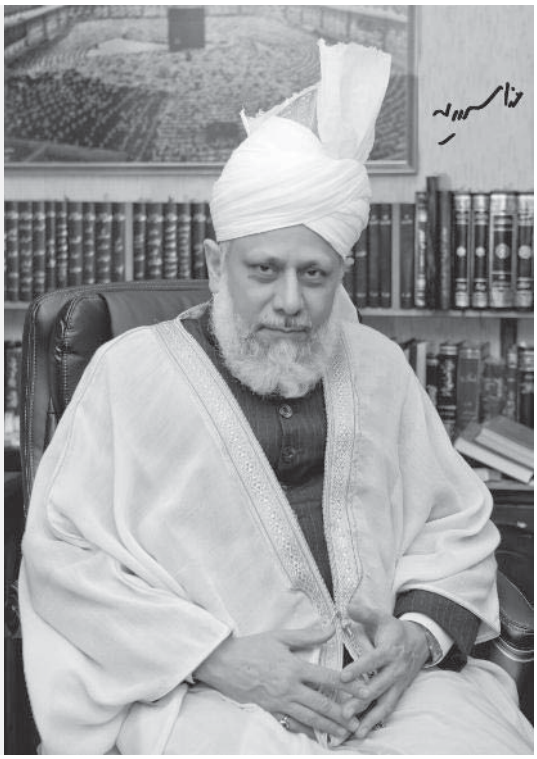

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 20 Issue

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

30th April, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ৯.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com